দ্বি-মাসিক

শ্রমিকবার্তা

৭ম বর্ষ-সংখ্যা ২৪ □ মার্চ-এপ্রিল ২০২৩

স্বাধীনতার আলো বিকিরণ করুক মোদের আঙিনায়

ঈদ আনন্দ ও বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজ

সিয়াম সাধনা মালিক ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ: করণীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল **কর্ণফুলী ।**

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রা:) লি:
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লি:
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লি:
- এম.রহমান বিল্ডার্স

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে

(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১

e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

রেডি ফ্ল্যাট
বিক্রয়
চলছে

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

৭ম বর্ষ ▪ সংখ্যা: ২৪
মার্চ-এপ্রিল ২০২৩

- **সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি**
  আ.ন.ম শামসুল ইসলাম
- **সম্পাদক**
  এডভোকেট আতিকুর রহমান
- **নির্বাহী সম্পাদক**
  এডভোকেট আলমগীর হোসাইন
- **সম্পাদনা সহযোগী**
  নুরুল আমিন
  হাফিজুর রহমান
  সোহেল রানা মিঠু
  জামিল মাহমুদ
  আব্দুর রহীম মানিক
- **সার্কুলেশন**
  আশরাফুল আলম ইকবাল
- **কম্পিউটার কম্পোজ**
  আহমাদ সালমান
- **প্রচ্ছদ**
  ফরিদী নুমান
- **অলঙ্করণ**
  এম.এ. আকাশ
- **প্রকাশকাল**
  মার্চ ২০২৩
- **প্রকাশনায়**
  বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বা.জা.ফে-০৮
  ৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
  বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
  www.sramikkalyan.org
- মূল্য : ৪০ (চল্লিশ) টাকা

সূচিপত্র

সিয়াম: মুমিনের তাকওয়ার বিকাশের দ্বার মাওলানা আবুল হাশেম মোল্লা	০৩
অণুপ্রেরণার বাতিঘর এডভোকেট শেখ আনসার আলী অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	০৫
ঈদ আনন্দ ও বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ	০৮
সিয়াম সাধনা মালিক ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ: করণীয় ড. নুরুল ইসলাম	১২
মুমিনের দৈনন্দিন জীবন আব্দুল্লাহইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	১৫
স্বাধীনতার আলো বিকিরণ করুক মোদের আঙিনায় মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান	১৮
শ্রমিক নেতৃত্ব: কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য এডভোকেট আতিকুর রহমান	২২
আধুনিক শিল্প উন্নতির যুগে শ্রমিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান লস্কর মোঃ তসলিম	২৫
বাংলা নববর্ষ: সংস্কৃতির শিকড়ে অপশক্তির থাবা আশীষ মাহমুদ	২৮
আইন জিজ্ঞাসা এডভোকেট আলমগীর হোসাইন	৩১
রমজানের মাসয়ালা মাসায়েল মাওলানা মুফতি শরিফ হোসেন	৩৩
সুস্থ থাকার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি: রোজা অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন	৩৫
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির বিশেষ চিঠি	৩৭
ফেডারেশন সংবাদ	৩৯

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো একজন মুমিনের জন্য আল্লাহ তাআলার অধিক থেকে অধিকতর নৈকট্য লাভের সেরা সময় রমাদান। পবিত্র এ মাস মুসলিম উম্মাহর কাছে হাজির হয় অজস্র-অফুরন্ত রহমত ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে। মুসলিম মিল্লাতের জন্য রহমতস্বরূপ এ মাসটি আত্মগঠন, নৈতিক উন্নতি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর সমাজ গঠন এবং সামাজিক সাম্যের নিশ্চয়তা বিধানের এক অনন্য সুযোগ। রমাদান তাকওয়া অর্জন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি মালিক-শ্রমিকের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের শিক্ষা দেয়। রমাদান মাসে শ্রমিকের কাজ কমিয়ে দিয়ে তার কষ্ট লাঘব করা এবং বোনাসসহ মজুরি পরিশোধ যথাসময়ে প্রদান করা একজন আদর্শ মালিকের বৈশিষ্ট্য। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমাদান মাসে তার কাজের লোকের কাজ কমিয়ে সহজ করে দিল, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার হিসাব সহজ করে দেবেন' (বুখারি)। রমাদানে মালিক শ্রেণি শ্রমিকের প্রতি আরও সদয় ও মানবিক হবেন এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দেশের মাটি ও মানুষের আনন্দের দিন। যুগ যুগ ধরে লালিত দেশীয় সংস্কৃতির উদযাপনের দিন বাংলা নববর্ষ তথা পহেলা বৈশাখ। আমরা চাই বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হোক তার ঐতিহ্যের আলোকে। যে ঐতিহ্যে শিকড়সন্ধানী মানুষ তার প্রাণ খুঁজে পায়। খুঁজে পায় তার সংস্কৃতিকে। যার মাধ্যমে তার ভেতর ফুটে উঠে দেশপ্রেম।

আগামী ২৬ মার্চ পালিত হবে আমাদের ৫৩তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগকারী সকল নারী-পুরুষদের আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট তাদের উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এ প্রত্যয়ে পালিত হোক এবারের স্বাধীনতা দিবস। কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষের ঘরে স্বাধীনতার সুফল বয়ে আসুক। দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি স্বাধীনতা দিবস ও পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। সকলকে অগ্রিম ঈদ মোবারক।

সিয়ামঃ মুমিনের তাকওয়ার বিকাশের দ্বার

আবুল হাসেম মোল্লা

ইসলামী জীবনব্যবস্থা পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সিয়াম তথা রোজা পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির অন্যতম। সিয়াম প্রতিটি মুমিনকে বিশেষ সাওয়াব অর্জনের সুযোগ করে দেয়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুমিনের উপর আরোপিত ইবাদাতের মধ্যে সিয়াম অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সিয়াম পালনের দুটি বিধান রয়েছে। এক–পবিত্র রমাদান মাসে পুরো একমাস সিয়াম পালন করা। যা প্রতিটি মুমিনের জন্য ফরজ। দুই–বছরের অন্যান্য সময়ে সিয়াম পালন করা। যা নফল হিসেবে গণ্য হয়। তবে ফরজ হোক কিংবা নফল হোক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির তাকওয়া বিকশিত হয় সিয়ামের মাধ্যমে। আর তাকওয়াসম্পন্ন মুমিন ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক মর্যাদার অধিকারী। ফলে মুমিন-সিয়াম-তাকওয়া শরীয়াতের মৌলিক এ তিনটি বিষয় একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সিয়াম কীভাবে তাকওয়ার বিকাশ ঘটায়ঃ সিয়াম/সাওম আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো বিরত থাকা। যে কোন বিরত থাকাকেই সাওম বলা হয় না। শরীয়াতের পরিভাষায়, বিশুদ্ধ নিয়তসহ সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাবার, পানীয় ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। এ বিরত থাকাকে সরলভাবে সাওম হিসেবে অভিহিত করা হলেও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আরও ব্যাপক ও গভীর। যদি কোন ব্যক্তি খাবার,পানীয় বর্জন করে থাকে অথচ মিথ্যা, প্রতারণার কাজ ছাড়তে পারে না; তাহলে তার এ সিয়ামের কোন ফায়দা নেই। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই' (বুখারীঃ ১৯০৩, ই.ফা)। এ হাদিসের মাধ্যমেই অনুমিত হয় সিয়াম মুমিন ব্যক্তির মাঝে তাকওয়ার বিকাশ ঘটাতে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে!

আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দার উপর রমাদান মাসে সিয়াম পালন করাকে ফরজ তথা আবশ্যক ঘোষণা করেছেন। তাকওয়া অর্জনের বিষয়কে সে বিধানের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনি ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে।' (সুরা বাকারাঃ ১৮৩)

তাকওয়া ইসলামী শরীয়াতের একটা অনবদ্য গুণ ও বিশেষ পরিভাষা। এ ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে ইসলামী নৈতিকতার অমূল্য প্রাসাদ। তাকওয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ আত্মরক্ষা করা, বেঁচে থাকা। কিন্তু পরিভাষায়, মহান আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে তাঁর নির্দেশিত কাজ পালন করা, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা, এমনকি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অপরাধকেও জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে বর্জন করা। পৃথিবীর অগণিত চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে অন্যায়অপরাধ করে সাময়িকভাবে পার পেয়ে গেলেওসূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর দৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়; অন্তরের এমন ভীতিই তাকওয়ার মূল কথা।

তাকওয়া বিষয়টি বাহ্যিক কোন ব্যাপার নয় বরং নিতান্তই এটা একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। রাসুল (সা.) এর অমীয় বাণী আমাদেরকে সে দিকেই ইঙ্গিত করে। হাদিসে এসেছে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে–এ কথা বলে তিনি তিন বার তাঁর বক্ষের দিকে ইংগিত করেছেন।

তাকওয়া মামুলী ব্যাপার নয় বরং সেটা খুবই নাজুক ব্যাপার। একবার হযরত ওমর (রা.) উবাই বিন কাবকে তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, আপনি কখনও কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন? ওমর (রা.) হ্যাঁ বলায়, তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, আপনি কীভাবে সে রাস্তা অতিক্রম করেছেন? ওমর (রা.) বলেন, আমি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে অতি দ্রুত অতিক্রম করেছিলাম; যাতে কাঁটা আমার কাপড়ে কোনভাবেই না বিধে। উবাই (রা.) বলেন, এটাই তাকওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জীবন চলার পথে চতুর্দিক থেকে জাহিলিয়াতের অশ্লীল কার্যাবলী মনস্তাত্ত্বিকআঘাত হানতে পারে। আর এ আঘাতকে পরাজিত করে নিঃশঙ্কচিত্তে সামনে এগিয়ে যেতে পারলেই তাকওয়ার যথার্থতা ফুটে ওঠবে। তার জন্য প্রয়োজন একেবারে নগন্য গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকা। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'হে আয়েশা! তোমার নিজেকে একেবারে তুচ্ছ অপরাধ থেকেও বিরত রাখ, কেননা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সেটারও হিসাব চাওয়া হবে।' (ইবনে মাজাহঃ ৪২৪৩)

বাস্তবিক অর্থে,তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে মুমিন নিজেকে সুসজ্জিত করতে সিয়াম খুবই চমৎকার ও কার্যকরী পন্থা। সিয়াম নামীয় ইবাদাতের পদ্ধতিই এমন, যা তাকওয়ার বিকাশ ঘটাতে যথেষ্ট উপযোগী। আল্লাহ তায়ালার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ, সাওয়াবের প্রত্যাশা ও জবাবদিহির অনুভূতি ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে পানাহার থেকে বিরত থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। প্রকৃত সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি লোক চক্ষুর অন্তরালে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহ সত্ত্বেও, সূর্যাস্তের এক মিনিট পূর্বেও এক ঢোক পানি পান করতে রাজি হবে না। কিন্তু কেন? কে তাকে এভাবে এত কষ্ট করতে অনুপ্রাণিত করল? প্রচণ্ড ক্ষুধা ও পিপাসা সত্ত্বেও কার ভয়ে সে এত ত্যাগ স্বীকার করতে সন্তুষ্ট হলো? তা শুধুই আল্লাহর ভয়। আর সেটাই হলো তাকওয়া।

সিয়াম যেভাবে তাকওয়ার বিকাশ ঘটায়:

১। **অদৃশ্যের বিশ্বাসের মাধ্যমে-সিয়াম নেহায়েতই একটা আধ্যাতিক বিষয়:** অন্যান্য ইবাদাত তথা সালাত, যাকাত, হজ, দান সদকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ন্যূনতম লৌককিতার আশঙ্কা থাকলেও সিয়াম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যেখানে দুনিয়াবী নগদ স্বার্থ হাসিল বা খ্যাতির কোন সুযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য সত্ত্বার প্রতি প্রচণ্ড বিশ্বাস, জান্নাতে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জাহান্নাম থেকে বাঁচার ভীতিকর অনুভূতি ছাড়া সিয়াম পালন করা প্রায় অসম্ভব। আর এতেই একজন মুমিন তার তাকওয়াকে শাণিত করার চরম প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন থেকে হেদায়াত লাভে আগ্রহী ব্যক্তির জন্য তাকওয়া তথা মুত্তাকি হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, হুদাল লিল মুত্তাকিন। আর সে সকল মুত্তাকির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো–তারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস করে। প্রকান্তরে সিয়াম পালন অদৃশ্যের বিশ্বাসকে পোক্ত করে মুমিন ব্যক্তির তাকওয়ার বিকাশেই ভূমিকা রাখে।

২। **কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যম:** সিয়ামের সাথে কুরআনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সিয়ামের মাস রমাদান, আর কুরআন নাজিলের মাসও রমাদান। রমাদানের রাতে তারাবীহ, কিয়ামুল লাইল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির মাধ্যমে সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি কুরআনের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'সিয়াম ও কুরআন কেয়ামতের দিন বান্দার পক্ষে সুপারিশ করবে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার পক্ষে সিয়াম ও কুরআনের এ সুপারিশ গ্রহণ করবেন' (মুসনাদে আহমাদ)। বস্তুত কুরআনের সাথে এ জাতীয় সম্পর্ক উন্নতির মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তির তাকওয়া উত্তরোত্তর বিকশিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আসলে এটি (কুরআন) মুত্তাকিদের জন্য নসিহত।' (সুরা আল হাক্কাহ: ৪৮)

৩। **ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট অনুধাবন:** সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি খাবার পানির সংকটে পড়ে এমন ইবাদাত করে ব্যাপারটা তা নয়; বরং আল্লাহ তায়ালার প্রেমে মশগুল হয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় তাঁর হুকুম পালন করে। এতে দীর্ঘ সময় ধরে পিপাসার কৃত্রিম কষ্ট ভোগ করতে হয়। সমাজের যে সকল অভাবী মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়, সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি সে সকল মানুষের ক্ষুধার কিঞ্চিত যাতনা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ফলে মুমিন ব্যক্তির হৃদয় হু হু করে কেঁদে ওঠে। অসহায় মানুষের প্রতি তার তীব্র দায়িত্ববোধ জেগে ওঠে। এ দায়িত্ববোধই তার তাকওয়াকে বিকশিত করে। কারণ আল্লাহ তায়ালার নিকট পূর্ণ জবাবদিহির অনুভূতি ও তাকওয়া ব্যতীত, কোন ব্যক্তি তার কষ্টার্জিত সম্পদ অন্যের জন্য খরচ করার প্রকৃত প্রেরণা পেতে পারে না। তাই কেন যেন সিয়াম-ই ব্যক্তির তাকওয়া বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুত্তাকি ও জান্নাতের নেয়ামতের যোগ্য বিশেষ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আর তারা আল্লাহর মহব্বতে মিসকিন, এতিম এবং বন্দিকে খাবার দান করে, এবং তাদেরকে বলে আমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা পেতে চাই না।' (সুরা দাহর: ৮-৯)

৪। **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের সচেতনতার মাধ্যমে:** সিয়াম পালনকারীমুমিন ব্যক্তিকে অত্যন্তসূক্ষ্ম বিষয়েও সচেতন হতে হয়, যা তাকেউত্তরোত্তর বড়ো বিষয়গুলোতে আরও অধিক মাত্রায় সতর্ক হতে প্রেরণা যোগায়। যেমন একজন সিয়াম পালনকারীব্যক্তি অজু করার সময় খুব সতর্ক থাকে, যাতে এক ফোঁটা বা অর্ধ ফোঁটা পানিও তার গলায় না নামে, তাকে সচেতন থাকতে হয় যাতে এক কণা খাবারও তার পেটে না চলে যায়, সারাদিনের প্রচণ্ড ক্ষুধা ও পিপাসা সত্ত্বেও তাকে খুব সচেতন থাকতে হয় যাতে সূর্য ডোবার এক মিনিট পূর্বেও তার সাওম না ভেঙে যায়। সুবহানাল্লাহ! কল্পনা করা যায়! তাকওয়ার কত চমৎকার প্রশিক্ষণ, উন্নত চরিত্র তৈরির কত বিজ্ঞানসম্মত আয়োজন! এক মিনিট (তথা সূর্যাস্তের পর) পর যা বৈধ তাই সাময়িকভাবে অবৈধ! একজন সিয়াম পালনকারী যখন সাময়িক নিষিদ্ধ বিষয়ে এত সিরিয়াস হতে পারে, সে কি কখনও চূড়ান্ত নিষিদ্ধ বিষয়ে তথা চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, ওজনে কম দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি কর্মেলিপ্ত হতে পারে? প্রকৃত সিয়ামপালনকারীর পক্ষে এমন গর্হিত কাজ প্রায় অসম্ভব। আর এটাই বিকশিত তাকওয়ার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

৫। **আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকওয়ার বিকাশ:** মুত্তাকি ব্যক্তি কখনও অন্যের ইজ্জত ও সম্পদ হরণ করতে পারে না। রাসুল (সা.) বলেছেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর জুলম করবে না, তার ইজ্জত হরণ করবে না; আর এটাই তাকওয়ার দাবি। প্রকৃতপক্ষে সিয়াম পালন একজন মুমিনকে তার নিজের রাগ দমন করে অপরের প্রতি সহনশীল হতে প্রেরণা যোগায়। আর এটাও তাকওয়া বিকশিত হওয়ার অন্যতম একটা উপায়। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'সিয়াম হলো ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার ব্যক্তি।' (বুখারি: ১৮৯৪)

সাওম পালন এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদাত যা মুমিন বান্দাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে দেয়। মুমিনের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অতীব প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন তাকওয়ার রঙে নিজেকে রাঙাবে; আর সিয়াম পালন সে রঙে রাঙাতেই প্রতি বছর ফরজরূপে ফিরে আসে মুমিনের মাঝে। নফল সিয়াম তো সারা বছরই মুমিনকে আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রাণিত করে। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সিয়ামের যথাযথ হক আদায়ের মাধ্যমে তাকওয়া বিকশিত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: ইসলামী চিন্তাবিদ

অণুপ্রেরণার বাতিঘর

এডভোকেট শেখ আনসার আলী

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ আসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

রাসুল (সা) বলেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা করা থেকে দূরে থাকো। কারণ, সম্মুখ প্রশংসা হচ্ছে কাউকে জবাই করার শামিল"। মুআবিয়া (রা.) এ বলেন,জীবিত কারোর সম্মুখে তার ভূয়সী প্রশংসা করা ঠিক নয় (ইবনু মাজাহ: ৩৮১১)।

হযরত মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা সম্মুখ প্রশংসা করো না। কেননা তা হত্যার সমতুল্য।' (ইবনে মাজাহ: ২/৩৭৪৩)

আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত–তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবি(সা.) এর সম্মুখে অন্য জনের প্রশংসা করছিলো। তখন নবি(সা.) প্রশংসাকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,'তুমি ধ্বংস হও! তুমি ওর ঘাড় ভেঙে দিয়েছো। তুমি ওর ঘাড় ভেঙে দিয়েছো। এ কথা রাসুল (সা) কয়েক বার বলেছেন। তবে যদি তোমাদের কেউ অবশ্যই কারোর প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে আমি ধারণা করছি; তবে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। আমি তাঁর উপর কারোর পবিত্রতা বর্ণনা করতে চাই না। আমি ধারণা করছি, সে এমন এমন। সেও ব্যক্তির ব্যাপারে ততটুকুই বলবে যা সে তার ব্যাপারে ভালোভাবেই জানে।' (বুখারী: ২৬৬২,৬০৬১, মুসলিম: ৩০০০)

এমনকি রাসুল (সা.) কাউকে কারোর সম্মুখে প্রশংসা করতে দেখলে, তার চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারতে নির্দেশ দিয়েছেন।হাম্মাম (রা.) থেকে বর্ণিত–তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি উসমান (রা.) এর সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করলে, মিক্বদাদ (রা.) তার চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারেন এবং বলেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন,'যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে, তখন তোমরা তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারবে।' (মুসলিম: ৩০০২, আবু দাউদ: ৪৮০৪, ইবনু মাজাহ: ৩৮১০)

রাসুল (সা.) কারোর সম্মুখে তার ভূয়সী প্রশংসা করতে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যেন তার প্রশংসায় কোন রকম অমূলক বাড়াবাড়ি করা না হয় এবং সেও ব্যক্তিগতভাবে নিজ আত্ম-অহমিকা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। দুনিয়ায় মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী। ইবরাহীম (আ.) দুআ করেছিলেন, 'আমার পর কেয়ামত পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে আসবে, তারা আমাকে উৎকৃষ্ট ভাষায় স্মরণ করবে' (সুরা শুআরা: ৮৪)। নেকির বদলা দুনিয়াতে মহান আল্লাহ প্রশংসা, সুনাম ও সুখ্যাতির মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। ইবরাহীম (আ.)-কে প্রত্যেক জাতিই ভাল নামে স্মরণ করে থাকে। কেউ তার মহানুভবতা ও মর্যাদাকে অস্বীকার করে না।

একজন মুমিন আর একজন মৃত মুমিন ব্যক্তির ভাল গুণের আলোচনা করতে পারে। যারা দুনিয়া থেকে চলে যায়, তাদের কল্যাণের জন্য তাদের ভালো আমলগুলোর উল্লেখ করলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় তার সাক্ষী হিসেবে কবুল করেন। এই হাদিস কে সামনে রেখেই এ কথা জানা যায়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত–তিনি বলেন, “সাহাবায়ে কিরাম একবার এক জানাযায় গেলেন। সেখানে তারা মৃতের প্রশংসা করতে লাগলেন। নবি (সা.) তা শুনে বললেন, 'ওয়াজিব হয়ে গেছে।' এভাবে তারা আর এক জানাযায় গেলেন সেখানে তারা তার বদনাম করতে লাগলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে বললেন, 'ওয়াজিব হয়ে গেছে।' এ কথা শুনে উমার (রা.) জানতে চাইলেন,'কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? হে আল্লাহর রাসুল!' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা যে ব্যক্তির প্রশংসা করেছে, তার জন্য জান্নাত প্রাপ্তি ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যার বদনাম করেছ, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী। 'অন্য এক বর্ণনার ভাষা হলো তিনি বলেছেন, 'মুমিন আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী।' (বুখারি: ১৩৬৭, ২৬৪২, মুসলিম: ৯৪৯)।

এখান থেকে বুঝা যায় দুনিয়ায় মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী। একজন মৃত ব্যক্তির ভাল গুণের আলোচনা করতে পারে। যারা দুনিয়া থেকে চলে যায় তাদের কল্যাণের জন্য তাদের ভালো আমলগুলোর উল্লেখ করলে আল্লাহতায়ালা দুনিয়ায় তার স্বাক্ষী হিসেবে কবুল করেন। এই হাদিস কে সামনে রেখেই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি,সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনসার আলীর বিষয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। ওমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি মুনিব।

এডভোকেট শেখ আনসার আলীর জন্য দুআ ও তার জীবনী থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়ার জন্যই এ লেখার আয়োজন। এডভোকেট শেখ আনসার আলী শ্রমিক আন্দোলনের একটি পরিচিত নাম। শ্রমজীবী

মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। আইন জগতেও আইন আদালতের সমস্যাগুলো নিয়ে তিনি কাজ করে গেছেন। অসহায় শ্রমজীবী মানুষের অনেক সমস্যা সমাধানে অনেক মামলাও পরিচালনা করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বলেন, 'তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও' (সুরা নিসা: ৭৫)। অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন এবং দুর্বল অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদেরকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে বলেছেন। এখানে অত্যাচারী নগরী বলতে মক্কার কাফির-মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে আলিম সমাজ বলেন, মুসলিমরা যদি এরূপ অত্যাচার-অবিচারের শিকার হয় এবং কাফিরদের বেষ্টনে অবরুদ্ধ থাকে, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য জিহাদ করা মুসলিমদের ওপর ফরজ। (ইবনু কাসীর)

যারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদে বের হয় না, তাদের তিরস্কার করে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হল যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ? আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ খুবই কম' (সুরা তাওবাহ:৩৮)। মুমিনরাই মূলত আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করে আর কাফিররা তাগুতের পথে লড়াই করে। শয়তানের বন্ধু কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে মুসলিমদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, জেনে রেখ! শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। সুতরাং যারা বাতিলপন্থী তারা সত্যের মোকাবেলায় সর্বদাই পরাভূত হবে। তাদের চক্রান্ত কোনই কাজে আসবে না। আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ও মুসলিমদেরকে মুক্ত করার জন্য জিহাদ করা ওয়াজিব।

মুমিনগণ শত্রুদের ভয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকবে না বরং ন্যায়ের পথে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এডভোকেট শেখ আনসার আলী এ সব আয়াত দ্বারা যেমন নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলন জগতে অগ্রসর হয়েছেন, অন্যকেও অগ্রসর করেছেন।

এডভোকেট শেখ আনসার আলী শুধু শ্রমিক নেতাই ছিলেন না; তিনি শ্রমিকদের জন্য বই লিখেছেন। তিনি দুই ধরনের বই লিখেছেন। একটি সাধারণ মুসলমান হিসাবে নামাজ রোজা এবাদত বন্দেগী সম্পর্কে। আরেকটি শ্রমজীবী মানুষের জন্য শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে। এখানে তার চারটি বইয়ের নাম দেওয়া হল। তার লেখা বই,'নামাজ কি শিখায়' বেশ জনপ্রিয়। তার লিখিত অন্যান্য বইগুলো ১. নামাজ কি শিখায় ২. রোজা কি শিখায় ৩. শ্রমিক আন্দোলনে মাওলানা মওদুদী রাহিমাহুল্লাহ ৪. ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন শ্রমজীবী মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তার স্ত্রী রোকেয়া আনসারীর লেখা ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা বইটি পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত। এডভোকেট শেখ আনসার আলীরলিখিত ছোট ছোট বই পুস্তক এখনো সংগঠনের কর্মীদের ইসলামী আন্দোলনের পথে উৎসাহিত করে। শেখ আনসার আলী বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য চষে বেড়িয়েছেন। শ্রমিকদের সমস্যা উপলব্ধি করেছেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কখনো আদালতে কখনো জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু দেশেই সফর করেননি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে সফর করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংঘ, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব লেবার (IICL) এর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এখনও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব লেবার (IICL) এর সহ-সভাপতির দায়িত্বে আছে। তুরস্কে শ্রমিক আন্দোলনকে ভালোভাবে জানা বুঝার জন্য সফর করেছেন এবং তার দাওয়াতে তুরস্কের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হুসাইন তাভ্রি ভাদ্রি বাংলাদেশে সফর করেছিলেন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ফলে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিক আন্দোলনে একটি সাড়া জাগিয়েছিল।

এডভোকেট শেখ আনসার আলী বিদেশে সফরের সময়, বিদেশের শ্রমিক নেতাদের সাথে এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় সফরের সময় জেলা শ্রমিক নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করতেন। বিভিন্ন বিভাগীয় শ্রমিক সম্মেলনে জেলা উপদেষ্টাদের দাওয়াত দিতেন এবং তাদের পরামর্শ গুলো শ্রমিক আন্দোলনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। ফলে আন্দোলন গতিশীল হয়ে উঠতো।

একজন অবিশ্বাসীকে যেমন কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়াই বাস করতে দেওয়া উচিত। তেমনি একজন বিশ্বাসীকেও পরিপূর্ণভাবে তার ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের সুযোগ দেওয়া উচিত। এই নীতি-কৌশল একে পার্টি গ্রহণ করেছিল। এর ফলে মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকারের ব্যাপারটি জোরালো দাবিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত আস্তিক্য-নাস্তিক্যবাদী, শিয়া-সুন্নি ইত্যাদি নামে তুর্কি সমাজে যে বিশাল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল, নৈরাজ্যকর অবস্থার তৈরি হয়েছিল, খুনোখুনি-হানাহানি আর রক্তপাতের শুরু হয়েছিল ইসলামপন্থিরাই একমাত্র সেটা থামাতে পেরেছিলেন এবং এর ফলে ইসলামপন্থিরা তুর্কি সমাজের ও রাজনীতির প্রধানকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে পেরেছিলেন। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামী হুকুমত গঠন কিংবা ক্ষমতায় ইসলামপন্থিদের টিকে থাকতে হলেও সমাজে একটা স্থিতিশীলতা বজায় থাকা জরুরি ছিল। দেশ অস্থিতিশীল থাকলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হতো না।তুরস্কের এই চিন্তা শ্রমিক মহলেও কাজে লেগেছিল। ব্যাপকভাবে সমাজকল্যাণের কাজ করে তুরস্কের ইসলামপন্থী নেতৃবৃন্দ জনমত কে আন্দোলনের পক্ষে নিতে পেরেছিল। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় নির্বাচনে ঐরকমই ভালো করেছিল যেমন ভাল করেছিল স্থানীয় নির্বাচনে। এটা ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। এভাবে শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে সামাজিক কাজ করার জন্য তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমিক পুরুষ মহিলা সকল

শ্রমিককে সমাজ কল্যাণ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এভাবে সমাজ কল্যাণ কাজের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাঝে গণভিত্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন।

এডভোকেট শেখ আনসার আলী দায়িত্ব পালন করার পরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব আমার উপরে আসে। যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ অফিসে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। আমরা তাকে দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে তার শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতাম। আনসার ভাই খুবই মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সকলের সাথে প্রাণ খুলে কথা বলতেন। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে জীবন-যাপন করতেন। নম্র ভদ্র ও হাস্য উজ্জল চেহারার মানুষ ছিলেন। আমরা প্রাণ খুলে মাবুদের নিকট দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁর নেক আমলগুলো কবুল করেন, তাঁকে ক্ষমা করেন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমিন।

যোগ্যতার সাথে একনিষ্ঠ ভাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সবসময়ই কথা বলতেন এবং কথার শেষে একটা হাসি দিতেন। বিশেষ করে শ্রমিকদের সাথে তার নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা তিনি বলতেন। এডভোকেট শেখ আনসার আলী ছাত্র জীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন চালু হোক এ বাসনা তার ছোট থেকেই। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইসলামের বিধানগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করার জন্য তিনি চিন্তা করতেন। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী লিখিত তাফসির তাফহীমুল কুরআন ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য পড়াশোনা করে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে বুঝতে পারেন। এজন্য লোক তৈরি, জনমত গঠন ও আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখেন।

আইনজীবী হিসাবে তিনি কুরআনের আইনগুলোকে কিভাবে দেশে চালু করা যায় তার চেষ্টা করতেন। আইনজীবী সংগঠন গড়ে তুলে আইনজীবীদের মাঝে দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে তিনি আইনজীবীদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। তিনি সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদ সদস্য হওয়ার পরে সংসদে ইসলামী শ্রমনীতির আইন চালু করা, সুদ বন্ধ করা, ঘুষ বন্ধ করা, চুরি বন্ধ করা, যেনা ব্যভিচার বন্ধ করাসহ ইসলামের মৌলিক আইনগুলোকে রাষ্ট্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন। রক্তপণ নিয়ে অপরাধীকে ক্ষমা করার কুরআনী নীতি সংসদে চালু করার চেষ্টা করেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বর্ষীয়ান জননেতা এডভোকেট শেখ আনসার আলী বার্ধক্যজনিত ও মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, নাতি-নাতনি ও আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন। শেখ আনসার আলীর গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরার তালা উপজেলার উথালী গ্রামে। শেখ আনসার আলী (৭৮) সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসন থেকে ১৯৯১ সালে জামায়াত থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ছিলেন।

শেখ আনসার আলীর চাচাতো ভাই শেখ কামরুল ইসলাম জানান, শেখ আনসার আলী দীর্ঘদিন ঢাকার ফকিরাপুল এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। মৃত্যুর ১৫ দিন পূর্বে তিনি বাড়ির সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। বয়স্ক ও অসুস্থ ছিলেন। ঢাকার একটি হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

কবর জিয়ারত যারা করতে চান তাদের জন্য-এ বিষয়ে ফেডারেশনের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর (আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করুন) পুস্তিকা "আদাবে জিন্দেগী" থেকে কিছু কথা তুলে ধরলাম। কবরের পাশে গিয়ে অথবা দূরে থেকে দুআ করা মাইয়েতের জন্য সমান সওয়াব। কবরস্থানে গমন করে কবর জিয়ারত করলে মাইয়েতের নেকীর কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। উপকারটি হয় দুআ কারীর যিনি কবরস্থানে গমন করেন, এটা তাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আব্দুল্লাহ বিন বারিদা থেকে বর্ণিত–রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কবরস্থানে গমন কর, কেননা এটা তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' (মুসলিম, তিরমিজি)।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত–রাসুল (সা.) তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করে এত কাঁদলেন যে, তাঁর কান্না দেখে আশপাশের সবাই কাঁদল। তারপর রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি চেয়েছি, আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। অতঃপর অনুমতি চাই মায়ের কবর জিয়ারত করার জন্য। এবার আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো। অতএব, তোমরা কবর জিয়ারত কর। কেননা এটা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়' (মুসলিম, আবু দাউদ)। আয়েশা (রা.) বলেন, 'একদিন রাসুল (সা.) আমার কাছে রাত্রিযাপন করেন। সে দিন তিনি শেষ রাতে জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান।' (মুসলিম)

সম্ভব হলে শেষ রাতে কবর জিয়ারত করা উত্তম। কেননা মন তখন অধিক নরম থাকে। জিয়ারতকারী যখন কবরের কাছে পৌঁছবে, মৃত ব্যক্তির মাথা বরাবর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। জিয়ারতকারী কবরবাসীকে সম্বোধন করে সালাম দেবে এবং তাদের জন্য মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা চেয়ে দোয়া করবে। এ ক্ষেত্রে হাত তুলে ও না তুলে উভয় অবস্থায় দোয়া করা যাবে। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) 'বাকি কবরস্থানে পৌঁছে হাত উঠিয়ে দোয়া করেছিলেন।' (মুসলিম)

মহান আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, তাকে দয়া করুন, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখুন, তাকে মাফ করে দিন, তার মেহমানদারীকে মর্যাদাপূর্ণ করুন, তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন। আর আপনি তাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিলা দিয়ে, আপনি তাকে গুণাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করেন। আর তাকে তার ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর, তার পরিবারের বদলে উত্তম পরিবার ও তার জোড়ের (স্ত্রী/স্বামীর) চেয়ে উত্তম জোড় দান করুন। আর আপনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

লেখক: সাবেক এমপি ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের ঈদ আনন্দ ও বাস্তবতা

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ঈদের খুশি মানেই অন্যরকম আনন্দ। অন্যরকম এক ঢেউ। এই ঢেউয়ে সকল মানুষের মনই সিক্ত হতে চায়। সকলেই চায় ঈদফুলের নির্মল সুবাসে পরিবার-পরিজনকে সুবাসিত করতে। পবিত্রতার ছোঁয়ায় জীবন-সংসারকে কালিমামুক্ত করতে। জীবনের সমস্ত কষ্ট-গ্লানী মুছে ফেলতে। আলোকিত ভোরে নতুন সকালের সৌরভ মাখতে। কিন্তু চাইলেই যেনো সকল কিছু হয়ে ওঠে না। কষ্টের পাথরগুলো সরতে চায়না কারো কারো বুক থেকে। তবুও হতাশার দিকে পা বাড়াতে নেই। সম্ভাবনার প্রতাশায় পা বাড়াতে হয় প্রতিনিয়ত। সেই সম্ভাবনাময় যাত্রার মধ্যেই সুখের পুষ্পকলি মুখ লুকিয়ে আছে। সম্ভাবনার সেই কুসুমিত সকালের প্রত্যাশায় প্রতিনিয়ত স্বপ্ন বুনে চলেন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। তুরস্ক এবং গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্থ সিরিয়ার ভূমিকম্প, ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড, মিয়ানমারের মুসলিম হত্যাকাণ্ড, স্বাধীনতাকামী কাশ্মীর-ঝিনজিয়াং-মিন্দানাওয়ার মুসলিম নির্যাতন পুরো মুসলিমবিশ্বের ঈদ আনন্দকে বেদনাবিধুর করেছে। তবুও স্বপ্ন দিনের আলোর। স্বপ্ন দেখি ভালোর। স্বপ্ন দেখি অমিত সম্ভাবনার।

বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও পোশাকশিল্পীদের ঈদ

বাংলাদেশের শ্রমবাজারের অন্যতম বৃহত্তম ক্ষেত্র পোশাকশিল্প। সবাইকে সুন্দর সুন্দর সাজে সুসজ্জিত করলেওতাদের বুকের মধ্যে করুণ কাহিনীর অনেক অধ্যায় লুকিয়ে আছে। বেশিদিন আগের কথা নয়। গতবছরেই দেখেছি। পত্রিকার পাতায় ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে নিউজটি। ২০২২ সালের ৩ মে ঢাকা টাইমস এ প্রকাশিত 'ঈদের আনন্দ ছুঁতে পারেনি তাদের, চোখ ভিজল কান্নায়' শিরোনামে শ্রমিকদের করুণ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সারাদেশে যখন ঈদের আনন্দে মেতেছে সবাই, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছেন নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেডের রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা বেকা গার্মেন্টিস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেডের কয়েকশত শ্রমিক। তিন মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ না করেই পালিয়েছেন মালিক। বেশ কয়েক দিন ইপিজেড, শিল্প পুলিশ, বিকেএমইএ'র কাছে ধরনা দিয়েও সমাধান না পেয়ে ঈদের দিন সড়কে অনশনে বসেছেন শ্রমিকরা। ঈদের আনন্দ ছুঁতে পারেনি তাদের।বেলা সাড়ে ১১টায় নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে যখন শ্রমিকরা অনশনে বসেন, তখনও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল। পাওনা পরিশোধের আকুতি জানিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় নারী শ্রমিক নূর জাহানের চোখের আর বৃষ্টির পানি আলাদা করা যাচ্ছিল না।

অনশনে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক নূর জাহান। স্কুলপড়ুয়া দুই কিশোরী কন্যার সাথে বরিশালের ঝালকাঠির গ্রামের বাড়িতে ঈদের ছুটি কাটানোর কথা ছিল তার। নতুন পোশাক নিয়ে মা আসবেন এই অপেক্ষায় ছিল কন্যারাও। তা আর হয়নি। অসহায়ের মতো নূরজাহান সুদূর নারায়ণগঞ্জ শহরের সড়কে দাঁড়িয়ে আকুতি জানাচ্ছেন প্রাপ্য শ্রমের মজুরির। ন্যায্য পাওনা বঞ্চিত এই নারীশ্রমিক আক্ষেপ করে বলেন, 'গত নয় বছর যাবত এই কারখানায় অমানুষিক পরিশ্রম করেছি। নিজের শ্রমের মজুরি পাইলাম না। বছরে উৎসবের একটা দিন মেয়েদের সাথে থাকতে পারলাম না। বারবার ফোন দিচ্ছে, কেটে দিচ্ছি। মেয়েদের কী বলব, কথা বলার ভাষা আমার কাছে নেই। বাবাহারা মেয়েগুলো। আমি মা হয়ে ঈদে তাদের কিছু দিতে পারছি না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়োচ্ছি।'

নূর জাহানের স্বামী সাইদুল ইসলামও সাত বছর কাজ করেছেন বেকা গার্মেন্টিসে। ২০২১ সালের জুলাইতে চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। স্বামীর ন্যায্য পাওনাদি আজও বুঝে পাননি বলে জানান নূর জাহান।সরকারের প্রতি প্রশ্ন রেখে নূর জাহান বলেন, 'কেন আমি আমার প্রাপ্য টাকা পাব না? স্বামীর পাওনা টাকাও পাইনি। মেয়েদের সাথে ঈদ করার কথা ছিল। আর আমি এই ঢাকা শহরে এত দূরে রাজপথে আন্দোলনে।' এই বলে গলা জড়িয়ে আসে তার। আর কথা বলতে পারেন না। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের পানি।

গার্মেন্টিসের স্যাম্পল বিভাগের শ্রমিক মুজাহিদ বেতন না পাওয়ায় টাকার অভাবে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছেলের পড়াশোনা বন্ধের পথে। ৩ হাজার টাকা ধার করে ২৪ এপ্রিল শেষ তারিখে ছেলের ফরম পূরণের

টাকা পরিশোধ করেছেন তিনি। তবে পাওনাদারের টাকা এখন পর্যন্ত পরিশোধ করতে পারেননি। কারখানা মালিকের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে মুজাহিদ বলেন, 'বলা নেই, কওয়া নেই নোটিশ ঝুলিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়। চারবার কথা দিয়েও বেতন দেয়নি। ২০ তারিখ গেলাম, পে স্লিপ দিয়ে বলল লাঞ্চের পরে বেতন দেওয়া হবে। কিন্তু কোন বেতন নাই। পরে দেখলাম, বেপজার সিকিউরিটি ও শিল্প পুলিশ সেখানে উপস্থিত। বললো, গার্মেন্টস মালিক পালিয়েছে। ছেলেটার এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের শেষ তারিখ ছিল ২৪ এপ্রিল। ধার করে টাকা দিছি। সেই টাকা এখনও দিতে পারিনি। ঈদের খরচ করা তো দূরের কথা। কোথায় আজ প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রের সেনাপতিরা'।

অনশনে অংশ নেওয়া গার্মেন্টস শ্রমিকরা জানান, রপ্তানিমুখী এই পোশাক কারখানাটিতে প্রায় এক হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী কর্মরত। বিগত তিন মাস থেকে সকলের বেতন বন্ধ। ২০২২ সালের ২ এপ্রিল কারখানাও বন্ধ করে দেয় মালিকপক্ষ। প্রতিবাদে সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী-শিমরাইল সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। পরে মালিকপক্ষ বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে আন্দোলন থেকে সরে আসেন তারা। এরপর চারবার তারিখ দিয়েও বেতন ও বোনাস পরিশোধ করেনি মালিকপক্ষ। ২০ এপ্রিল বেতন পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ ছিল। ওই দিনও কারখানায় গিয়ে বেতন ও বোনাস পাননি শ্রমিকরা। এদিকে শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে না দিয়েই মালিক পালিয়ে যান। বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে টানা বিক্ষোভ কর্মসূচি, ইপিজেড, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শিল্প পুলিশ, বিকেএমইএর কাছে ধরনাদিয়েও কোন সমাধান পাননি শ্রমিকরা।

শুধুমাত্র বেকা গার্মেন্টস নয়। শ্রমবাজারের অধিকাংশ প্রকল্পের অবস্থাই করুণ। মালিকপক্ষের এ ধরনের অমানবিক আচরণ সত্যিই দুঃখজনক। মালিকপক্ষের সাথে কথা বললে তারাও কষ্টের কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন। মালিকপক্ষ বলছেন আরও বড়ো ধরনের অসহায়ত্বের কথা। করোনাকালীন যে লস হয়েছে তা পুষিয়ে উঠতে পারছেন না তারা। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দেউলিয়া হয়ে পড়েছেন অনেক প্রতিষ্ঠানের মালিক। রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার কথাও বলছেন অনেক মালিকপক্ষ।

২০২২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দপ্তর প্রকাশিত শিশু ও জোরপূর্বক শ্রম প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে শ্রমিকরা তীব্র মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। সেই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনও শ্রমিকদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশু ও জোরপূর্বক শ্রম প্রতিবেদনে ১৩১টি দেশের পরিস্থিতি প্রকাশ করেছে মার্কিন শ্রম দপ্তর। এতে বলা হয়, নয়টি দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আর ৭৩টি দেশের মাঝারি অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। ৩৭ দেশের খুবই সামান্য অগ্রগতি হয়েছে। আর নয়টি দেশের কোনো অগ্রগতি হয়নি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জুড়েই তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকরা নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছেন। বিপজ্জনক এ খাতের শ্রমিক নির্যাতনের ব্যাপকতা ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর সামনে আসে। এরপর কিছু সংস্কার হলেও বর্তমানে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে জোরপূর্বক শ্রম, আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে গিয়ে কাজ করা, জোরপূর্বক ওভারটাইম করানো এবং ক্ষতিপূরণ আটকে রাখার মতো ঘটনা ঘটছে। এছাড়া সুপারভাইজারদের হাতে কর্মীরা সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা অনিচ্ছাকৃতভাবে কাজ করছেন।

শিশু শ্রমিক এবং তাদের ঈদ আনন্দ

'একটা ময়ূর নিয়ে যান, একটা প্লেন নিয়ে যান, একটা বেলুন নিয়ে যান' ঈদের দিনে এভাবে রেলওয়ে স্টেশনের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে চিল্লায়ে গ্যাস বেলুন বিক্রি করছে একটি শিশু। বেলুন বিক্রেতা শিশুটি সে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। পরিবারে দুই ভাই আর বাবা-মা। তার বাবা চা বিক্রেতা। সে থাকার কথা তার পাড়া কিংবা মহল্লার খেলার সাথীদের সাথে। হৈ-হুল্লোড় আর উল্লাসে সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়োনোর কথা। কিন্তু পেটের দায়ে তাকে ঈদের খুশিকে কুরবানি করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৯ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমের সঙ্গে জড়িত। ৮৮ দশমিক ৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায়। আর ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৮ দশমিক ২ শতাংশ শ্রম ও শিক্ষা, এ দুইয়ের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া অবৈধ কাজেও শিশুদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। মাদক পাচার ও বিক্রি, জোরপূর্বক ভিক্ষা ও যৌনকর্মীর মতো কাজগুলোয় শিশুদের যুক্ত করা হয়।শিশু শ্রম ও জোরপূর্বক শ্রম বন্ধে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রণয়ন করেছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশ সেই সনদের ১৩৮ নম্বর ধারাটি গ্রহণ করেছে। তবুও হয়রানি থেকে মুক্ত হয়নি শ্রমিক সমাজ। এখনও শিশুরা যৌনকর্মী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইটভাটা, তামাক, ট্যানারী, শুঁটকিসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে আমাদের শিশুরা।

অনেক পথশিশু কাগজ কুড়িয়ে আর বিড়ি-সিগারেট বিক্রি করে ঈদের দিন পার করে। ঈদের আনন্দ-খুশি তাদের নাগালের বাইরে থাকে। নতুন জামা-কাপড় পরা, বিনোদন কিংবা আনন্দে মেতে ওঠা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারা চিড়িয়াখানা-শিশুপার্কসহ বিভিন্ন শিশুবিনোদন কেন্দ্রে যায় আনন্দ উপভোগের জন্য নয় বরং নিজেদের বাঁচার তাগিদে, জীবিকার সন্ধানে। অবশ্য বিত্তশালীদের দয়া-অনুগ্রহে কিছুসংখ্যক দরিদ্র মানুষ নতুন পোশাক পরে ও উন্নতমানের খাবার খেয়ে ঈদের উৎসব পালন করে। এতে ধনীর পাশাপাশি কিছুসংখ্যক দরিদ্রের ঘরেও ঈদের আনন্দ প্রবাহিত হয়ে থাকে।

চা শ্রমিকের ঈদ

আমাদের নিত্যদিনের পানীয় হিসেবে চা এখন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। চা গাছের 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' থেকেই আমরা পাই সুপেয় চা।বাংলাদেশে এক সময় শুধু বৃহত্তর সিলেট জেলাতেই চা বাগান ছিল। ধীরে ধীরে বাংলাদেশে চায়ের রাজ্য বেড়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৬২টিও বেশি চা বাগান রয়েছে বাংলাদেশে।এর মধ্যে ৯০টি মৌলভীবাজার জেলায়, ২৩টি হবিগঞ্জ, ১৮টি সিলেট, ২১টি চট্টগ্রাম এবং বাকি ৯টি পঞ্চগড় জেলায়। চা শ্রমিকের কষ্টের রং ক্রমশ মিশে যাচ্ছে চায়ের লাল রঙের সাথে। বেতন-ভাতার কিংবা মজুরির হিসেব দেখলে অবাক লাগে। নিত্যদিনের খরচ-খরচায় জীবন-জীবিকা চালানো বড়োই কঠিন হয়ে পড়েছে। ঈদের খুশি তাদের কষ্টের রক্তাক্ত বর্ণের মতো।

জীবনযুদ্ধ ও ঈদ আনন্দে হোটেল শ্রমিক

সমাজে হোটেল শ্রমিকরা এখনো অনেক ধরনের সমস্যার মুখোমুখি। অধিকাংশ হোটেল শ্রমিককে তাদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র দেওয়া হয় না। সবেতনে কোনো ছুটি নেই। এমনকি সাপ্তাহিক কিংবা উৎসব ছুটিও নেই। কারও কখনো ছুটির প্রয়োজন হলে অন্য আরেক জনকে বদলি দিতে হয় অথবা বিনা বেতনে ছুটি পাওয়া যায়। নিয়মিত ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয় কিন্তু কোন ওভারটাইম ভাতা পাওয়া যায় না। মালিকের ইচ্ছার উপর তাদের চাকরির স্থায়িত্ব নির্ভর করে। মৌখিক আদেশেই শ্রমিকের চাকরি চলে যায়। ১৭-১৮ বছর চাকরি করলেও কোনো ক্ষতিপূরণ কিংবা সার্ভিস বেনিফিট দেওয়া হয় না। তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। প্রতিকারের জন্য শ্রম আদালতে মামলা করলে মালিক ভুক্তভোগী শ্রমিককে তার কর্মচারী হিসাবেই স্বীকার করে না। যেহেতু হোটেল শ্রমিকরা নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র পায় না, শ্রমিকের পক্ষেও নিয়োগকর্তা চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার উপর শ্রম আদালতে বিচারক শূন্যতা, মামলার জট, মামলার দীর্ঘসূত্রিতা তো আছেই। ঈদের দিন সবাই আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। সবাই নতুন জামা কাপড় পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ হোটেল শ্রমিকের ঘরে ঈদের আনন্দ থাকেনা। সন্তানদের গায়ে ঈদের নতুন জামা থাকেনা। অনেকে স্ত্রী সন্তানদের সামনে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না। যেন জীবন যুদ্ধে পরাজিত এক সৈনিক।

রিপোর্ট অন মনিটরিং অফ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভে (এমইএস) ২০০৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১, জুন প্রকাশিত নানা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে হোটেল রেস্তোরাঁ ও দোকানে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৮২ লাখ। এর মধ্যে শুধু হোটেল শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। এর মধ্যে প্রায় ২০ লাখ হোটেল শ্রমিক রোজার মাসে চাকরি হারায়। এটি ২০০৯ সালের রিপোর্ট। বর্তমানে এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি। বাংলাদেশের সকল শ্রমিক এবং মালিকদের জন্য একটি শ্রম আইন আছে। মালিক এবং শ্রমিক প্রত্যেকেই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু হোটেল শ্রমিকরা যেন শ্রমিকই নয়। হোটেল মালিকরা যেন সকল আইনের উর্ধ্বে ফলে এখানে মালিকরা শ্রম আইনের কোন তোয়াক্কাই করে না।

পাথর শ্রমিকের জীবন ও ঈদ আনন্দ

বাংলাদেশে সবচেয়ে অনালোচিত সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের অন্যতম পাথর শ্রমিক শ্রেণি। সিলেট, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, লালমনিরহাটসহ সারাদেশে পাথর শিল্পের সাথে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যুক্ত আছেন। শুধুমাত্র লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলায় বুড়িমারী, কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় সোনাহাট এবং রৌমারী উপজেলার তুবা স্থলবন্দরে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক পাথর ভাঙার কাজ করেন। বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাথর শ্রমিক আছেন ২৫ হাজার, সোনাহাট স্থলবন্দরে ৮ হাজার এবং তুবা স্থলবন্দরে ৭ হাজার। পাথরভাঙা শ্রমিকদের মধ্যে ৪০ শতাংশই নারী। ৩ স্থলবন্দর এলাকায় প্রায় ৩ হাজার পাথর ভাঙা মেশিন আছে। প্রতিটি মেশিনে ১২-১৮ জন শ্রমিক পাথর ভাঙেন।

সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এই কাজ করে একজন মজুরি পান ৩০০-৩৫০ টাকা। এই অঞ্চলে কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় শ্রমিকরা বাধ্য হয়েই কম মজুরিতেই পাথর ভাঙার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে থাকেন। তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত তবুও কাজ হারানোর ভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পান না। বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাথর ভাঙা শ্রমিক পয়তাল্লিশ বছর বয়সী নজরুল ইসলাম বলেন, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত লাগাতার পাথর ভাঙার কাজ করি। শুধু দুপুরে ১ ঘণ্টা সময় পাই খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য। প্রতিদিন ৩৫০ টাকা মজুরি পেলেও তা দিয়ে সংসার ঠিকমতো চালানো যায় না। নিয়মিত খাবারই জুটাতে পারি না। সেখানে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাবো কেমন করে। আর ঈদ-পার্বণে ভালো কাপড়-চোপড় কিংবা ভালো খাবারের তো প্রশ্নই আসে না। কুড়িগ্রামের তুবা স্থলবন্দরের পাথর শ্রমিক আব্বাস আলী বলেন, প্রতিবাদ করলে আর কাজে নেওয়া হয় না। তাই কম মজুরি পেলেও প্রতিবাদ করি না।

ঈদের খুশিতে কৃষকের ঘাম

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কৃষকের শ্রম। সারাবছর অবর্ণনীয় পরিশ্রমে তারা ফসল ফলায়, আমাদের আহার জোগায়। কিন্তু তাদের কোনো ভয়েস নেই, কোনো সংগঠন নেই, গণমাধ্যমে তারা উপেক্ষিত, রাজনীতিবিদদের কাছে তারা অবহেলিত। সেচের পানি না পেয়ে কৃষকদের আত্মহত্যা করতে হয়। তাদের খবর নেবার কেউ নেই। মিডিয়াতেও তাদের কোনো খবর নেই। মূলধারার গণমাধ্যমের সংবাদে ঠাঁই পেতে তাদের মরতে হয়, নয় তাদের বাঁধ ভাঙতে হয়, নয়তো বন্যায় ভেসে যেতে হয়। নদী ভাঙার মতো কষ্ট পেলে তখন তারা নিউজে আসেন। তারা পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান না। প্রত্যেকবার ভরা মৌসুমে ধান, পাট, আলু, পেঁয়াজ, সবজির দাম এতটা কমে যায়; কৃষকের খরচের টাকাই ওঠে না, শ্রমের দাম তো অনেক পরের কথা। তাদের ঈদ মানেই কষ্টের গান। পুরাতন কাপড় পরিষ্কার করে ঈদগাহে ছুটে যাওয়া।

প্রবাসীর ঈদে গোপন অশ্রু

বাংলাদেশের উন্নয়নের আরেক নিঃস্বার্থ যোদ্ধা প্রবাসী শ্রমিকেরা। বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ দেশের বাইরে থাকেন। তাদের সবাই রেমিট্যান্স যোদ্ধা নন। আমাদের মতো শিক্ষিত যারা নানা কারণে, নানা কৌশলে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় থিতু হন; তারা রেমিট্যান্স তো পাঠানই না; উল্টো দেশে থাকা সব সম্পত্তি বিক্রি করা টাকা পাচার করে নিয়ে যান নিজের 'স্বপ্নের দেশে'। সেখানেই বাড়ি কেনেন, গাড়ি কেনেন, ভবিষ্যতের জীবন গড়েন। কালেভদ্রে তারা দেশে আসেন বেড়াতে। বিমানবন্দরে তাদের আলাদা সম্মান। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তো বটেই বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধারা অকল্পনীয় কষ্টে অর্থ উপার্জন করেন। নিজেরা খেয়ে না খেয়ে থেকে উপার্জনের প্রায় পুরোটাই দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানের জন্য তাদের প্রাণ কাঁদে। ঈদের মজার দিনগুলোতে তাদের প্রাণ কাঁদে। কিন্তু খরচের ভয়ে দেশে ফিরতে পারেন না। অনেকে একেবারে দেশে ফেরেন। অনেকে ২/৩ বছর পর ফেরেন অনেক আশা নিয়ে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে। বিমানবন্দরে তাদের সাথে ভালো আচরণটুকুও ভাগ্যে জোটে না।

গরিব-মেহনতি মানুষের ঈদ

গরিবরা পরিশ্রম করে। গোটা দেশটা টিকে আছে গরিব মানুষের পরিশ্রমের ওপরই। মাঠে ফসল ফলাচ্ছে, দেশের সব মানুষকে খাইয়ে-বাঁচিয়ে রাখছে গরিব মানুষ। তারাই একমাত্র শ্রম প্রদান করে থাকে। অথচ এই মেহনতকারীদের ঘরে খাবার নেই। কারখানায় যত প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত হয় সব তৈরি করেও গরিব মানুষ। অত্যধিক শ্রমের পরও মেহনতকারীদের ঘরে সারা বছরই অভাব লেগে আছে। রাস্তা বানাচ্ছে, বাড়ি বানাচ্ছে, কাপড় বানাচ্ছে, সমাজের অগ্রগতির চাকাকে সচল রেখেছে গরিব মানুষ। রিকশা চালায়, ট্রাক, বাস, ট্রেন, লঞ্চ চালায়। এক কথায় এই সমাজটাই টিকে আছে গরিব মানুষের পরিশ্রমের ওপর।

চা-পানের মতো ছোটখাটো ব্যবসায়ী, ব্যক্তিপরিচালিত ছোটোখাটো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, বাসা-বাড়িতে কাজ করা খালা বা বুয়া, পরিবহন শ্রমিকসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যারা শ্রমবিনিয়োগ করে জীবন-জীবীকা নির্বাহের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চাকা এগিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তাদের ভাগ্যের চাকা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে না। ঈদের খুশিও তাদের স্পর্শ করতে পারছে না। ঈদের দিনেও শ্রমিকদের বহুমুখী কষ্টের সীমা থাকে না। বিভিন্ন ধরনের দুঃখজনক চিত্র চোখের সামনে ভেসে আসে। নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, আবাসন-চিকিৎসা ব্যয়সহ জীবনযাপনের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমে যাচ্ছে। ফলে মালিকের অর্থ হুহু করে বাড়ছে আর শ্রমিক ন্যায্য মজুরি না পেয়ে অপুষ্টিতে ভুগছে। এতে করে শ্রমিকদের জীবনমানের মারাত্মক অবনতি হচ্ছে।

দুর্ভোগ আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের বেশিরভাগ মানুষ যখন গ্রামে ছুটে যান নাড়ির টানে। তখন বিত্তবান কিছুসংখ্যক মানুষ ঈদের আনন্দ করতে দেশ ছেড়ে পাড়ি জমান সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, নেপাল, ভুটানসহ বিভিন্ন দেশে। ধনী-দরিদ্রের এ বৈষম্য ঈদ উৎসবের ঐক্য-ভ্রাতৃত্ববোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ঈদের উৎসব উদযাপনের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উৎসব ভাতা পেলেও দিনমজুর, কৃষক, রিকশাচালকসহ নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ এসব ভাতা-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অধিকন্তু অন্যান্য পেশার লোকজন কয়েক দিন ঈদের ছুটি ভোগ করতে পারলেও কৃষক-দিনমজুরদের কাজ করতে হয় উৎসবের দিনেও। এদিকে ঈদের আগে বেতন-বোনাস না পাওয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেক শ্রমিক-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের ঈদ উৎসবকে ম্লান করে। এছাড়া বেতন-ভাতা না পাওয়া (নন-এমপিও) শিক্ষক এবং বেকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের ঈদ উৎসবের আনন্দ উপভোগ অপূর্ণ থাকে। অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার কারাগারে বন্দি এবং নিপীড়িত নেতাকর্মীদের পরিবারের ঈদ কাটে নিরানন্দে। এছাড়া হত্যা-খুন-গুম হওয়া পরিবারে ঈদ আনন্দের পরিবর্তে বেদনা নিয়ে আসে। প্রিয়জনদের অনুপস্থিতিতে ঈদের আনন্দ-উল্লাসে তাদের কষ্টের মাত্রা আরও বাড়ে। অধিকন্তু ঈদ পূর্বাপর দুর্ঘটনা ও সহিংসতায় নিহত-আহতদের পরিবারে ঈদের আনন্দের পরিবর্তে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। আর ঈদকেন্দ্রিক চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, প্রতারণা-জালিয়াতির ভুক্তভোগীদের ঈদ কাটে চরম দুঃখে।

পরিশ্রম করে বলেই আমরা তাদের শ্রমিক বলে থাকি। শ্রম বিক্রি করা অসম্মানের কাজ নয়। পরিশ্রম করেই তারা দেশটাকে টিকিয়ে রাখছে। সমাজের বিত্তশালী মানুষেরা প্রায়ই ক্ষেতমজুর, কৃষক, রিকশাচালক, কুলি বা এ ধরনের খেটে খাওয়া মানুষকে গালিগালাজ করে-তুচ্ছ জ্ঞান করে। অসম্মান ও নির্মম আচরণ করতেও দ্বিধা করে না। কেউ কেউ মনে করেন, বিত্তবান মানুষগুলো লেখাপড়া শিখেছে, তাই তাদের সম্মান করা কর্তব্য। শিক্ষিত লোকদের অবশ্যই সম্মান করতে হবে তবে কিন্তু লুটেরা অসাধু তস্কর জাতীয় তথাকথিত শিক্ষিত বিত্তবানদের সমীহ করে প্রতিবাদ বিমুখ হবার কোনো দরকার নেই। বড়ো অফিসার, বড়োবড়ো উকিল, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডিসি, এসপি, সেক্রেটারি, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল, অধ্যাপক, লেখক, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী প্রমুখ বড়োপদের ব্যক্তিগণ সততার পরিচয় দিলেই তাদের সম্মান করা জরুরি। তারা অসৎ ও শোষক হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারণ করা একান্ত জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে শ্রমিকের ঘামে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমে। কিন্তু যে শ্রমিকেরা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে সেই শ্রমিকেরাই বাংলাদেশের সবচেয়ে অবহেলিত। বর্তমান সমাজ বাস্তবতার এই করুণ পরিণতি দেখেও সচেতন দেশবাসীও নিশ্চুপ। তরুণরাও বিচ্ছিন্নতা, হতাশা ও আত্মমুখীতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি অসংগতিকে সবাই একেকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে ধরে নিচ্ছে। বাংলাদেশে শ্রমিকদের নেতৃত্বেও রাজনৈতিক আত্মীকরণের বাহন বানানো হয়েছে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও নীরব ভূমিকা পালন করছেন এ সব বিষয়ে। গণমানুষের পক্ষে সময়োপযোগী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না তারাও। গান-কবিতা-কথাসাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিষয়গুলো বাস্তবধর্মী করে উপস্থাপন করা হচ্ছে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা জাতিকে আরও হতাশ করছে। রাজনৈতিক এ দুরাবস্থার কারণে পবিত্র ঈদের জাতীয় ঐক্য চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। একদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সর্বস্তরের দুর্নীতি, রাস্তাঘাটের বেহালদশা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণে এমনিতেই সাধারণ মানুষের ঈদের আনন্দ সীমিত হয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক অনৈক্যের কর্মসূচি ঈদের আনন্দকে আরও ম্লান করে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে ভাবতে হবে। ইসলামের সাম্য মৈত্রী এবং মানবিক মূল্যবোধের বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। কল্যাণমুখি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের অবস্থান থেকে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া এখন সময়ের দাবি।

লেখক: কবি ও গবেষক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সিয়াম সাধনা মালিক ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ: করণীয়

ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

রামাদান, সিয়াম সাধনা ও কুরআন মাজিদ একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সিয়াম বা রোজা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম এবং অন্যতম মৌলিক ফরজ ইবাদত। দ্বীন ইসলামের মৌলিক শিক্ষার মধ্যে ঈমান, সালাত ও যাকাতের পরেই সিয়ামের স্থান। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বা রোকনের মধ্যে চতুর্থ রোকন হচ্ছে সিয়াম। ইসলাম মানুষের জীবনে যেসব মূল্যবোধের প্রতিফলন কামনা করে, এর বুনিয়াদি ইবাদতগুলোই সেসব মূল্যবোধকে জীবনে দৃঢ়মূল করে তুলতে সাহায্য করে। সিয়াম সাধনাও এর ব্যতিক্রম নয়। রামাদান মাসের মূল কর্মকাণ্ডই হচ্ছে, সিয়াম সাধনা। ইবাদত হিসেবে সিয়ামের স্থান অনেক উর্ধ্বে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যে সিয়ামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। মানব জীবনের সৌন্দর্য সাধনায় সিয়ামের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সিয়ামের অর্থ ও সংজ্ঞা:

'রোজা' ফারসি শব্দ। রোজাকে আরবি ভাষায় 'সাওম' বহুবচনে 'সিয়াম' বলা হয়। কুরআন ও হাদিসে রোজাকে 'সাওম' বলা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন কিছু থেকে বিরত থাকা, বিরত করা, বিরত রাখা, সংযম, কোন কিছু থেকে সংযমী হওয়া, সংযত হওয়া, নিয়ন্ত্রণ, দূরে থাকা, কোন কিছুকে পরিত্যাগ করা, বারণ করা বা ফিরিয়ে রাখা, অবিরাম চেষ্টা সাধনা প্রভৃতি। রোজা মানুষকে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রাখে, নফসকে বারণ করে এবং শয়তানকে বান্দার কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখে বলে এর নাম হচ্ছে 'সাওম'। তাই হাদিসে সাওমকে 'ঢাল স্বরূপ' বলা হয়েছে। যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ থেকে ঢাল যেভাবে মানুষকে রক্ষা করে, রোজাও তেমনি কুপ্রবৃত্তি, সমস্ত অন্যায় কাজ, নফসের তাড়না, ষড়রিপু ও শয়তানের ধোঁকা থেকে রোজাদারকে বাঁচায়। আর রোজা তাদেরকেই বাঁচায় যারা এর উদ্দেশ্য বুঝে রোজা রাখে।

রামাদান একটি মাসের নাম। হিজরি দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে পুরো রামাদান মাস ধরে মুসলিমদের উপর সিয়াম সাধনাকে ফরজবা অত্যাবশ্যকীয় করা হয়। সিয়াম সাধনায় গুনাহ মাফ হয়। রামাদানের সিয়াম সাধনা রোজাদারকে সবরের অগ্নিদহনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পূত-শুদ্ধ মানুষরূপে গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। রমাদানের রোজা নফসের খায়েশাতকে জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ বানায়। সোনা যেমন আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়ে উঠে, সিয়াম সাধনাও তেমনি মানুষকে পুড়িয়ে ভেতর হতে খাঁটি করে তোলে। এই খাঁটি মানুষ জীবনের প্রতিটি দিক-দিগন্তে তার প্রত্যেকটি চিন্তা ও কর্মে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করবে, ইসলাম এটিই চায়। তাই এর নাম রামাদান। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্য প্রভাতে আলোর সাদা রেখা প্রকাশের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, কামাচার, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং আল্লাহর মর্জির বিপরীত কথা ও অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত ও অশালীন কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার কঠোর কৃচ্ছ সাধনার নাম রোজা।

আল কুরআনুল কারিমের সম্মানের কারণেই রামাদান মাস সম্মানিত হয়েছে। রামাদানে অবতীর্ণ আল কুরআনের বিধানকে মানুষের সামষ্টিক জীবনধারায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাতিলের ও তাগুতের সকল ব্যবস্থাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিনাশ সাধন করে আল কুরআনের মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রামাদানে অবতীর্ণ কুরআনের শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে পাপ-পঙ্কিলতা, কলুষতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, ক্রোধ, কুটিলতা, পরশ্রীকাতরতা, সংকীর্ণতা বিনাশ

সাধন করে। উদারতা, ক্ষমা, মহত্ত্ব, মানবকল্যাণ, প্রেম, ভালবাসা, সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা, দানশীলতা, ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি মহৎ মানবীয় গুনাবলিকে বিকশিত করে, বিশুদ্ধ করে, পবিত্র ও মার্জিত করে তোলে। মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে আত্মসংযমের মহান শিক্ষায় জীবনকে সুন্দর ও পরিশীলিত করে তোলে।

অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া ও মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক:

ইসলামী অর্থনীতি নৈতিকতা সমৃদ্ধ কল্যাণ অর্থনীতি। একটি রাষ্ট্রের অর্থনীতি যদি নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত না হয় তখন এর প্রতিটি ক্ষেত্রে আসন গেড়ে বসে দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা এবং অব্যবস্থাপনা। আর অর্থনীতির সাথে অন্যান্য খাতগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ থাকায় ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর। এজন্য দেখা যায়, অসৎভাবে উপার্জিত কালো টাকা ব্যবহার করে দুর্নীতিবাজরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কায়েম করে দুঃশাসন। নানা অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ডেকে আনে রাষ্ট্রের সর্বনাশ। ধনী-গরিবের, বিত্তবান-বিত্তহীনের ফারাক বেড়েই চলে, শুধু বাড়ে না সমৃদ্ধির সূচক। তাই অর্থনীতিতে নৈতিকতা অবলম্বন শুধু প্রয়োজনীয়ই নয় অপরিহার্যও।

মূল্যবোধের ভিন্নতার কারণে বস্তুবাদী অর্থনীতির দুই শাখা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণ নিয়ে ভিন্ন মতামত লক্ষণীয়। সমাজতন্ত্র যেখানে উৎপাদনের একক কৃতিত্ব কেবলমাত্র শ্রমিককেই দিতে চায় এবং পুঁজির ভূমিকা মাত্রই স্বীকার করে না, পুঁজিবাদ সেখানে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে পুঁজি, শ্রম, ভূমি ও সংগঠনকে বিবেচনা করে। পুঁজিবাদে পুঁজির পারিতোষিক নিঃশর্ত এবং উদ্যোক্তার পারিতোষিক শর্তসাপেক্ষ। অর্থাৎ কারবারে লাভ-লোকসান যাই হোক পুঁজি তার নির্ধারিত সুদ পাবেই। অন্যদিকে যদি উৎপাদনের সকল উপকরণের প্রাপ্য মিটাবার পর এমনকি সরকারকে কর বুঝিয়ে দেওয়ার পর যদি কর পরবর্তী মুনাফা অবশিষ্ট থাকে; তবেই উদ্যোক্তা বা সংগঠন তার অংশ পাবেন। আর যদি কর পরবর্তী মুনাফা শূন্য হয় তবে উদ্যোক্তা তার দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের বিনিময়ে কিছুই পাবেন না। কোন পুঁজির পারিতোষিক নিঃশর্ত এবংউদ্যোক্তার পারিতোষিক শর্তযুক্ত তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আদৌ অনুভব করে না। পুঁজিবাদ শুধু বাজারের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। নৈতিকতা সমৃদ্ধ ইসলামী অর্থনীতি এ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করে এভাবে যে ইসলাম না সমাজতন্ত্রের আদলে পুঁজিকে একদম অস্বীকার করে শ্রমকে উৎপাদনের একমাত্র উপাদান বলে ঘোষণা দেয়, না পুঁজিবাদের আদলে নিঃশর্ত পারিতোষিক দাবি সমর্থন করে। ইসলাম পুঁজি ও সংগঠন উভয় উপাদানের জন্য শর্তযুক্ত পারিতোষিকের ঘোষণা দেয়। যার অর্থ সকল খরচ মিটিয়ে এমনকি সরকারকে প্রয়োজনীয় কর প্রদানের পর যদি মুনাফা থাকে তবে তা পুঁজি ও সংগঠন বা উদ্যোক্তার মধ্যে চুক্তি অনুসারে বণ্ঠিত হবে। পুঁজির পারিতোষিক শর্তযুক্ত করে নিঃসন্দেহে ইসলাম ও ইসলামী অর্থনীতি একটি মহৎকাজ করেছে।

মজুরি নির্ধারণ:

মজুরি নির্ধারণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা বলেন, বাজার ব্যবস্থা তথা চাহিদা ও যোগানের বাটখারাই নির্ধারণ করবে মজুরির অঙ্ক কত হবে। বাজারে কোন বিশেষ শ্রমের চাহিদা বেশি এবং যোগান অপ্রতুল হলে মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আবার বিপরীত অবস্থা হলে কম হবে। গার্মেন্টস শিল্পের জন্য বাংলাদেশের মত দেশগুলো উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার পিছনে সস্তা শ্রমই মুখ্যকারণ, শ্রমের যোগান বেশি বলেই বাংলাদেশের গার্মেন্টিস শ্রমিকদের মজুরি কম। অর্থনীতির সাধারণ নিয়মেই এই কম মজুরি। তাহলে ন্যূনতম মজুরির যে দাবি বারবার উচ্চারিত হয় তা অবাস্তব নয়। নৈতিকতা সে কথা বলে না। গার্মেন্টিস শ্রমিকদেরও যেহেতু উচ্চ আয়ের লোকদের সাথে একই বাজারে মাছ-তরকারীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে হয়, তাই ন্যায়বাদীরা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে সোচ্চার হন।

মজুরি প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে। সাধারণভাবে অর্থনীতিতে মজুরি নির্ধারণে দুষ্প্রাপ্যতার পাশাপাশি দক্ষতাও একটি বিবেচনার বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। দক্ষতা যার যত বেশি মজুরি বা বেতন তার ততো বেশি হবে। আপাতদৃষ্টে এর মধ্যে কোন দোষ আছে মনে হয় না। কিন্তু অন্য একটি নৈতিক বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সমান দক্ষতার দুজন শ্রমিক বা চাকুরিজীবী। একজনের নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি; ধরা যাক, স্ত্রী-দুসন্তান মিলিয়ে চার সদস্যের পরিবার। দ্বিতীয়জনের পরিবার সম্প্রসারিত (Extended)। সদস্য সংখ্যা ৭ জন। স্ত্রী ও দুই সন্তানের সাথে অতিরিক্ত বৃদ্ধ বাবা মা ও একজন বিধবা বোন। এমতাবস্থায় দুইজনের জন্য অভিন্ন মজুরি বা বেতন অর্থনৈতিক সমাধান হলেও নৈতিকতার দাবি দ্বিতীয় জনের জন্য একটুখানি বাড়তি ভাতা। কেননা দ্বিতীয়জন অপার মমতায় তিনজন আয়হীন মানুষের যত্ন করে সমাজের বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হালকা করে দিচ্ছেন বলে তাকে একটু সহায়তা-সহযোগিতার বিধান থাকতেই পারে। এখানেও নৈতিকতার বিবেচনা ও সিয়ামের শিক্ষা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানকে আরও পরিপুষ্ট, যৌক্তিক ও কল্যাণবহ করে।

সিয়াম তাকওয়া মালিক-শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ:

ড. ইউসুফ আল কারজাভি লিখেছেন, সমাজে দুই ধরনের মানুষ বিদ্যমান; যারা কাজ করতে পারে এবং যারা কাজ করতে পারে না। যারা কাজ করতে পারে তাদের বাঁচার মতো মজুরি প্রদান, যারা কাজ করতে পারছে না তাদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাহায্য দরকার। আল্লাহর আইন মেনে চলার জন্যই খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হবে। আর এ জন্য কাজ করতে হবে। শ্রমজীবী হিসেবে বিভিন্ন বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে। ইসলামের অর্থনৈতিক কর্মসূচি দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য নিশ্চিত করতে চায়। মানুষের জন্য যা কল্যাণকর মালিক ও শ্রমিক নির্বিশেষে সবাইকে তাই পরিপালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুমিন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুগত বিনয়ী মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। বিনয় তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাকওয়া সৃষ্টি করে বিনয়, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির অনুভূতি। এসব বৈশিষ্ট্য মানবজীবনে পরিমিতি আনে। তাকওয়ার দাবি হলো

আল্লাহর আদেশসমূহ পুরোপুরি মেনে চলা এবং নিষেধ সমূহ পুরোপুরি পরিহার করা। কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁকে ভয় করার হক আদায় করে এবং মুসলিম (আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পনকারী) না হয়ে মরো না।' (সুরা আল ইমরান: ১০২)

'তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তিরাই আল্লাহর বেশিমর্যাদা সম্পন্ন' (সুরা আল হুজরাত-১৩)। 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে' (সুরা বাকারা: ১৮৩)। অর্থনীতিতে তাকওয়ার দাবি হচ্ছে জুলুম, প্রতারণা, অন্যকে ঠকানো ও দুর্নীতি থেকে দূরে থাকা। সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও আবর্তন ইসলামী অর্থনীতির প্রাণশক্তি। আল্লাহ বলেন, 'সম্পদ যেন শুধু তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' (সুরা আল হাশর-৭)। ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ। ইসলামের বিধান অনুযায়ী সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ। মানুষ এ সম্পদের আমানতদার বা ট্রাস্টি হিসেবে এর সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যাপারে আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে। সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। চাহিদার সীমা আছে, লোভের শেষ নেই। ইসলামের নৈতিক ছাঁকুনি পদ্ধতি মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণে দেয় ও লোভ নিরুৎসাহিত করে। ইসলাম ব্যক্তিকে তার চাহিদা পূরণে যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে নির্দেশনা দেয়।

মানুষের প্রতি দরদ, আর্তমানবতার প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সিয়াম। সিয়ামের মাধ্যমে সম্পদ ও ক্ষমতার কারণে সৃষ্ট ব্যধি থাকে মুমিনদের মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। হালাল পন্থায় আয়-রোজগার বাড়াতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে; কিন্তু সম্পদ আহরণ করতে যেয়ে আল্লাহকে ভুলে গেলে চলবে না। সিয়াম ব্যক্তিকে আত্মশুদ্ধির পথ দেখিয়ে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে তাকিদ দেয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তির ভূমিকা সমাজে শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম করতে না পারলে সিয়ামের লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হয় না এবং এর প্রভাবও তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না।

করণীয়:

১. ঈমান, তাকওয়া ও আত্মসমালোচনার সাথে সিয়াম পালন করতে হবে।

২. কাজ-কর্ম, শ্রম, পেশায় নিষ্ঠাবান হতে হবে।

৩. মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক হবে সহানুভূতিশীল। সিয়ামের বরকতে উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

৪. ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত কাজ করা যাবে না।

৫. দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হতে হবে। মনোযোগের সাথে কাজ করার মধ্যে আন্তরিকতা এবং ঐকান্তিকতার প্রকাশ ঘটে।

৬. মালিকগণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে আদল (ন্যায় বিচার) ও ইহসান (দয়া) অনুশীলন করবে।

লেখক: অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও ব্যাংকার

লেখা আহবান

দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

মুমিনের দৈনন্দিন জীবন

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

একজন মুমিন কিভাবে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করবে, তা শিখতে হবে আল্লাহর রাসুলের আদর্শ থেকে। কেননা তিনি আমাদেরকে জীবন-যাপনের মৌলিক সব কিছুই শিখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করছি। হযরত সালমান ফারসি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা মুশরিকদের এক ব্যক্তি আমাকে বিদ্রুপ করে বলল, তোমাদের বন্ধু (রাসুলুল্লাহ সা.) তোমাদেরকে সব কিছু শিখাচ্ছেন। এমনকি পায়খানায় বসার নিয়ম কানুন পর্যন্ত। আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা পায়খানায় বসতে কিবলার দিকে মুখ করে না বসি। ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করি। তিনটি পাথর টুকরার কমকে ইস্তিঞ্জার জন্য যথেষ্ট মনে না করি; তবে এতে যেন শুকনো গোবর এবং হাড্ডি না থাকে। (মুসলিম ও আহমদ)।

নিম্নে হাদিসের আলোকে মুমিনের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

সব কিছু আল্লাহর নামে শুরু করা: একজন মুমিনের সকল কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা উচিত। যেমন– খাওয়া, দাওয়া, বৈঠক পরিচালনা, লেখা কিংবা বক্তব্য শুরু করা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "বিসমিল্লাহ তথা আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়া, যেই কাজ করা হয় তা বরকত শূন্য থাকে।" (তাফসীরে ইবন কাসীর)। এই হাদিসের আলোকে জানা যায় যে,বিসমিল্লাহ বলে সকল কাজ শুরু করা সুন্নাত।

নেক আমল সব সময় করার চেষ্টা করা এবং কোন নেক কাজকেই গুরুত্বহীন মনে না করা: নেক কাজের আমল করার অভ্যাস হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কুরআন-হাদিসের আলোকে যা করা নেকির কাজ, তা সব সময় করার চেষ্টা করা মুমিন চরিত্রের অংশ। এই প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর কাছে সেই আমলই অধিক পছন্দনীয় যা সব সময় করা হয়। যদি তা পরিমাণে কম করা হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)। এই হাদিসের আলোকে জানা যায়; আমরা যেসব নেক আমলের কথা জানি, তা সব সময় করার চেষ্টা করা দরকার। যেমন– যিকরুল্লাহ, তিলাওয়াতে কুরআন, নফল নামাজ, নফল রোজা, দান সদকা ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে কোন নেক আমলকে গুরুত্বহীন ভাবা ঠিক নয়। সকল নেক আমলই গুরুত্বসহ পালন করার চেষ্টা করা উচিত। কোন নেক আমলকেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এই প্রসঙ্গে একটি হাদিসউল্লেখযোগ্য। হযরত আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবি কারিম (সা.) আমাকে বলেছেন, "নেকির কোন কাজকে নগণ্য মনে করো না। যদির নেকির কাজটি এমন হয় যে তুমি অপর ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে মিলিত হও।" (মুসলিম)। এই হাদিস থেকে জানা যায় যে নেকির কাজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে হলেও তা গুরুত্বের সাথে করা দরকার। কেননা আমরা জানি না, আল্লাহ আমাদের কোন আমলে বেশি খুশি হন। আল্লাহ তায়ালা একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণেই; একজন ব্যক্তিকে নাজাত

দিয়েছিলেন বলে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই কোন নেক আমলকেই উপেক্ষাকরা উচিত নয়। সাধ্যমত সকল নেক আমল করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ডান দিক থেকে শুরু করা: আল্লাহর রাসুল (সা.) পথ চলতে ডান দিকে চলতেন। কিছু খেতে ডান দিক থেকে শুরু করতেন। পোশাক পরিধান করতে ডান দিক আগে পরতেন। খাবার পরিবেশন করতে ডান দিক থেকে পরিবেশন করতেন। পথ চলতে ডান দিকে যিনি থাকতেন তাকে আগে যেতে দিতেন। এইভাবে ডানপন্থি হয়ে জীবন-যাপনের জন্য আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন।

ডান হাতের ব্যবহার: এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস রয়েছে। হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসুলে কারিম (সা.) ডান হাত পবিত্রতা অর্জন ও খাবার গ্রহণের জন্য ব্যবহার করতেন আর বাম হাত পায়খানা পেশাব থেকে পবিত্রতা ও কষ্টদায়ক জিনিস দূর করার জন্য ব্যবহার করতেন।" (আবু দাউদ)।

মুমিনের ঘুম: হযরত আবু হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবি কারিম (সা.) রাতের বেলা মুখের নিচে হাত রেখে ঘুমাতেন এবং ঘুমাবার আগে এই দোয়া পড়তেন, "হে আল্লাহ আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নামে জীবন ধারণ করি।" আর ঘুম থেকে জেগে উঠার পর পড়তেন,"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন আর (এভাবে) তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।" হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যখন মানুষ ঘুমায় শয়তান তার ঘাড়ে তিনটি গিরা লাগায় এবং বলে রাত অনেক দীর্ঘ তাই তুমি ভালভাবে ঘুমাও। যখন কেউ ঘুম থেকে উঠে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে তার প্রথম গিরা খুলে যায়। আর যখন অজু করে তখন দ্বিতীয় গিরা খুলে যায়। আর সে যখন নামাজ পড়ে তখন তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। তারপর ভাল অবস্থায় সকাল হয়। অন্যথায় খারাপ অবস্থায় সকাল হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)। হযরত জাবের হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসুলে কারিম (সা.) চিৎ হয়ে একটি পা খাড়া করে তার উপর আরেক পা রেখে শুইতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম)। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শয়ন করতে দেখে বলেছেন, এরূপ শয়ন করা আল্লাহ পছন্দ করেন না।" (তিরমিজি)।

রাতে ঘুমানোর আগে অজু করা ও দুই রাকাত নামাজ আদায়: একজন ঈমানদার সব সময় অজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করেন। ঘুমানোর আগে অজু করে পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সুন্নাত। হাদিস থেকে জানা যায়; কেউ যদি অজু করে নফল নামাজের ইরাদা করার পর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং ঘুমিয়ে যায়। সে সারারাত জেগে নামাজ পড়লে যে সাওয়াব হতো আল্লাহ তাকে সে সাওয়াব দান করবেন। পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো একারণে উত্তম; একজন মানুষ জানে না, ঘুম থেকে সে দ্বিতীয়বার জাগ্রত হতে পারবে কি না। ঘুমের ভিতর যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে অজু করে ঘুমালে তার মৃত্যু পবিত্র অবস্থায় হয়। সে পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর কাছে চলে যায়। আল্লাহ এতে খুব খুশি হন।

রাতের প্রথম প্রহরে ঘুমান ও শেষ রাতে উঠে নামাজ: রাতের বেলা তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া সুন্নাত। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবি কারিম (সা.) রাতের প্রথম ভাগেই ঘুমিয়ে পড়তেন এবং শেষভাগে জেগে নামাজ আদায় করতেন।" এই প্রসঙ্গে আরও হাদিস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত ।তিনি বলেন, "আমি রাসুলে কারিম (সা.) কে বলতে শুনেছি ফরজ নামাজের পরে, সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে মধ্যরাতের নামাজ।" (আহমদ)। হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামুল লাইল তথা রাতের বেলায় উঠে নামাজ পড়া উচিত। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী আল্লাহর নেক বান্দাদের অভ্যাস; এটা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় এবং গুনাহের কাফফারা স্বরূপ ও মন্দ কাজ থেকে বারণকারী।" (তিরমিজি)। হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, "যখন কোন মানুষ তার স্ত্রীকে রাতের নামাজ পড়ার জন্য জাগিয়ে দেয় এবং উভয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। তাদের নাম 'যাকীরীন ও যাকেরাত' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ যারা আল্লাহর স্মরণকারী তাদের মধ্যে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।" (আবু দাউদ ও ইবন মাযাহ)।

তাহাজ্জুদের সময় উঠে আল্লাহর রাসুল মিসওয়াক করতেন: হযরত আবু হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,"নবি কারিম (সা.) যখন রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করতেন।" এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস পেশ করছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একরাত রাসুলে কারিম (সা.) এর ঘরে ঘুমান। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং কুরআনের এই আয়াত সুরার শেষ পর্যন্ত তিলওয়াত করেন; "পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন।" (আল ইমরান ১৯০-১৯২)।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, রাসুলে কারিম (সা.) এশার নামাজ পড়ে তাঁর ঘরে আসতেন এরপর চার রাকাআত নামাজ আদায় করতেন এবং অতঃপর ঘুমিয়ে পড়তেন। এরপর মধ্যরাতের কিছুক্ষণ আগে বা পরে ঘুম থেকে জাগতেন। ঘুম থেকে জেগে হাত দ্বারা মুখ মুছে নিতেন এবং সুরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। তারপর মিসওয়াক ও অজু করে দুই রাকাআত করে করে আট রাকাআত নামাজ পড়তেন। এরপর বিতরের নামাজ আদায় করে আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। ফজরের নামাজের আজান দেওয়া হলে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করে মসজিদে যেতেন এবং ফজরের নামাজ আদায় করতেন। তিনি কখনও অজু করতেন আবার কখনও অজু করতেন না। কেননা তাঁর চোখ ঘুমালেও তাঁর অন্তর জাগ্রত ছিল। এই কারণে তিনি উপলব্ধি করতেন যে অজু ভঙ্গ হওয়ার মত কোন কিছু ঘটেনি। আবার কখনও তিনি গোসল করতেন।

মুয়াজ্জিন ফজরের আজান দিলে নামাজের জন্য বাহির হতেন এবং নিম্নের দোয়া পড়তেন: "হে আল্লাহ আমার কলবে নূর দাও। আমার জবানে নূর দাও। আমার শ্রবনশক্তিতে নূর দাও। আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দাও। আমার পিছনে নূর দাও। আমার সামনে নূর দাও। আমার উপরে নূর দাও। আমার নিচে নূর দাও।"

রাতে আসমানের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর গুণকীর্তন করা সুন্নাত: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলে কারিম (সা.) বিছানায় শোয়া এক ব্যক্তিকে দেখলেন; যিনি বিছানা থেকে উঠার পর নক্ষত্ররাজি ও আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একজন সৃষ্টিকর্তা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বললো হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। রাসুল (সা.) বলেন, "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

ভোরবেলা কুরআন তিলাওয়াত করা: হযরত আবু হুরায়রা বলেন, নবি কারিম (সা.) থেকে ইরশাদ করেছেন,"ভোরবেলার কুরআন তিলাওয়াতে সবসময় সাক্ষী থাকে। রাতের ও দিনের বেলার ফেরেশতারা এটার সাক্ষী থাকে।"(তিরমিজি)।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ: আল্লাহর রাসুল (সা.) বাম পা আগে দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করতেন এবং ডান পা আগে দিয়ে টয়লেট থেকে বের হতেন। টয়লেটে প্রবেশের সময় দোয়া পড়তেন। হযরত যায়েদ ইবন আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "পায়খানার স্থানসমূহ জিন ও শয়তানদের উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে তখন সে যেন এই দোয়া পড়ে, হে আল্লাহ! স্ত্রী-পুরুষ মানুষ ও জ্বিনের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।" (আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ)। এই প্রসঙ্গে হযরত আলী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "শয়তানের চক্ষু ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা হল যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যাবে তার (মনে মনে) বিসমিল্লাহ বলা।" এখানে বিসমিল্লাহ পড়া মানে হল আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ সংশ্লিষ্ট দোয়া পড়া। পেশাব পায়খানা করার পর এইদোয়া পড়া সুন্নাত "সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার কাছ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করে দিলেন এবং আমাকে নিরাপদ করলেন। "কোন গর্তে পেশাব করতে আল্লাহর রাসুল নিষেধ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউই যেন কোন গর্তের মধ্যে পেশাব না করে।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)। গর্তের মধ্যে পেশাব করতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে এতে কোন বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে। উত্তপ্ত প্রস্রাবে সে বিরক্ত হয়ে অতর্কিত দংশন করতে পারে বা বিষাক্ত গ্যাস বাষ্প নিক্ষেপ করতে পারে। তাছাড়া প্রস্রাবেগর্তের প্রাণির কষ্ট হবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকা উচিত। এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসুলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যায়, সে যেন অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকে।" (আবু দাউদ)। এই প্রসঙ্গে হযরত আনাস থেকে আরও একটি হাদিস বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবি কারিম (সা.) যখন পেশাব-পায়খানা যাওয়ার সময় ইচ্ছা করতেন; তখন জমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত নিজের কাপড় উঠাতেন না।" (তিরমিজি)। এই হাদিস থেকে জানা যায় নিষ্প্রয়োজনে একাকী অবস্থায়ও সতর খোলা ঠিক নহে।

পেশাব পায়খানা করার সময় কথাবার্তা বলা উচিত নয়। রাসুলে কারিম (সা.) দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ করেছেন। হযরত উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবি কারিম (সা.) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেন,"হে উমর! দাঁড়িয়ে পেশাব করবে না।"এরপর আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করি নাই। (তিরমিজি)।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষে অজু করা সুন্নাত: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,নবি কারিম (সা.) যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি তাঁর জন্য লোটা অথবা বালতি ভরে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন, অতঃপর হাত খানা মাটির উপর মুছতেন। এরপর আরেক পাত্র পানি আনতাম। উহার দ্বারা তিনি অজু করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসথেকে জানা যায় যে, "রাসুলে কারিম (সা.) গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ উহা জিনের খাদ্য।" (তিরমিজি)। রাসুলে কারিম (সা.) কিবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু আইউব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন যখন তোমরা পায়খানায় যাবে তখন কিবলাকে সম্মুখে করবে না এবং পিছনেও করবে না।" (বুখারি ও মুসলিম)।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। তাই সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করা দরকার। এই সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক বিষয় নিম্নে পেশ করছি:

অজু করা: অজুর ফজিলত অনেক বেশি। এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করছি হযরত উসমান ইবনে আফফান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলে কারিম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অজু করে এবং সুন্দর ভাবে অজু সম্পাদন করে তার শরীর থেকে পাপরাশি দূরীভূত হয় যেই পর্যন্ত তার নখ দ্বারা পাপরাশি বের হয়।" (মুসলিম)। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আল্লাহর রাসুল(সা.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির কাছে রহমতের ফেরেশতা আসে না। কাফেরের দেহ, খালুকের সুগন্ধি ব্যবহারকারী এবং নাপাক ব্যক্তি যতক্ষণ না অজু করে।"(আবু দাউদ)। খালুক হচ্ছে এক প্রকারের সুগন্ধি। এটা শুধুমাত্র পুরুষের জন্য নিষেধ। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,"রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন সে যেন নিজের হাত পানির পাত্রে না ডুবায় যে পর্যন্ত না উহা তিনবার ধৌত করে। কেননা সে জানে না, ঘুমের মধ্যে তার হাত কোথায় ছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)। এই সম্পর্কে আরেকটি হাদিস হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে। কেননা শয়তান নাকের বাঁশির ভিতরে রাত্রি যাপন করে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

চলবে...

লেখক: শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক

স্বাধীনতার আলো বিকিরণ করুক মোদের আঙিনায়

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

স্বাধীনতা জীবনের অন্যতম অনুসঙ্গ। মুক্ত বিহঙ্গে ডানা মেলে ওড়া হরিয়ালকে খাঁচায় বন্দি রেখে পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল অট্টালিকায় রাখলেও সে তার জীবনের সুখকে অনুভব করতে পারে না। বনের পোকা মাকড় আর গাছের ডালে তার জীবনের প্রকৃত স্বাধীনতা। আমরা স্বাধীন জনপদের অধিবাসী। বিজয়ের লাল পতাকা তেপ্পান্ন বসন্ত পার করেছে। সাত কোটি মানুষ এখন প্রায় বিশ কোটি; যদিও কাগজে কলমে ষোল কোটি। মানুষ বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যের উৎপাদনও বেড়েছে। বেড়েছে শিল্প কল কারখানা, বিশাল বিশাল অট্টালিকা। পাকা রাস্তার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। দেশের বাজেটের পরিমাণ প্রতি বছরই বেড়ে চলছে। বিলাসবহুল দ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ হু হু করে বাড়ছে। গ্রামে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ। মোবাইল, টেলিভিশন, কম্পিউটার অতি সহজলভ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। প্রবাসীদের রেমিটেন্স অর্থনীতির চাকাকে সচল করে রেখেছে। পোশাক শিল্পের কল্যাণে দরিদ্র শ্রেণির একটি অংশের কর্মসংস্থান হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের এখন সেকেন্ড পিলার। বৃটিশ আমলের ঘুট ঘুটে অন্ধকার রাস্তাগুলোতে এখন বাহারী আলোর ঝলকানি। এতো কিছুর পরও আমরা স্বাধীনতার কতটুকু ফল ভোগ করছি?সর্বত্র হতাশা, নিরানন্দ আর বেদনার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট।

কল কারখানা আর শিল্পের উন্নতি হয়েছে বৈকি। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থান বেড়েছে কি? বেসরকারি খাতে বড়ো বড়ো কিছু শিল্প কারখানা হলেও বন্ধ হয়ে গেছে আদমজী, বাওয়ানীসহ রাষ্ট্রায়ত্ব সব পাটকল। বস্ত্র খাতেও সরকারি অনেক মিল বন্ধ হয়ে গেছে, বাকিগুলোর অবস্থা ভালো নয়। সরকারি উদ্যোগে প্রথম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চালু হয় ১৯৮৩ সালে। এরপর ঢাকার সাভারে দ্বিতীয় ইপিজেড স্থাপন করা হয়। এখন দেশে বেপজার অধীনে নয়টি ইপিজেড রয়েছে। একইভাবে সরকারি বেসরকারি অনেকগুলো শিল্প পার্ক স্থাপিত হয়েছে। বিসিকের অধীনে জেলায় জেলায় ছোট ও মাঝারী অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। এ সকল কারখানা দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে। সরকার আরও একশতটি নতুন ইকোনোমিক জোন করার ঘোষণা দিয়েছে। পাটের বাজার হাতছাড়া হওয়ার পাশাপশি তৈরি পোশাক শিল্প এবং ঔষধ রপ্তানিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এত কিছুর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় জনসংখ্যার তুলনায় কতটুকু কর্মসংস্থান হয়েছে? আদমশুমারীর অনুযায়ী ১৬ কোটি মানুষের দেশে প্রায় দুই কোটি বেকার। দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে না। বেসরকারি খাতের বড়ো বড়ো পদে সব বিদেশী কর্মকর্তারা চেয়ার দখল করে আছে। বিদেশীরা এদেশে চাকুরি করার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার একটি বড়ো অংশ চলে যাচ্ছে। অথচ এগুলো আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা প্রবাসী শ্রমিক আর গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের কষ্টের ফসল।

শিক্ষা খাতেও চোখ ধাঁধানো উন্নতি আমাদের চোখে পড়ে। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০৯টি। এর মধ্যে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় ১৩টি।

শিক্ষার হারও চোখে পড়ার মতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা সব কিছুই বেড়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে কিন্ডার গার্টেন একটি বৈপ্লবিক অবস্থা বলা যায়। এর বাইরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ আছে নানান ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দিনমজুর পিতার সন্তান মেডিকেল আর বুয়েটে পড়ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষার মান কি বেড়েছে? প্রতিবছর পাশের হার বাড়ছে। ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় কমেছে। অদম্য মেধাবীদের অভাবনীয় ফলাফল আমাদের আশা আর প্রত্যাশার মিনারকে উঁচু করে ধরে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যে মানের নাগরিক তৈরি করার কথা, তা কি পারছে? শিক্ষারমানের কতটুকু উন্নতি হয়েছে, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। জীবন এবং মূল্যবোধের প্রশ্নে শিক্ষা কি আদর্শ নাগরিক তৈরি করতে পারছে? কর্মমুখী শিক্ষার হার কত? শিক্ষা সনদের পরিসংখ্যানের পাশাপাশি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আমাদের হতাশার তিমিরকে আরও প্রলম্বিত করে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিয়মিত ব্যাপার। আগে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হতো। এখন একদলীয় এবং ফ্যাসিবাদী তাণ্ডব গোটা জাতিকে হতাশার দিক চক্রবালে নিক্ষেপ করছে। সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা অধ্যয়ন করে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল স্কুলগুলোতে। এখানে আমরা কি দেখছি? বুয়েটে আবরার ফাহাদকে হত্যার বীভৎস গোটা জাতিকে আতঙ্কিত করে। একই কায়দায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে চারজন ছাত্রকে সারা রাত নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতকরা বলছে তারা নাকি কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত। এ জন্য তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনকে এই দায়িত্ব কে দিয়েছে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের জীবন এবং স্বাভাবিক শিক্ষা জীবনের নিরাপত্তা চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সরকারি হাসপাতাল যা ছিলো তা বেড়েছে। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ–সব কিছুই বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারিখাতেও হাসপাতালের সংখ্যা কম নয়। ডাক্তারের সংখ্যা বেড়েছে। স্বাস্থ্য খাতে কিছু উন্নতি তো অবশ্যই হয়েছে। বেসরকারি খাতে অসংখ্য হাসপাতাল হয়েছে। সরকারিবাজেট এবং বরাদ্দেটাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ডাক্তারদের গ্রামে গিয়ে সেবা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যাচ্ছে। সেবার মান কতটুকু বেড়েছে? এখনো বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারা যাচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে আমরা দেখেছি স্বাস্থ্য সেবার বেহাল দশার অবস্থা। বলা হয়েছিলো আমাদের সব আছে। পরবর্তীতে মানুষ অক্সিজেনের অভাবে ধুকে ধুকে মরেছে। সরকারি হাসপাতালগুলোর সেবার মান এবং সেবা পাবার অধিকার খুবই শোচনীয়। বেসরকারিহাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত ডাক্তারগণ সুযোগ পেলে রোগীদের গলাকাটা ফি আদায় করে। কিছু ভালো ডাক্তার অবশ্যই আছেন, তবে তাদের সংখ্যা অতি সামান্য। সরকারি বেসরকারিখাতে এ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কতজন দরিদ্র মানুষ অ্যাম্বুলেন্স সেবা পাচ্ছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। আমরা শুধু উন্নয়নের ডুগডুগ শুনতে পাই কিন্তু দরিদ্র অসহায় নিরন্ন শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসা সেবা তাদের নাগালে আসেনি। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং যুদ্ধের ময়দানে এই শ্রমিক শ্রেণি তাদের জীবন দিয়ে লড়াই করেছে।

পরিবহন খাতের প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। সড়কে গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনো নদী পথে যাতায়াত সহজতর। অনুমোদিত অথবা অননুমোদিত ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের কারণে গ্রামীণ জনগণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। পাঠাও, উবারসহ বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সুবাদে অনেক ক্ষেত্রে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। অনলাইনে ট্রেন এবং বাসের টিকেট কাটার ব্যবস্থা অবশ্যই প্রশংসা পেতে পারতো যদি তা জনগণের নাগালের মধ্যে হতো। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কালো বাজারে টিকেট চলে যাচ্ছে। বড়োবড়ো শহরের কর্মজীবী নারীদের জন্য পৃথক বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনসংখ্যার তুলনায় তা কতটুকু? সড়কের পরিধি এবং যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরও বড়ো শহরগুলোতে মানুষের যাতায়াতের কষ্ট এবং ভোগান্তি মারাত্মক। যানজটের কারণে মানুষের কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা এক ভয়াবহ ব্যাধির আকারে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। কঠিন এবং কঠোর আইন করা হয়েছে কিন্তু দুর্ঘটনা রোধ করা যাচ্ছে না। বছরের এমন কোনো দিন নেই, যেদিন সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে না। যাতায়াত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্গতি আমাদের উন্নয়নের স্লোগানকে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উন্নতির চেয়ে অবনতির দিকে ধাবিত হয়েছে। বিশ্বের দূষিত শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা অন্যতম। বসবাসের অনুপযোগী শহরের মধ্যেও ঢাকা শহর তালিকার শীর্ষে। বিশ্ব ধরিত্রি সম্মেলনে আমাদের কর্তাব্যক্তিরা অনেক লম্বা বক্তব্য দিয়ে এসেছেন। জাতিসংঘ অধিবেশনে আমাদের সরকার প্রধানের পক্ষ হতে পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় অনেক চমৎকার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। সেই বক্তব্যের বাস্তবরূপায়ণ আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। বন উজাড় হচ্ছে। কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। নদী দখল হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য দিন দিন নষ্ট হচ্ছে। প্রতিনিয়ত কল কারখানা বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসারণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কল কারখানার বর্জ্য প্রতিনিয়ত নদী খাল বিলের পানি নষ্ট করছে। জৈব অজৈব আবর্জনা রিসাইক্লিনিংয়ের অনেক প্রকল্প এবং পরিকল্পনার কথা আমরা শুনতে পাই কিন্তু ঢাকা শহরের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে এমনকি রাস্তা দখল করে ময়লার ভাগার তৈরিকরে রাখা হয়েছে।

আবসান খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন উপশহর তৈরি হয়েছে। বস্তিবাসীদের জন্য ফ্লাটের কথা শোনা যাচ্ছে। নতুন নতুন ইমারত তৈরি হয়েছে। বিলাশ বহুল একটি একটি এ্যাপার্টমেন্ট একটি গ্রামের সম পরিমাণ মানুষের বসবাসের স্থান করে দিয়েছে। গ্রামেও বহুতল ভবন তৈরি হচ্ছে। দরিদ্র মানুষকে সরকারি উদ্যোগে ঘর করে দেওয়ার সংবাদ আমরা প্রতিনিয়ত মিডিয়ার সুবাদে জানতে পারছি। যদিও এতে অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্রের চেয়ে সামর্থ্যবান প্রভাবশালীরাই জায়গা পাচ্ছে। বাস্তব চিত্র আরও বেশি করুণ। গুলশানের অভিজাত এলাকার পাশেই বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করছে হাজারো বনি আদম। রাস্তার ধারে অসহায় ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা শহরাঞ্চলে বেশি। নিম্ন আয়ের শ্রমিকরা অল্প

ভাড়ায় যে পরিবেশে বসবাস করে তা সত্যিই বেদনার। ঢাকা শহরের রিকশা এবং ভ্যানের গ্যারেজগুলোতে শ্রমজীবী মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা চরম অমানবিক। অর্থনীতির সেকেন্ড পিলার গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকরা যে অল্প বেতনে চাকুরি করে বাসা ভাড়া দেওয়ার পর তাদের হাতে তেমন অবশিষ্ট আর কিছু থাকে না। যাদের বসবাসের এমন করুণ পরিণতি তারা স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ কতটুক ভোগ করতে পারছে তা মোটা দাগের প্রশ্ন।

ব্যবসায় বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশী অনেক ব্যক্তি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে। অসংখ্য বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এ দেশে বিনিয়োগ করেছে, যদিও এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে। আমাদের আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কতটুকু নিরাপদ তা আজ প্রশ্ন সাপেক্ষ। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে কতটুকু স্বাধীনভাবে তারা ব্যবসায় করতে পারছে। ক্ষমতাসীন মহলের চাঁদাবাজি আর আধিপত্য ব্যবসায় বাণিজ্যের এক চরম হুমকি। একদিকে ক্ষমতার ছায়ায় থেকে বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসা প্রসারের নামে সকল সেক্টরকে নিজেদের করায়ত্বে নিয়ে নিচ্ছে অপরদিকে পুঁজিপতিদের দৌড়াত্ম ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসাকে গ্রাস করছে। কৃষিপণ্যগুলোও বহুজাতিক কোম্পানির পেটের মধ্যে চলে গেছে। পুঁজিবাদের একচেটিয়া আধিপত্য শুধুমাত্র বড়ো পুঁজির মালিকদের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে আর ছোট ব্যবসায়ীরা পুঁজিহীন হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার শ্লোগান সাম্য এখানে শুধু শ্লোগান হিসেবে থাকছে।

স্বাধীনতা পূর্বকালের চেয়ে দেশে মিডিয়ার সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। এক সময়ে একটিমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল ছিলো, যার সংখ্যা এখন ২৫ এর অধিক। জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিকের সংখ্যা সব মিলিয়ে কয়েকশত। আছে স্থানীয় পর্যায়ে অসংখ্য দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকা। সাহিত্য পত্রিকা, কিশোর পত্রিকা, বিজ্ঞান পত্রিকা, গবেষণা জার্নালসহ অসংখ্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ইন্টারনেট দুনিয়ায় প্রবেশ করার পর অনলাইন পোর্টালগুলোর সংখ্যা দিন দিন শুধু বাড়ছে। প্রশ্ন হচ্ছে মিডিয়ায় বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিবেশ কতটুকু? এম্বেডেডেড জার্নালিজমের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে শিকারি সাংবাদিকতা। মিডিয়া এখন পুঁজির মালিক আর ক্ষমতাসীনদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কখনো স্বপ্রণোদিত, কখনো ভয়ে, কখনো অসত্য তথ্যের শিকার হয়ে মিডিয়া সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রকাশ করছে। পুঁজির মালিক কিংবা সরকার যাদের প্রভাব আছে তাদের অনেক দুষ্কর্ম মিডিয়া বেমালুম চেপে যায় আবার একজন দুর্বল ভালো মানুষকে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হচ্ছে। মিডিয়ায় পুঁজি এবং রাজনীতির আগ্রাসন এর শ্রেণি চরিত্র পুরোপুরি পাল্টে ফেলেছে। স্বাধীনতার প্রত্যাশা এটা ছিলো না, কিন্তু আমরা তাই ভোগ করছি।

জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তান আমলের বাইশ পরিবার এখন হাজার পরিবারে রূপ নিয়েছে। আগে কোটি টাকার মালিক কতজন হিসেব করা হতো, এখন হাজার কোটি টাকার মালিক আছে সহস্রাধিক। এক

স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা ভূমি আর লাল সবুজের পতাকা পেয়েছি। কিন্তু আজও আমাদের সীমান্ত নিরাপদ হয়নি। ফেলানীরা বার বার কাঁটাতারে ঝুলে থাকে। নিরীহ কৃষক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাবার পর তাকে গরু ব্যবসায়ী কিংবা চোরাচালানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মায়ানমার আমাদের সীমান্তে মর্টার সেল বিদ্ধ করে। সীমান্তের ওপার হতে প্রতিনিয়ত মাদক আসে, যা আমরা প্রতিরোধ করতে পারি না। আমাদের সমুদ্র কতটুকু অরক্ষিত তা প্রশ্নসাপেক্ষ। চীন, রাশিয়া আর পরাশক্তির লাভ আর লোভের রশি টানাটানি চলে আমাদেরকে নিয়ে। মাঝে মাঝে আমরা ভুলেই যাই আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কেউ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কেউ ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য পরাশক্তি আর আধিপত্যবাদী শক্তিকে ভূমির মালিকানা দেওয়ার অলিখিত দাসখত প্রদান করে।

সমীক্ষামতে দেশের পুঁজির ৮৫% শতাংশ মাত্র উনত্রিশ জনের কাছে। পাকিস্তান আমলের সেই বুর্জোয়া সিস্টেমের কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে। আগে ধনীরা তাদের সম্পদ দেশেই বিনিয়োগ করতো এখন দরিদ্র মানুষের টাকা লুট করে বিদেশে সম্পদের পাহাড় তৈরি করা হচ্ছে। অধিকাংশ বড়ো ব্যবসায়ীদের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর আর কানাডায় ব্যবসা এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিনিয়োগ রয়েছে। দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ডিজিটাল ব্যাংক ডাকাতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ এবং চেতনা এগুলো ছিলো না। তিক্ত সত্য হচ্ছে, যারা স্বাধীনতার চেতনার কথা বলছে, তারাই এ কাজে এগিয়ে আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা ভূমি আর লাল সবুজের পতাকা পেয়েছি। কিন্তু আজও আমাদের সীমান্ত নিরাপদ হয়নি। ফেলানীরা বার বার কাঁটাতারে ঝুলে থাকে। নিরীহ কৃষক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাবার পর তাকে গরু ব্যবসায়ী কিংবা চোরাচালানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মায়ানমার আমাদের সীমান্তে মর্টার সেল বিদ্ধ করে। সীমান্তের ওপার হতে প্রতিনিয়ত মাদক আসে, যা আমরা প্রতিরোধ করতে পারি না। আমাদের সমুদ্র কতটুকু অরক্ষিত তা প্রশ্নসাপেক্ষ। চীন, রাশিয়া আর পরাশক্তির লাভ আর লোভের রশি টানাটানি চলে আমাদেরকে নিয়ে। মাঝে মাঝে আমরা ভুলেই যাই আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কেউ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কেউ ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য পরাশক্তি আর আধিপত্যবাদী শক্তিকে ভূমির মালিকানা দেওয়ার অলিখিত দাসখত প্রদান করে।

জীবনের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। গুম, খুন, হত্যা, রাহাজানির পরিমাণ দিনে দিনে বেড়েছে বৈ কমেনি। যখন তখন মানুষ নিখোঁজ হয়ে যায়। গভীর রাতে কারো বাড়ির দরোজায় পোশাকধারী লোকের পরিচয়ে কেউ কড়া নাড়লে তারা জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। কে নিহত হয়েছে আর কে আত্মহত্যা করেছে বোঝার কোনো উপায় নেই। ফারদিন আর আবরাররা তাই জানতেও পারে না, কেন তাদের হত্যা করা হলো। আত্মহত্যার পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ইভটিজিং আর পাশবিকতার শিকার হয়ে অসংখ্য কিশোরী তরুণী আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। একটি সমাজ এবং পরিবেশে স্বাভাবিক জীবনযাপনের গ্যারান্টি না থাকলে সেখানে আত্মহত্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সন্তানদের আহার যোগার করতে না পেরে সন্তানদের নিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেয় এই স্বাধীন দেশের নাগরিক কোনো এক মা। ঋনের বোঝা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে দরিদ্র কৃষক। দরিদ্র শ্রমিক পিতার সন্তান মেডিকেলে পড়ার পাশাপাশি টিউশন করে সংসার চালায়– এমন মেধাবীকে হত্যার উদ্দেশ্যে চালানো হয় সারা রাত নির্যাতন। এরই নাম কি স্বাধীন বাংলাদেশ?

চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজের স্বাধীনতা,মনের প্রশান্তি ও নির্মল পরিবেশ বেঁচে থাকার জন্য সবার আগে প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিটি নাগরিকের এটি আশা, প্রত্যাশা এবং চাহিদার বিষয়। মতাদর্শিক রাজনীতির বীভৎস শিকার এ দেশের প্রতিটি নাগরিক। তুমি আমার দলের লোক তোমার চাকুরিপাবার স্বাধীনতা আছে, কথা বলার, সভা সমাবেশ করার স্বাধীনতা আছে। তুমি আমার দলের লোক নও তোমার মত প্রকাশের, সভা সমাবেশ করার স্বাধীনতা নেই, এমনকি ঘরের মধ্যে চার-পাঁচজন একত্রে বসে কথা বলার অধিকার নেই। তুমি নাশকতাকারী। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে এটা প্রত্যাশার বিষয় ছিলো না।

নৈতিক উৎকর্ষতার পরিবর্তে অনৈতিকতার জয় জয়কার সর্বত্র। স্বৈরাচার ও অন্যায় অনাচারের মূলোৎপাটন ছিলো স্বাধীনতার মূল চেতনা। দুঃশাসন দূর করে একটি সুন্দর দেশ গড়ার স্লোগানছিলো, কিন্তু আজ প্রতিনিয়ত আমরা দুঃশাসনের মুখোমুখি। সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা তিরোহিত। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও সমাজ সংগঠন বিদূরিত হয়ে দুর্নীতি ডালপালা বিস্তার করেছে বহুদূর। স্বাধীন ইনসাফভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা কথা আর বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ন্যায়ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা ওপর মহলের নির্দেশের ঘন্টাধ্বনির আওয়াজের মধ্যে বন্দি। সহযোগিতা ও সহমর্মিতামূলক কল্যাণমুখী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সর্বাগ্রে জরুরি। রাজনৈতিক সংঘাত, সহিংসতা, জুলুম স্বাধীন দেশের স্বকীয়তার সাথে বেমানান। নিরন্ন অসহায় শ্রমিক শ্রেণি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তাদের স্বপ্ন ছিলো একটি স্বাধীন ভূমির মালিক হিসেবে জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে কোনো কলোনিয়াল শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বসবাস করবে না। জীবনের প্রকৃত স্বাদ পেতে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দরকার তা তারা ভোগ করবে। শ্রমিকের অধিকার কতটুকু নিশ্চিত হয়েছে? এক বাক্যে বলা যায়, না তা নিশ্চিত হয়নি। কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই, ন্যূনতম মজুরি না দেওয়া, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নির্যাতন শ্রমিক শ্রেণির জীবনের সাথে মিশে গেছে। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বপ্নসাধ পূরণে এ সকল সমস্যা দূর করতে হবে। নচেৎ, স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য বক্তব্য আর স্লোগানের মাঝেই লুকায়িত থাকবে।

একটি কল্যাণমুখি, ন্যায়বিচারপূর্ণ, আদর্শ ও নৈতিকতাসমৃদ্ধ সমাজই কেবল একটি জনপদের নাগরিকদের স্বাধীনতার প্রকৃত মর্যাদা উপহার দিতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন কৃষক, শ্রমিক, মুটে মজুর, ছাত্র-ছাত্রী, পুরুষ মহিলা সকলের অধিকারের কথা সে ব্যবস্থাপনার কাছে ফিরে যাওয়া। যেখানে গোষ্ঠী সংঘাত, রাজনৈতিক শত্রুতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বকে উপজীব্য করে মানুষের উপর জুলুম করা হবে না। মানুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকারগুলো আজ ভূলুণ্ঠিত। মানুষের অধিকার হরণ করে, গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে, বাক স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করে দিয়ে স্বাধীনতার চেতনা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ দেশের প্রতিটি মানুষের আঙিনায় স্বাধীনতার নব প্রভাতের আলো বিকিরণ করুক। স্বাধীনতার সুবাস বিকিরণ করুক গোলাপ, জবা জুই চামেলীরা–এ প্রত্যাশাই করছি।

লেখক: কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

শ্রমিক নেতৃত্ব : কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য

এডভোকেট আতিকুর রহমান

গত সংখ্যার পর...

৩৪. প্রোগ্রাম পরিচালনার দক্ষতা:

যে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম প্রাণবন্ত ও সফল করার ক্ষেত্রে নেতার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আলোচ্যসূচির উপর পূর্বেই সম্যক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট সময় শেষ করতে পারা নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেশি সময় নিয়ে প্রোগ্রাম করা কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রোগ্রাম; জনশক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

৩৫. নিষ্ক্রিয়তার প্রতিকার করা:

কোন কারণে জনশক্তির মনে খটকা সৃষ্টি হওয়া, কারো আচরণে রুষ্ট হওয়া, পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ভীত হওয়া, কোন অবাঞ্ছিত ঘটনায় ব্যথিত হওয়া কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে কোন বড়ো রকমের সমস্যা সৃষ্টি হওয়াসহ নানা কারণে একজন জনশক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় নেতৃত্বকে সংশ্লিষ্ট জনশক্তির সাথে দেখা করা, আলাপ আলোচনা করে কারণটি চিহ্নিত করে সমাধানের পরামর্শ দেওয়া এবং তাকে সক্রিয় করার প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। সকল জনশক্তিকে ময়দানে সক্রিয় রাখতে পারা নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩৬. মান উন্নয়ন ও মানসংরক্ষণের দক্ষতা:

জনশক্তির মানউন্নয়ন ও মানসংরক্ষণের বিষয়ে নেতৃত্বের দক্ষতা থাকতে হবে। সাহসী ও মৌলিক মানবীয় গুণাবলি সম্পন্ন জনশক্তিকে বাছাই করে মানউন্নয়নের জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে নেতাকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে। জনশক্তির আদর্শিক মান বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও জ্ঞানের ঘাটতি পূরণে নেতৃত্বকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে।

৩৭. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষতা:

পরিকল্পনা প্রণয়নে নেতার দক্ষতার পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একজন নেতাকে দক্ষ হতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা, পরিকল্পনা বন্টন করা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল পর্যায়ের জনশক্তিকে সম্পৃক্ত করা এবং সঠিকভাবে তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে নেতাকে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে।

৩৮. পেশাভিত্তিক মজবুত সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে দক্ষতা:

শ্রমিক আন্দোলনে পেশাভিত্তিক কাজের গুরুত্ব অত্যাধিক। পেশাভিত্তিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদেরকে সহজেই সংগঠিত করা যায়। একজন শ্রমিক নেতাকে তার সাংগঠনিক এলাকায় সকল পেশার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 'যত পেশা ততো কমিটি' এবং 'যত পেশা ততো ট্রেড ইউনিয়ন' এ স্লোগানকে সামনে রেখে তৃণমূল পর্যন্ত পেশাভিত্তিক কমিটি গঠন, সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও ট্রেড ইউনিয়নে গঠনে একজন শ্রমিক নেতাকে সর্বদা তৎপরতা থাকতে হবে।

৩৯. মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান:

একজন কাঙ্ক্ষিত মানের শ্রমিক নেতা অধীনস্তদের চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান করবেন। অধীনস্তদের মতামত ও চিন্তাকে গুরুত্ব দিবেন। বড়ো ধরনের ক্ষতি না হলে অন্যের মত গ্রহণ করে উৎসাহ দেওয়া উচিত। মত প্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ ও পরিবেশ পেলে নেতৃত্বের প্রতি জনশক্তির আকর্ষণ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

৪০. প্রেরণাদায়ক বক্তৃতা প্রদানের দক্ষতা:

কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বক্তব্য জাদুর মতো কাজ করে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথাও সংক্ষেপে সুন্দর করে বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন করা

সম্ভব। বক্তৃতার ভাষা হবে সহজবোধ্য। এতে থাকবে বলিষ্ঠতা ও জনশক্তিদের উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা।

৪১. শ্রমিক দরদি হওয়া:

একজন শ্রমিক নেতাকে অবশ্যই শ্রমিকদের প্রতি দরদি মনোভাব পোষণ করতে হবে। শ্রমিকদের কষ্টগুলোকে উপলব্ধি করার মত দরদি মন নেতার মধ্যে তৈরি হতে হবে। তাদের সমস্যাগুলো সমাধানে নেতাকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের দুঃখ কষ্টে নেতাকে সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সহযোগিতার বিষয়ে উদ্যোগ করার মানসিকতা লালন করতে হবে।

৪২. প্রশস্ত মনের অধিকারী হওয়া:

নেতৃত্বের লোভ ও মতামত কুরবানি করতে না পারার কারণে এক সংগঠন থেকে আরেক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। নেতৃত্বের প্রশস্ত মন-মানসিকতা একদিকে সংগঠনকে বেগবান করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে নেতৃত্বের সংকীর্ণ মানসিকতা সংগঠনের জন্য অনেকাংশে ক্ষতির কারণ হয়। সকল ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে একমাত্র সঠিক মনে করে তার উপর অটল থাকা কাঙ্ক্ষিত মানের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

৪৩. দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া:

একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা পরিকল্পিতভাবে কাজ করবেন। লক্ষ্য নির্ধারণ করে ভূমিকা রাখবেন। সংগঠন কোথায় কোথায় সম্প্রসারন করা প্রয়োজন, কত ইউনিট বৃদ্ধি করতে হবে, আর্থিক স্বচ্ছলতা কতটুকু বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, প্রয়োজনীয় উপকরণ কী কী সংগ্রহ করা দরকার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের তালিকা তৈরি করে তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করাতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংগঠনকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান সে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে ভূমিকা রাখা একজন কাঙ্ক্ষিত নেতার অন্যতম গুনাবলি।

৪৪. জনশক্তি পরিচালনায় বিচক্ষণতা:

একজন নেতাকে সকল জনশক্তিকে নিয়ে সংগঠনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। জনশক্তির নিকট থেকে কাজ আদায় করতে হবে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে জনশক্তির আন্তরিক আনুগত্য পাওয়া যায়। জনশক্তি পরিচালনায় Dependence এবং Independence (স্বাধীনতা) দুটি ক্ষতিকর। (Dependence) হলে জনশক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি Grow পাবে না আবার Independence হলে কাজ করার পদ্ধতি বুঝবে না। Autonomy (ব্যক্তি স্বাধীনতা) কিংবা Freedom না পেলে কেউ Grow করে না। এ দিক কে সামনে রেখে নেতাকে জনশক্তি পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

৪৫. শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস জানা:

যে কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব পর্যায়ের ব্যক্তিদেরকে সে আন্দোলনের ইতিহাস যেমন জানা জরুরি; তেমনি শ্রমিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখা নেতৃবৃন্দকে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে কম-বেশি পড়ালেখা করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলন সমূহের সফলতা সম্পর্কে যেমন ধারণা অর্জিত হবে তেমনি কোন কোন কারণে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিলো সে সম্পর্কেও অবগত হওয়া যাবে। শ্রমিক আন্দোলনের নানারূপ চড়া-উতরাই, উত্থান-পতন, নির্যাতন, নিষ্পেষন, জেল-জুলুম সম্পর্কেও জানার সুযোগ তৈরি হবে। আন্দোলনের সফলতার জন্য একজন শ্রমিক নেতার ইতিহাস সম্পর্কে অবগত থাকা আবশ্যক।

৪৬. বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সংগঠন ও তাদের কার্যক্রম সংক্রান্ত ধারণা রাখা:

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সংগঠনগুলো কিভাবে ভূমিকা পালন করছে, তাদের আন্দোলনের সফলতার দিকসমূহ এবং তাদের কার্যক্রম সংক্রান্ত দিকগুলো জানার মধ্য দিয়ে একজন শ্রমিক নেতা নিজেকে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করা এবং তাদের Website ভিজিট করে প্রয়োজনীয় ধারণা নেওয়ার সুযোগ আছে।

৪৭. মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে সেতুবন্ধনে দক্ষতা:

শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্কের সেতু বন্ধন শ্রম সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। শ্রমিক-মালিকের মাঝে সৃষ্টি হওয়া দ্বন্দ্ব নিরসনে শ্রমিক নেতার মাঝে দক্ষতা থাকতে হবে। 'শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই, আলাপ-আলোচনায় সমাধান চাই' এ স্লোগানকে বাস্তবায়নে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে মালিকের সাথে শ্রমিকের দূরত্ব কমিয়ে আনতে নেতাকে ভূমিকা রাখতে হবে।

৪৮. শ্রমিকদেরকে দায়িত্ব সচেতন করা:

মালিকের প্রতি একজন শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে শ্রমিকদেরকে সচেতন করার বিষয়ে নেতাকে ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। চুক্তি মোতাবেক প্রদত্ত কাজ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা, আমানতদারিতার সাথে দায়িত্ব পালন করা, মালিকের সম্পদ চুরি না করা, কাজে গাফিলতি না করা, মালিকের সাথে কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ না করা ইত্যাদি দিকসমূহের ব্যাপারে শ্রমিক নেতৃত্বকে অবগত থাকার পাশাপাশি শ্রমিকদেরকে বুঝানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

৪৯. মালিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা:

শ্রমিকদের আইনসংগতভাবে প্রাপ্ত অধিকারের বিষয়ে মালিকদের সচেতন করার দায়িত্ব শ্রমিক নেতৃত্বকে পালন করতে হবে। শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান, কাজের পূর্বে মজুরি নির্ধারণ, কাজ শেষে বিলম্ব ব্যতিরেকে মজুরি পরিশোধ করা, শক্তি/সামর্থ্যের বাইরে কাজ না করানো, ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে স্বাধীনতা, ছুটি প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে একজন নেতাকে অবগত থাকার পাশাপাশি মালিকদের সচেতন করে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করা একজন কাঙ্ক্ষিত মানের শ্রমিক নেতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

৫০. অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী হওয়া:

সাংগঠনিক কাজে অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব বিষয় নিয়ে তাকে বেশি বেশি ভাবতে হবে। তিনি নতুন নতুন চিন্তা পেশ করবেন, নতুন নতুন কর্মকৌশল উদ্ভাবন করবেন। মোদ্দাকথা হল চিন্তা ও কাজ উভয় ক্ষেত্রেই নেতার ভূমিকা হবে অগ্রণী।

৫১. সময় ব্যবস্থাপনায় পারদর্শিতা:

সময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একজন নেতাকে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। এক্ষেত্রে সময় সচেতনতা, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করার প্রবণতা, কাজকে অগ্রাধিকারের আলোকে বিন্যাস করা এবং সকল কিছুর মধ্যে ভারসাম্যতা বজায় রাখা নেতৃত্বের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

● শ্রমিক নেতৃত্বের আদর্শিক বৈশিষ্ট্য

১। সততা:

একজন শ্রমিক নেতাকে অবশ্যই সততার বাহক হতে হবে। যে নেতার মাঝে যে পরিমাণ 'কথা ও কাজের মিল' পাওয়া যায় তাকে সে পরিমাণ সৎ বলে মনে করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ বিষয়ে বলেছেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না? তোমরা যা করো না, তোমাদের সে কথা বলাটা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।" (সুরা আস্ সফ ২-৩)

একজন শ্রমিক নেতার মধ্যে যদি সততার গুন না থাকে, নেতার মধ্যে যদি কপটতা থাকে, নেতা নিজেই যদি দুর্নীতিগ্রস্থ হন তাহলে তার নেতৃত্ব কখনো সফল হয় না এবং সাধারণ শ্রমিকরা অসৎ নেতৃত্বের অধীনে থেকে ক্ষতিগ্রস্থ ও প্রতারিত হয়।

২। আমানত প্রবণতা:

আমানতের সঠিক হেফাজত নেতার একটি অপরিহার্য গুন। একজন মুমিনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খিয়ানতকারীদের কথায় কেউ আস্থা রাখে না। ফলে একজন শ্রমিক নেতার মাঝে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার বৈশিষ্ট্য থাক আবশ্যক। আর্থিক লেনদেন পরিচ্ছন্ন ভূমিকা পালন করা, আয়-ব্যয় ভারসাম্য বজায় রাখা, ওয়াদা মাফিক লেন-দেন পরিশোধ করা আমানতদারিতার অন্যতম দিক। সংগঠনের সম্পদ, অর্থ, জনশক্তি, নেতৃত্বের নিকট বড় আমানত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ এবং রাসূলের খিয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খিয়ানত করো না।' (সুরা আনফাল: ২৭) রাসুল (সা.) বলেছেন,'যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। একজন নেতাকে দ্বীনের আমানত, দায়িত্বের আমানত, আর্থিক আমানত, জিহ্বার আমানত, কথার আমানত, পরামর্শের আমানত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আমানতসহ সকল ধরনের আমানতের সংরক্ষণের ব্যাপারে মনোযোগী থাকতে হবে।

৩। ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা:

একজন নেতার অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। নেতৃত্বকে ন্যায়বিচার কায়েম ও ইনসাফের Practiceকরতে হবে। জনশক্তির সাথে ইনসাফপূর্ণ ও পক্ষপাতহীন আচরণ করতে হবে। অধস্তনদের সাথে ইনসাফ কায়েম করার ক্ষেত্রে সংগঠনের নীতিমালা ও নিয়মকানুন অনুসরণ করা প্রয়োজন। এতে সংগঠনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। নেতাকে সকল পর্যায়ে ন্যায় কথা, ন্যায় সিদ্ধান্ত, ন্যায় নির্দেশ ও ন্যায় আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে। যে নেতৃত্ব অধস্তনদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় বা সবাইকে সমান নজরে দেখতে না পারে তার পক্ষে কার্যকর নেতৃত্ব দান করা সম্ভব হয় না। মনে রাখতে হবে ন্যায়পরায়ণতার গুণ অধস্তনদের মাঝে নেতার গ্রহণযোগ্যতা ও মান মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

৪। জবাবদিহির অনুভূতি সক্রিয় থাকা:

ইসলামে নেতৃত্বের জিম্মাদারী অনেক কঠিন। সেজন্য যার উপর দায়িত্ব বর্তাবে সে অনেকটা মজলুমের মতো। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার তত্ত্বাবধান (দায়িত্ব) সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। নেতা একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' (বুখারি, মুসলিম)। হক আদায় করে দায়িত্বপালন না করলে পরকালে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, 'কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করে, আর সে যদি কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে (অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে) তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।' (বুখারি)

রাসুল (সা.) আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ১০ জন লোকের উপরও নেতৃত্ব দিয়েছে সে আসামি হিসেবে গণ্য হবে। কোন অভিযোগ না থাকলে সে ছাড়া পাবে। একজন আদর্শিক নেতাকে কুণ্ঠাহীনভাবেই এই জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকেন।

৫। আত্মসমালোচনার অভ্যস্ততা:

একজন দায়িত্বশীল নেতাকে অবশ্যই আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত হতে হবে। প্রতিদিন কাজের শেষে গভীর রাতে কর্মময় দিনের জন্য চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। ভালো কাজের জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় এবং মন্দ কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৬। বিনয় ও কোমলতার গুণে গুণান্বিত হওয়া:

বিনয় ও কোমলতা সকল নেতার অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। নেতার হৃদয় হবে কোমল, ভাষা হবে মধুর, মেজাজ হবে শীতল। নেতৃত্ব জনশক্তিকে বটবৃক্ষের মতো ছায়া দানকারী হবেন। কঠোরতা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। তাই নেতৃত্বকে কঠোরতা পরিহার করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আপনি আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্য আপনার স্নেহের বাহু বিস্তৃত করে দিন।

হযরত আয়াজ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আমার কাছে এসে বলেন, বাপু হে শোন। আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তি হলো রাগী, বদমেজাযী ব্যক্তি। খবরদার আমি তোমাকে সাবধান করছি, তুমি যেন তাদের দলমুক্ত না হও। (বুখারি ও মুসলিম)

৭। শ্রমজীবী মানুষের নিকট অনুকরণযোগ্য হওয়া:

একজন শ্রমিক নেতাকে ভাল মানুষ হিসেবে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের শ্রদ্ধা অর্জনের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। নেতার মর্যাদা পাওয়ার বিষয়ে খেয়াল রাখার পাশাপাশি জ্ঞান ও আমলে অনুকরণযোগ্য হতে হবে।

চলবে....

লেখক: সম্পাদক, দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তা

আধুনিক শিল্প উন্নতির যুগে শ্রমিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান

লস্কর মোঃ তসলিম

গত সংখ্যার পর....

৩.ইসলামী সমাধান: শ্রমিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ব্যাবস্থা গ্রহণ করবে।

❖ ইসলামী রাষ্ট্র তাহার নিখুঁত ব্যবস্থা করবে।

❖ যে কাজ করে এবং যে কাজ করায় তারা উভয়ই উভয়কে ভাই বলে মনে করবে।

❖ দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তাদের মধ্যেও ঠিক তাই হবে।

❖ বিশ্বনবির এটাই আন্তরিক বাসনা এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই সুষ্ঠু মানবিক আদর্শ।

❖ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি বুনিয়াদি প্রয়োজন পূর্ণ করা পর্যন্ত মজুর ও মালিকের আর্থিক অবস্থা একেবারে সমান স্তরের হতে হবে।

❖ মালিক নিজে যা খাবে তাই মজুর ও শ্রমিককে খেতে দিবে। যা নিজে পরিধান করবে মজুরকেও তাই পরিধান করতে দেবে। এই আদর্শ হতে মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিও নিঃসন্দেহে জানতে পারা যাবে।

❖ রাসুল (সা.) এই আদর্শকে মালিকের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া কোন ক্রমেই ঠিক হবে না।

❖ ইসলামী রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে এইরূপ আচরণকে প্রত্যেক মালিক ও মজুরির পক্ষ অবশ্যই করণীয় ও বাধ্যতামূলক করে দিবে।

❖ রাসুলে করিম (সা.) বলেন, "মজুর-শ্রমিক ও ভৃত্যদের যথারীতি থাকা ও পোশাক দিতে হবে।" তিনি বলেন, যারা তোমাদের কাজ করছে তারা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। (বুখারি)। তাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক প্রভু ভৃত্যের নয় বরং তোমরা ভাই ভাই।

❖ নবী করিম (সা.) একবার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের আপনজন ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে যেমন ব্যবহার করে থাকো তাদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করবে।" আর মানুষ হিসেবে তারা তোমাদের চেয়ে কোনক্রমে কম নয়। তোমরা কি দেখ না আমি যায়েদকে আজাদ করে আমার ফুফাতো বোনের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছি এবং বিলালকে মুয়াজ্জিন মনোনীত করেছি। কেননা সে আমাদের ভাই। তোমরা আরও দেখ যে, আনাস আমার কাছে থাকে। আমি তাকে নিকৃষ্ট মনে করি না। সে কোন কাজ না করলে আমি তাকে বলি না যে কেন তুমি তা করোনি? আর যদি সে হঠাৎ কোন ক্ষতি করে বসে তবুও তার প্রতি আমি রাগ করি না। (বুখারি)

❖ রাসুলে করিম (সা.) বলেছেন, তোমরা ভৃত্য যদি তোমার অন্ন প্রস্তুত করে এবং তা নিয়ে তোমার নিকট আসে; যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ এবং ধোঁয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে। তখন তাকে তোমার সাথে বসিয়ে খাওয়াবে। খানা যদি শুষ্ক রান্না হইয়া থাকে, তবে তা থেকে তার হাতে এক মুঠি বা দুই মুঠি অবশ্যই তুলে দিবে। (মুসলিম)

এই হাদিস হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিক শ্রমের সাহায্যে মালিকের কাঁচামাল বা মূলধন খাটাইয়া যা উৎপন্ন করে, তা থেকেতাকে নির্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়ার পরও আসল মুনাফা হইতে তাকে কিছু না কিছু অংশ দিতে হবে। হাদিসে উল্লিখিত ঘরের বাবুর্চি আর কারখানার শ্রমিকের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নাই। একজন বাবুর্চিকে খাদ্য রান্নার কাজে যেভাবে মনোযোগ দিতে হয়, দেহ ও চিন্তা শক্তিকে যেভাবে নির্দিষ্ট এক কাজের জন্য নিয়োজিত করতে হয়, কম-বেশি

প্রায় তদ্রুপই কারখানার একজন মজুরকেও খাটতে হয়। কাজেই এক হাদিস অনুসারে নির্বিশেষে সকল শ্রমিকই কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য হইতে অংশ পেতে পারে।যে মিলে কাপড় তৈরি হয়, প্রত্যেক শ্রমিককে তার পরিবারবর্গের জন্য বছরে এক বা একাধিক বার কাপড় দেওয়া যেতে পারে। এটি নির্দিষ্ট বেতনের মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, কোন মিলে শ্রমিক সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেথানকে থান কাপড় বুনে অথচ তার নিজের বা তার পরিবারের লোকদের পরিধানে হয়ত ছিন্নবস্ত্রটুকুও নেই। এই হাদিস অনুসারে ইসলামী সামাজে যে শ্রমনীতি কায়েম করা হবে তাতে এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবকাশ থাকতে পারবে না। খাদ্য প্রস্তুতকারী পাচকের অভুক্ত থাকা যে ইসলাম বরদাশত করতে পারে না, কারণ খাদ্য প্রস্তুত করবার ব্যাপারে মালিক শুধু দ্রব্যসামগ্রী দিয়াই রেহায় পেয়ে যায়, কিন্তু এটিপ্রস্তুত করতে গিয়ে আগুনের উত্তাপ ও ধোঁয়ার জ্বালা পাচককেই ভুগতে হয়। তা হলে যে কারখানায় মজুর শ্রমিকগণ প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে হাজার হাজার থান কাপড় বুনে, সে বা তার পরিবারবর্গ কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ থাকবে, আর ওদিকে কারখানা-মালিক তার কুকুরকে পর্যন্ত মখমলে মূল্যবান বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে রাখবে, এমন অবিচার ও অসাম্য ব্যবস্থা ইসলাম কিছুতে সমর্থন করতে পারে না। একথা প্রমাণ করতে খুব বেশি যুক্তির দরকার নেই।

ইসলামে মজুর-শ্রমিকদের এই সব অধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি হাদিস পাওয়া যায়, যেসবের উপর ভিত্তি করে আধুনিক সমস্যা ও প্রয়োজন অনুপাতে এই সম্পর্কীয় একটি পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত বিধান রচনা করা যেতে পারে।আমাদের বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, বর্তমান সময় মজুর-শ্রমিকদের এই আকাশ ছোঁয়া জটিল সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সমাধান করতে পারে একমাত্র ইসলাম। ইসলামই মালিক-মজুরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও শ্রেণি সংগ্রাম অতি সহজেই বন্ধ করতে পারে এবং তিক্ততার পরিবর্তে মধুর সহযোগিতা ও সহানুভূতিমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি করতে পারে।

অতএব অনতিবিলম্বে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা এবং ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মালিক ও মজুরের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা একান্তই কর্তব্য। আর সেই জন্য সরকার ও কারখানা মালিকগণের তথা সমগ্র দেশবাসীরই প্রাণপণ চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

আমরা জানি "ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম।" ব্যক্তিগঠন নীতিমালা, পারিবারিক নীতিমালা,সমাজ ব্যবস্থার নীতিমালা,রাষ্ট্রনীতি,আন্তর্জাতিক নীতি, ব্যবসায়িক নীতি, শ্রমিক কল্যাণ নীতিমালাসহ দুনিয়ায় এমন কোন দিক নেই যে বিষয়ে ইসলামের সর্বাধুনিক নীতিমালা বর্ণিত হয়নি,আমরা এও জানি কেবলমাত্র ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলেই শ্রমিক সমস্যাসহ উদ্ভূত সকল সমস্যা সমাধানের দ্বার উন্মোচিত হবে। এ জন্য বিশ্বের প্রায় সকল দেশে (আন্তর্জাতিক ভাবে) স্বীকৃত শ্রমিক সংঘ তথা "ট্রেড ইউনিয়নকে" ইসলামী করণরূপে শক্তিশালী প্ল্যাটফরম হিসেবে গড়তে হবে, আপামর শ্রমিকদের আস্থার প্রতীকে পরিণত করতে হবে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শ্রমিক সেবামূলক কাজ বাড়াতে হবে:

১. শ্রমিকদেরকে আইনি সহায়তা দান।
২. চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকরিতে পুর্নবহালের চেষ্টা।
৩. বেকার শ্রমিকদের চাকরির ব্যবস্থা করা।
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার শ্রমিকদের চাকুরির জন্য সক্ষম করে তোলা।
৫. অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যাপারে সহযোগিতা
৬. শ্রমিকদের সন্তানদের লেখা-পড়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করা।
৭. শ্রমিকদেরকে বিনামূল্যে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা।
৮. শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের বিনামূল্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা।
৯. শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা।
১০. অসহায় শ্রমিকদের দাফন-কাফনে সহযোগিতা করা।
১১. বন্যা কবলিত এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা।
১২. দুই ঈদে শ্রমিকদের মধ্যে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা।

এই কাজগুলো ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক হলে সেবার পরিধি নিসঃন্দেহে বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিক তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে তার কার্যাবলিকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. কল্যাণ মূলক কার্যাবলি: শিক্ষা, বিনোদন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, আর্থিক তহবিল।

খ. সংগ্রাম মূলক কার্যাবলি: দর কষাকষি, উপযুক্ত মজুরি আদায়, নির্যাতন বন্ধ, চাকরির নিরাপত্তা, কাজের সময়সীমা, আন্দোলন ইত্যাদি।

গ. রাজনৈতিক কার্যাবলি: আইন প্রণয়ন, দল গঠন, সংসদে প্রতিনিধিত্ব।

ঘ. আপসমূলক কার্যাবলি: দাবির সুন্দর সমাধান।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিকপন্থায় পরিচালনা করা। তাছাড়া একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, ইসলামী শ্রম আইন প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে প্রকৃত অর্থে শ্রমিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।

ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামীকরণের পাশাপাশি আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। তা নিম্নেতুলে ধরা হলো–

১. ব্যাপক ভিত্তিক ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াতের সম্প্রসারণ।
২. আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক অঙ্গনে জনমত গঠন।
৩. দ্বীনি অনুভূতি জাগ্রত করা।
৪. ইসলামী আইনের সুফল সম্পর্কে অবহিত করা।
৫. কোরআন সুন্নাহ অনুশীলন করতে শ্রমিকদের উদ্ভুদ্ধ করন।
৬. মানবরচিত আইনের অসারতা তুলে ধরা।
৭. ইসলামীশ্রম বিপ্লবে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করা।
৮. ইসলামী শ্রমনীতি শিক্ষা দেওয়া।
৯. ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ডি-ফরম ব্যাপক ভিত্তিক পূরণ করে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা।
১০. শ্রমিক মালিকের সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। নিজেদের মডেল রূপে পেশ করা।
১১. সর্বমহলের শ্রমিকদের খোঁজ খবর রাখা ও উপহার প্রদান।
১২. ইসলামী অনুশীলন চর্চাসহ মডেল শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
১৩. চাকরিহারা অসহায় শ্রমিকদের কল্যাণে নিবেদিত হওয়া।

শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জীবন-বিধান ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকারের কথা বিধৃত হয়েছে বিশদভাবে। শ্রমিকদের প্রতি সুবিচারের

নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।ইসলাম শ্রমের প্রতি কিভাবে মানুষকে উৎসাহিত করেছে: মহান আল্লাহ বলছেন:

"অতঃপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ করুণাভাণ্ডার থেকে অন্বেষণ করো। আর আল্লাহকে প্রচুরভাবে স্মরণ করো, যাতে তোমাদের সফলতা প্রদান করা হয়।" (সুরা জুমুআহ: ১০)। এই আয়াত হতে বুঝা যায় যে, ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ নামাজ শেষ করেই কাজের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়েছে। আসুন আমরা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি,উন্মাদনায় পাগলপারা হয়ে কাজে অবতীর্ণ হই।

শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারা সৃষ্টি করতে ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। শ্রমিক দিবসের অনেক বছর পেরিয়ে গেলেও সারা পৃথিবীর শ্রমিকরা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের ন্যায্য অধিকার পায়নি। ইসলামী শ্রমনীতি চালু হলেই কেবল শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে। তাই শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারা সৃষ্টি করতে ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে একটি কল্যাণময় ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যেতে হবে। শ্রমিক অঙ্গনে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক, উৎপাদনশীলতা ও জাতীয় উন্নয়নে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকে অবদান রাখতে আরও নিষ্ঠাপরায়ণ ভূমিকা রাখতে হবে। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমাজবাদ ও পুঁজিবাদের ব্যর্থতায় মেহনতি শ্রমিক সমাজ ইসলামী শ্রমনীতির নতুন ধারায় ফিরে আসতে চায়। এ পথই ন্যায় ও সুবিচার পূর্ণ সমাজ ও আর্থ-সামাজিক উন্নত দিনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। ইসলামী পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা কায়েম হলেই কেবল ইসলামী শ্রমনীতিসহ সব দিক ও বিভাগ চালু হওয়া সম্ভব। তাই আমাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা জোরদার করার পাশাপাশি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেও একই সাথে এগিয়ে নিতে হবে।

শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদান করতে হবে। বন্ধ মিল কারখানা চালু করতে হবে। কল কারখানায় ঝুঁকিমুক্ত কর্ম পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি আহত ও নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে। শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে এবং আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করে সকল শ্রম পেশায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে। আমীন।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ সহ
উন্নতমানের ছাপার এক বিশ্বস্ত
প্রতিষ্ঠান

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- ক্যালেন্ডার
- ডায়েরী
- বার্ষিক প্রতিবেদন
- ম্যাগাজিন
- বই
- পোস্টার
- প্রসপেক্টাস
- প্রকাশনার যাবতীয় কাজ

ফালাহ-ই-আম ট্রাস্ট পরিচালিত
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ০২২২২২২৮৪৩২, ০২২২২২২৯৪৩৪
E-mail : alfalahprinting.press@gmail.com

বাংলা নববর্ষ : সংস্কৃতির শিকড়ে অপশক্তির থাবা

আশীষ মাহমুদ

১

মানব সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ দিন-রাতের গণনা শুরু করে। এই গণনা হতো সূর্যের উদয় ও অস্তের ভিত্তিতে। অপর দিকে মাস গণনা করা হতো চাঁদের ওপর ভিত্তি করে। চাঁদের ছোট-বড়ো হওয়াকে কেন্দ্র করে মাস হিসাব করা হতো। ১২ চন্দ্র মাসকে এক বছর ধরা হতো। পৃথিবীর কোনো স্থানে চন্দ্রের ভিত্তিতে আবার কোথাও সূর্যের ভিত্তিতে মাস গণনার প্রচলন শুরু হয়। যেখানে যেভাবেই গণনা করা হোক না; প্রতিটি গণনাতে বছরের শুরু ও শেষ আছে। পুরাতন বছরকে বিদায় ও নতুন বছরের সূচনাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর দেশে দেশে নানা উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবকে সাধারণত নববর্ষ উদযাপন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণত প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে নববর্ষ উদযাপিত হয়ে থাকে।

ষোল শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করতো। কিন্তু হিজরি পঞ্জিকার অনুসারে এদেশে ফসল ফলনের হিসাব মিলতো না; এতে বিপত্তি দেখা দেয়। এই বিপত্তি এড়ানোর জন্য সম্রাট আকবর তার দরবারের সভাসদ (নবরত্নের বাইরের) আমির ফতেউল্লাহ শিরাজী-এর পরামর্শক্রমে বাংলা সন চালু করেন। যেহেতু এই সন ফসল ফলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তাই প্রথম দিকে এর নাম ছিল,'ফসলি সন'। পরবর্তীতে এই সনের ব্যাপক চর্চার কারণে এটি 'বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ' নাম ধারণ করে।

সম্রাট আকবরের সময় বাংলা সনের চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত কৃষকরা তাদের উৎপন্ন পণ্যের খাজনা জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূস্বামীদের পরিশোধ করতো এবং পরের দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ ভূস্বামীরা কৃষকদের মিষ্টিমুখ করাতো। এই সময় সম্রাট আকবর ইরানের নববর্ষ অনুষ্ঠান 'নওরোজ' এর আদলে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের সূচনা করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য পেয়ে

> ষোল শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করতো। কিন্তু হিজরি পঞ্জিকার অনুসারে এদেশে ফসল ফলনের হিসাব মিলতো না; এতে বিপত্তি দেখা দেয়। এই বিপত্তি এড়ানোর জন্য সম্রাট আকবর তার দরবারের সভাসদ (নবরত্নের বাইরের) আমির ফতেউল্লাহ শিরাজী-এর পরামর্শক্রমে বাংলা সন চালু করেন। যেহেতু এই সন ফসল ফলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তাই প্রথম দিকে এর নাম ছিল,'ফসলি সন'। পরবর্তীতে এই সনের ব্যাপক চর্চার কারণে এটি 'বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ' নাম ধারণ করে।

পহেলা বৈশাখ বেশ জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হতো। ইরানের নববর্ষ অনুষ্ঠান 'নওরোজ' এর অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল 'মিনা বাজার'। মিনা বাজারের আদলে সম্রাট আকবর 'বৈশাখী মেলা' আয়োজনের নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ। তাই কৃষকের ফসল বোনা কিংবা ফসল ঘরে তোলার সাথে আর্থসামাজিকতার একটি বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। কৃষক যখন মাঠে ফসল বপন করে, তখন সে শুধু বীজ বপন করে না। কাঁদা মাটিতে তাঁর নানা স্বপ্নও বপন করে। সে স্বপ্ন দেখে মৌসুম শেষে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে জীবনের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনের। তাই প্রতি বছর ফসল বিক্রি করে কৃষকরা সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন নিয়ে একটু আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে।

এই সময় বাংলা নববর্ষ সারাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়। সব বয়সী মানুষের প্রাণে প্রাণে আনন্দ-উল্লাস বয়ে যায়। বাংলা নববর্ষের প্রধান অনুসঙ্গ বৈশাখী মেলা। গ্রামের হাট-বাজারে কিংবা বড়ো কোন মাঠে বসে বৈশাখী মেলা। মেলায় কৃষিজ পণ্য, কুটির শিল্প হতে শুরু করে মৃৎ, হস্ত শিল্প, কৃষকের প্রয়োজনীয় লাঙ্গল-জোয়াল, মই ও গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় নানা ধরনের আসবাবপত্র, শিশুদের খেলনা ক্রয়-বিক্রয়ের ধুম পড়ে যায়। এসব মেলায় গ্রামীণ মানুষের তৈরি বাঁশের বেতের বিভিন্ন তৈজষপত্র, নারকেল মুড়কিসহ বিভিন্ন পণ্যের প্রদর্শনী হয়। মেলাকে কেন্দ্র করে নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা, কুস্তির আসর বসে। এখনো কিছু কিছু মেলায় ষাড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, বলী খেলার আয়োজন করা হয়। মেলা থেকে মেয়েদের জন্য হাতের চুড়ি, কানের দুল, গলার হাড় কিনে নেন বাবারা। বাড়ির সকলের জন্য নানা মুখরোচক খাবার তথা জিলাপি, রসগোল্লা, বুড়িন্দা, কিনে নিয়ে যান তারা।

মুঘল আমলের খাজনা আদায়ের পদ্ধতি পরবর্তীতে ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে 'হালখাতা' নামে একাকার হয়েছে। যেহেতু কৃষকদের ফসল বিক্রির পূর্বে হাতে নগদ অর্থ থাকে না; তাই তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন হতে শুরু করে নানাবিধ প্রয়োজন মিটাতে দোকানে বাকির খাতা খুলতে হয়। দোকানীর এই পাওনা তারা পরিশোধ করে ফসল বিক্রির মাধ্যমে। দোকানীরা এই সময় 'শুভ হালখাতা' নামক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গ্রাহককে বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করে থাকে। এই রীতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

বাংলা নববর্ষ–এইভাবে আমাদের দেশে পালিত হয়ে আসছে। এবং এটিই আমাদের সংস্কৃতি।

২

সংস্কৃতি কী? এই প্রশ্নের উত্তরে সমাজবিজ্ঞানী কার্লাইল বলেন, 'মানবিক সত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য সাধনার নামই সংস্কৃতি'। সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন ই বি টাইলর। তার মতে সংস্কৃতি হলো, সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত আচার-আচরণ, দক্ষতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, রীতি-নীতি, প্রথা, পদ্ধতি ও আইন কানুন ইত্যাদির জটিল রূপের নাম সংস্কৃতি। এক কথায় সংস্কৃতি হচ্ছে A way of life.

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি এই দেশের ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত সংস্কৃতি। তবে কথা থাকে যে, একই ভূখণ্ডে বসবাস করলেও স্ব স্ব ধর্মীয় দিক থেকে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। যেহেতু ধর্ম বিশ্বাস মানুষের জীবনের প্রধান অনুসঙ্গ তাই স্ব স্ব ধর্মের আলোকে সংস্কৃতি অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়।

বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতির জাতীয় উৎসব। এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বীয় ধর্মের আলোকে এই উৎসব পালন করবে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে একশ্রেণির অপশক্তি সর্বজনীন উৎসবের নামে, বাংলা নববর্ষের উৎসবকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে।

দেশের নব্বইভাগ জনগোষ্ঠী মুসলমান তথা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এই ধর্ম বিশ্বাসের নিজস্ব শক্তিশালী সংস্কৃতি রয়েছে। এই সংস্কৃতি হলো 'ইসলামী সংস্কৃতি'। কাজেই এ জাতির জাতীয় উৎসবে ইসলামী সংস্কৃতির বিশ্বাস ও আচারের প্রতিফলন ঘটার কথা। কিন্তু তথাকথিত সমাজের বুদ্ধিজীবীরা সুকৌশলে ইসলামী সংস্কৃতিকে পাশ কাটিয়ে বাংলা নববর্ষকে পৌত্তলিক ও পৌরাণিক ধর্ম বিশ্বাস মতে পালন করতে চায়। তারা হাজার বছরের সংস্কৃতির কথা বলে এই কাজ করে যাচ্ছে। এটি স্পষ্টত মিথ্যাচার। কেননা বাংলা সন চালু হয়েছে, এক হাজার বছর হয়নি। অপর দিকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের প্রথা চালু হয় ১৯৬৭ সালে এবং শোভাযাত্রাচালু হয় ১৯৮৯ সালে।

এই সকল বুদ্ধিজীবীদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে, এই দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা। বিশেষত যখন দেশের শতকরা নব্বইভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী, তাদের বিভ্রান্ত ও ধর্মের পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য তারা তাদের সকল শক্তি নিয়োগ করেছে। তারা চায় এই দেশের মানুষ মূর্তিপূজারী হোক। এক আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে লক্ষ-কোটি ভগবানের দাসত্ব করুক। (নাউজুবিল্লাহ)। এর মাধ্যমে তারা মূলত জাতির প্রাণশক্তি তথা সংস্কৃতির বিনাশ ঘটাতে চায়।

৩

এই অপশক্তি আমাদের সংস্কৃতির শিকড়ে বিষাক্ত থাবা বসিয়েছে। তাদের নানা ধরনের কৌশল ও রাষ্ট্র ক্ষমতাশীন বিভিন্ন সরকারের প্রত্যক্ষ মদদ এবং পার্শ্ববর্তী দেশের পরিকল্পনায় তারা বিবিধ সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। যার যাত্রা শুরু হয় দেশভাগের আগেই। দেশ ভাগের পর ১৯৬১ সালে তারা ছায়ানট প্রতিষ্ঠা করে। যার মাধ্যমে শুরু হয় মুসলিম সংস্কৃতি উৎপাটন কার্যক্রম। ছায়ানটের আদলে অসংখ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন উৎসব পালনের নামে বিধর্মী সংস্কৃতি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। যার বড়ো উদাহরণ বাংলা নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ পালনের নামে তারা হিন্দু সংস্কৃতির অনুকরণে বরণ ডালা সাজিয়ে পৌরাণিকতা ও পৌত্তলিকতাকে আমাদের সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনে অনুপ্রবেশ করাচ্ছে। ছায়ানটের উদ্যোগে রাজধানীর রমনা পার্কে অশ্বত্থবৃক্ষের বেদীমূলে মাঙ্গলিক গান গাওয়ার যে সংস্কৃতি চালু করেছে, এটি ইসলাম সমর্থন করে না। অন্যদিকে এসব স্থানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হচ্ছে। যা স্পষ্টত হারাম। ছায়ানট

তার দলবল নিয়ে পহেলা বৈশাখে অশ্বত্থবৃক্ষের বেদীমূলে 'সূর্যদেবতার' উদয়ের অপেক্ষায় থাকে। সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হলে ছায়ানটের শিল্পীরা তার কাছে নিখিল ও অখিলের কল্যাণ কামনায় গান গেয়ে ওঠে। এসব গান অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন এবং তার ধর্ম বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের বাইরে নজরুল ইসলামের দুই একটি গান তারা পরিবেশন করে, সে গানগুলো আবার শ্যামা সঙ্গীত। এমনকি অন্য কবিদের যেসব গান গাওয়া হয়, তারও উপজীব্য হিন্দু পুরাণ। কোন মুসলমান সূর্যকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না এবং তার কাছে কল্যাণ কামনা করতে পারে না। ছায়ানট এই সত্যটুকু জানার পরও মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার জন্য এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অন্যদিকে রমনা পার্কের বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে চারুকলা ইনস্টিটিউট মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে। প্রথমত চারুকলায় যেসব বিষয় পড়ানো ও শিখানো হয়, তা ইসলাম সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত মঙ্গল শোভাযাত্রা নামে তারা যে ভণ্ডামি করে; এটিও আবহমান বাংলার সংস্কৃতি সমর্থন করে না। ১৯৮৫ সালের পূর্বে কোন বাংলা নববর্ষ এভাবে উদযাপিত হয়নি।মঙ্গল শোভাযাত্রা ছায়ানটের আদলে প্রতিষ্ঠিত চারুপীঠ নামের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ১৯৮৫ সালে যশোরে প্রচলন করে। তারই অনুকরণে ১৯৮৯ সালে চারুশিল্পী সংসদ ঢাকায় নববর্ষের দিন মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে।

মঙ্গল শোভাযাত্রার নামে এদেশের সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছেদ, দাঁড়ি-টুপি-পাঞ্জাবীকে টার্গেট করে মূর্তি তৈরি করা হয়। মঙ্গল কামনা করার জন্য হিন্দুদের মনসাপট, লক্ষীর সরা, বেদ এ বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন তথা পশুপাখির ডামি, পুরাণের নানা অসুর, রাক্ষস, ভূত-প্রেত, প্যাঁচা মুখোশ তৈরি করা হয়। নতুন বছরে সুফলা কামনা করে দেবী লক্ষীর সরা তৈরি করা হয়। পড়ালেখার উন্নতির জন্য বিদ্যা দেবী সরস্বতীর বাহন হংস ও বীণা তৈরি করা হয়। অমঙ্গল থেকে দূরে থাকতে অমঙ্গলের দেবী মনসার পট তৈরি করে শোভাযাত্রায় রাখা হয়। এসব কার্যক্রমে অংশ নিয়ে নিজেদের অজান্তে মুসলমান তরুণ-তরুণীরা শিরকে জড়িয়ে পড়ছে। ছায়ানটের এমন কার্যক্রম দেখে পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার পত্রিকার মনে হয়েছে, 'অষ্টমীর এক ডালা'। অর্থাৎ দুর্গা পূজায় অষ্টম তিথিতে দেবী দুর্গা বরণে সজ্জিত অষ্টমীর ডালা।

নব্বই শতাংশ মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বছরের পর বছর তারা এসব কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

৪

বাংলা নববর্ষের উপাচার হিসেবে হিন্দুদের সংস্কৃতি মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন নববর্ষের দিন মুসলমান তরুণীদের হিন্দু তরুণীদের মত পোশাক পরিধান করা। সিঁথিতে সিঁদুর পরা। হাতে শাখা পরা। তরুণরা শঙ্খ বাজায়। ধুতি পরা। তরুণ-তরুণীরা অবাধে হোলি (হিন্দুদের পূজা) খেলে। একে অপরের শরীরে রং লাগিয়ে দেয়। যা সমাজে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা সৃষ্টি করছে। শরীরের বিভিন্নস্থানে এমনকি স্পর্শকাতর স্থানে তিলক, স্বস্তিকা, টীকা, উল্কি আঁকে। প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থীরা শুরু করলেও এটি এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ শরীরে উল্কি আঁকা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাজধানীর রমনা পার্ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তরুণ-তরুণীরা একে অপরের শরীর ছুঁয়ে উল্কি আঁকে। এটি অপসংস্কৃতি ও বেহায়াপনার চূড়ান্ত পর্যায়।

আল্লাহ তায়ালার দেওয়ার বিধি-বিধান পাশ কাটিয়ে নিজেদের মত করে জীবনযাপন করতে গেলে সমাজে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। আল্লাহ নারীর নিরাপত্তার জন্য পর্দার বিধান দিয়েছেন। তথাকথিত নারীবাদীরা চায়, নারী-পুরুষ ঘরে বাইরে সমানভাবে মেলামেশা করবে। নারী ও পুরুষের পর্দা বলতে কিছু থাকবে না। তাদের এই অব্যাহত চাওয়ার প্রেক্ষিতে জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে অসংখ্য নারী তার সম্ভ্রম হারিয়ে ফেলছে। প্রতি বছর নববর্ষের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশে পাশের এলাকায় অসংখ্য নারী ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে। এই দিন তথাকথিত প্রেম ভালোবাসার নামে নারী তার পুরুষ বন্ধুর সাথে ঘুরতে গিয়ে তার ইজ্জত হারিয়ে ফেলছে। কিছুদিন পরপর পত্রিকার পাতায় সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, বিয়ের দাবিতে অমুকের বাড়িতে তমুকের অনশন।

৫

ইসলাম স্থানীয় সংস্কৃতির বিরোধীতা করে না। কিন্তু তাই বলে সংস্কৃতির নামে অন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ, আচার-আচরণ যখন মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন এটি ইসলাম সমর্থন করে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে নববর্ষ পালিত হবে তাদের ধর্ম বিশ্বাস মতে। এতে মুসলমানদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটবে এটাই জাতির প্রত্যাশা।

নববর্ষ পালন হারাম না হালাল; এটি নির্ধারিত হবে নববর্ষ কীভাবে পালিত হবে তার উপর ভিত্তি করে। যে সব কাজ বছরের অন্যদিন হারাম, সেই কাজ নববর্ষের দিন হালাল হতে পারে না।

বাংলা নববর্ষ যেমন আমরা ইউরোপ-আমেরিকা কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশের মত উদযাপন করতে পারি না। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের পার্শ্ববর্তী কোন দেশের ধর্মীয় বিশ্বাস-মূল্যবোধের ন্যায় পালন করতে পারি না। আমাদের নববর্ষ আমাদের মত করে পালন করতে হবে। যেখানে আমার ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রাধান্য পাবে। একই সাথে এই উদযাপন হবে শালীনতা বজায় রেখে। সমাজে কারো ক্ষতি করে কিংবা এমনভাবে পালন করা যাবে না পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়।

বাংলাদেশ অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আমাদেরকে এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে। আমরা যেন কোন ভাবেই কোন একটি দেশের অঙ্গরাজ্যে স্বেচ্ছায় পরিণত না হই এটি সর্বদা মাথায় রাখতে হবে।আমার সংস্কৃতি, আমার মাটি, আমি রক্ষা করবো–এই দীপ্ত শপথে আমাদের নববর্ষ পালিত হোক, এটি আজকের প্রত্যাশা।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

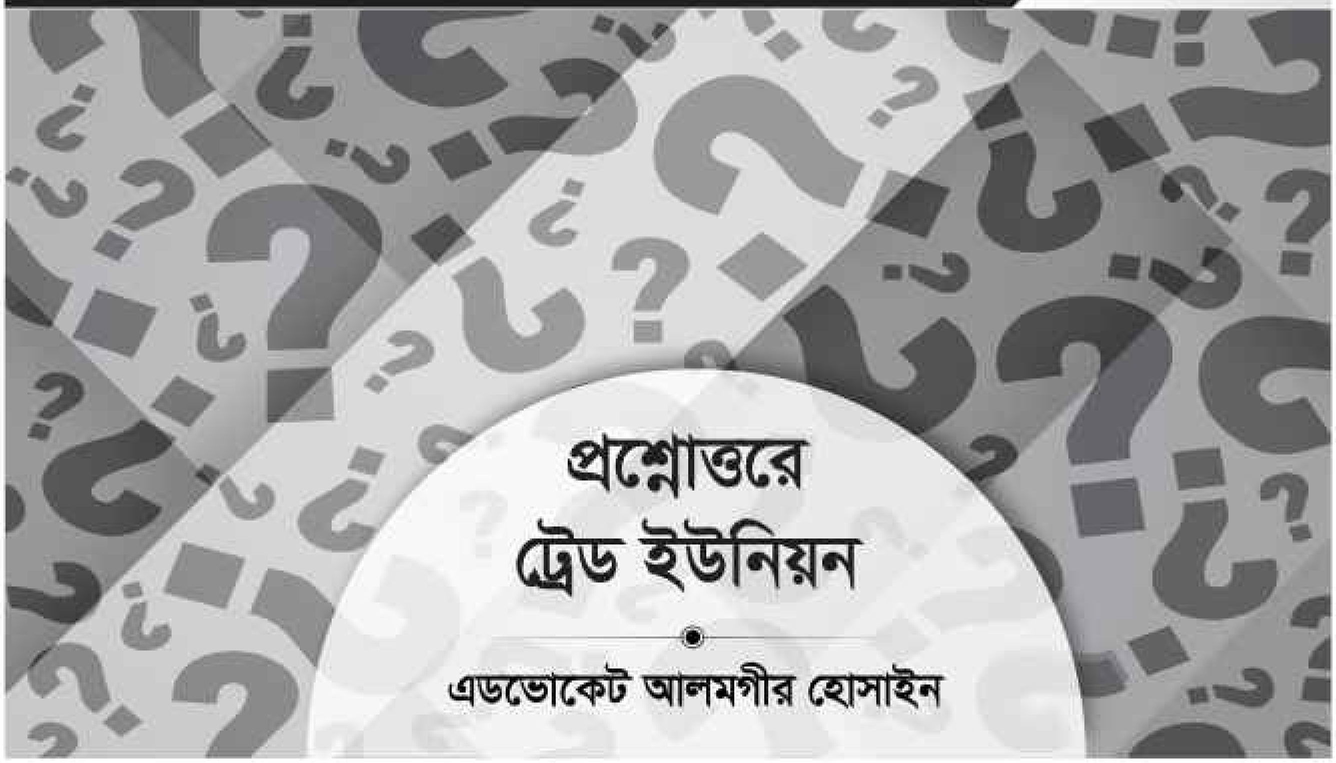

প্রশ্নোত্তরে ট্রেড ইউনিয়ন

এডভোকেট আলমগীর হোসাইন

১. প্রশ্ন: এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন কী?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৯৬ (ক) ধারায় এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে যে, শ্রমিক কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন প্রক্রিয়া চলাকালে অথবা রেজিস্ট্রেশন দরখাস্ত অনিষ্পন্ন থাকাকালে অথবা রেজিস্ট্রেশনের পর মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির শর্তাবলী লঙ্ঘন এবং কর্মস্থলে প্রতিশোধমূলক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করলে তা উক্ত মালিকের পক্ষে এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন হবে।

২. প্রশ্ন: সিবিএ কী? কীভাবে সিবিএ গঠিত হয়?

উত্তর: শ্রম আইনের ২০২ ধারায় সিবিএ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সিবিএ এর পূর্ণরূপ হলো (Collective bargaining agent) যার বাংলা অর্থ 'যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি।'

কীভাবে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে; তা বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২০২ ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত ধারার ২ উপধারা মতে, যেখানে একটি প্রতিষ্ঠানে একটি মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য তা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হবে।

২০২ ধারার ২ উপধারা অনুযায়ী যেখানে কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকে সেক্ষেত্রে কোন ট্রেড ইউনিয়ন অথবা মালিক যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য দরখাস্ত করলে অনুরূপ দরখাস্ত দাখিলের একশত বিশ দিনের মধ্যে শ্রম পরিচালক গোপন ভোটের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কোন ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হবে তা নির্ধারণের ব্যবস্থা করবেন।

৩.প্রশ্ন: অংশগ্রহণ কমিটি বলতে কী বুঝায়? কীভাবে অংশগ্রহণ কমিটি গঠিত হয়?

উত্তর: বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২০৫ ধারায় ওয়ার্কস কাউন্সিল বা পার্টিসিপেশন কমিটির গঠন ও তার কার্যাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। শ্রম পরিচালক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিত আদেশ বলে যে প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ অথবা ততোধিক শ্রমিক নিয়োজিত আছে অথবা পূর্ববর্তী এক বছরের যে কোন সময় নিয়োজিত ছিল, সেখানে নির্ধারিত নিয়মে নিয়োগকারী এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে এমনভাবে ওয়ার্কস কাউন্সিল বা পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করবেন যেন শ্রমিকদের প্রতিনিধির সংখ্যা মালিকদের প্রতিনিধির সংখ্যার চেয়ে কম না হয়। ২৪ ধারার ২ উপধারায় বর্ণিত আছে যে, যে প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন আছে সেখানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি ওয়ার্কস কাউন্সিল কমিটিকে প্রতিনিধি মনোনয়ন করবে। কিন্তু, যেখানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নেই সেখানে নির্ধারিত নিয়মে ওয়ার্কস কাউন্সিল কমিটিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধি বাছাই হবে ঐ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সেই শ্রমিকদের মধ্য থেকে যাদের জন্য তা গঠিত হবে।

৪. প্রশ্ন: কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন চলাকালে মালিকপক্ষ কোন শ্রমিকনেতাকে বদলি করতে পারে কি?

উত্তর: বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৮৭ ধারার বিধান অনুযায়ী কোন ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও কতিপয় কর্মকর্তাকে বদলি করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে ১৮৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষকে তার সম্মতি ছাড়া এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করা যাবে না।

৫. প্রশ্ন: ষড়যন্ত্র ও আইনের সীমিত প্রয়োগ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৯৭ ধারায় ষড়যন্ত্র আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ত্বরান্বিত করার স্বার্থে কোন কাজ করলে সে জন্যে মামলায় অভিযুক্ত হবার দায় থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের রেহাই দিয়েছে। এই ধারায় বর্ণিত আছে যে, ধারা ১৭৯ এ উল্লেখিত কোন রেজিস্টার্ড ইউনিয়নের যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট রয়েছে তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সদস্যদের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তির ক্ষেত্রে, ঐ ট্রেড ইউনিয়নের কোন অফিসার বা সদস্য অথবা রেজিস্ট্রার কর্তৃক নির্ধারিত কোন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি দণ্ডবিধি আইনের ১২০-খ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক দণ্ডনীয় হবেন না, যদি না ঐ চুক্তি কোন অপরাধ সংঘটন করার অথবা এ আইন ব্যতীত অন্যান্য প্রকারে লঙ্ঘন করার চুক্তি হয়। এই ধারার শর্ত সাপেক্ষে রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ও কর্মকর্তাকে দণ্ডবিধির ১২০-খ ধারায় দণ্ড হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

৬. প্রশ্ন: রিটার্ন বা বিবরণী কী? কীভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হয়?

উত্তর: শ্রম আইনের ২০১ ধারায় রিটার্ন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১. কোন ইংরেজি পঞ্জিকা বছর শেষ হওয়ার পর পরবর্তী বছরের ৩০শে এপ্রিল এর মধ্যে উক্ত বছর সংক্রান্ত কোন ট্রেড ইউনিয়নের আয় ও ব্যয়ের এবং সম্পদ ও দায়ের হিসাব সম্বলিত একটি সাধারণ বিবরণী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও নিরীক্ষণ করে শ্রম পরিচালকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

২. উক্তরূপ সাধারণ বিবরণী যে বছরের জন্য প্রেরণ করা হবে সে বছরের ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সকল পরিবর্তন প্রদর্শন করে একটি বিবরণ এবং সর্বশেষ সংশোধনী সম্বলিত গঠনতন্ত্রের একটি কপি উক্ত সাধারণ বিবরণীর সঙ্গে শ্রম পরিচালকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৩. যদি কোন রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে উক্তরূপ সাধারণ বিবরণী প্রেরণে ব্যর্থ হয়, তা হলে শ্রম পরিচালক একটি নোটিশ দ্বারা এই সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের অবহিত করবেন এবং উক্তরূপ নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি ট্রেড ইউনিয়নটি সাধারণ বিবরণী প্রেরণ করিতে পুনরায় ব্যর্থ হয় তা হলে তার রেজিস্ট্রি বাতিলযোগ্য হবে।

৪. যদি কোন ট্রেড ইউনিয়ন কোন ফেডারেশনের সদস্য হয়, তাহলে উক্ত সাধারণ বিবরণীতে উক্ত ফেডারেশনটি নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৭. প্রশ্ন: চেক অফ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: শ্রম আইনের ২০৪ ধারায় চেক অফ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি অনুরোধ করিলে যে কোন মালিক তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকগণের, যারা ঐ সিবিএ ইউনিয়নের সদস্য, মজুরি হইতে সিবিএ ইউনিয়নের তহবিলে দেয় তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা, ঐ সিবিএ ইউনিয়ন কর্তৃক পেশকৃত ডিমান্ড স্টেটমেন্ট এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শ্রমিকের অনুমোদন সাপেক্ষে, কেটে আলাদা করে রাখবেন।

৮. প্রশ্ন: কোন ট্রেড ইউনিয়ন দেশের বাহির হতে চাঁদা সংগ্রহ করতে পারবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৭৯ ধারার ১ (ঘ) উপধারায় ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলের উৎস এবং উক্ত তহবিল কীভাবে ব্যবহার করতে হবে: সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের চাঁদা ব্যতিরেকে দেশী বা বিদেশী অন্য কোন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সরকারকে অবহিত করতে হবে।

৯. প্রশ্ন: চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম সরকার কোন আইনের মাধ্যমে বন্ধ ঘোষণা করেছে?

উত্তর: ২০০৯ সালে শ্রম আইনের সংশোধন করে চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দরে একটি করে ইউনিয়ন রেখে বাকি সব ইউনিয়ন বাতিল করে দেওয়া হয়। শ্রম আইনের উপধারা ৫ এর বিধান সাপেক্ষে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারকারী, বার্থ অপারেটর, শিল্প হ্যান্ডলিং অপারেটর ও বন্দর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ সমষ্টিগতভাবে স্ব-স্ব বন্দরে একটি করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারবেন।

১০. প্রশ্ন: প্রতিষ্ঠান পুঞ্জ কী? প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে কীভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা যায়?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৮৩ ধারার ২ উপধারায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ বলতে কোন নির্ধারিত এলাকায় একই প্রকারের কোন নির্ধারিত শিল্পে নিয়োজিত এবং অনধিক ২০ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। উক্ত ধারার উপধারা (২) 'এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নির্ধারিত এলাকায় নিম্নবর্ণিত যে কোন শিল্প পরিচালনারত সকল প্রতিষ্ঠান, উহাদের প্রত্যেকটিতে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা যাহাই থাকুক না কেন, উক্ত এলাকার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ বলিয়া গণ্য হবে।'

কোন প্রতিষ্ঠান-পুঞ্জে গঠিত কোন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি করা যাবে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান-পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের মোট সংখ্যার অন্তত ত্রিশ শতাংশ তার সদস্য হয়।

এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে গঠিত কোন ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে এরূপ বিধান থাকে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান-পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি উহার কর্মকর্তা নির্বাচিত হইতে বা থাকতে পারবেন। তাহা হইলে উক্তরূপ কোন ব্যক্তি উহার কোন কর্মকর্তা নির্বাচিত হতে বা থাকতে পারবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অবস্থাতেই উক্তরূপ ব্যক্তির সংখ্যা উহার মোট কর্মকর্তার সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের অধিক হইতে পারিবে না।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তা।

রমজানের মাসয়ালা

মাওলানা মোঃ শরিফুল ইসলাম

প্রশ্ন: রোজা রাখার বিধান কী?

উত্তর: রোজা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ খুটি। প্রতিটি বালেগ, সুস্থ বিবেকবান মুসলিম নারী পুরুষের জন্য রোজা রাখা ফরজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে।' (সুরা বাকারা: ১৮৩)

প্রশ্ন: যে ইঞ্জেকশন বা স্যালাইন খাবারের চাহিদা পূরণ করে তা ব্যবহারের দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে?

উত্তর: রোজা থাকা অবস্থায় খাবারের চাহিদা মেটায় এমন ইঞ্জেকশন বা গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহারের দ্বারা রোজা নষ্ট হবে না। তবে প্রয়োজন ব্যতীত হলে মাকরুহ হবে। (বাদায়েউস সানায়ে: ২য় খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতার: ২য় খণ্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: রমজানে রোজা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর: রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভেঙে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করে তাহলে তার রোজা গুলো কাজা করতে হবে। এটি ওয়াজিব। শ্বাসকষ্টের রোগী শেফা পাওয়া থেকে নিরাশ হলে, প্রত্যেক রোজার জন্য ফিদিয়া আদায় করা জরুরি।

প্রশ্ন: শরীর থেকে রক্ত বের করলে বা হলে রোজা ভঙ্গ হবে?

উত্তর: রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের করলে রোজা ভঙ্গ হয় না। তবে রক্ত বের করার দ্বারা দুর্বল হয়ে রোজা রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা হলে, রক্ত বের করা মাকরুহ বলে বিবেচিত হবে। (আল বিনায়া দারুল ফিকর: ২/৬৪২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: কাদের উপর রোজা রাখা ফরজ?

উত্তর: যাদের মাঝে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পাওয়া যাবে, তাদের জন্য রোজা রাখা ফরজ। যেমন–

১. সাবালক হওয়া। ২. মুসলিম হওয়া। ৩. সুস্থ হওয়া। ৩. মুসলিম দেশে অবস্থান করা বা অমুসলিম দেশে অবস্থান করলে রোজা ফরজ মাসআলা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

প্রশ্ন: কী কী কারণে রোজা নষ্ট হয় না?

উত্তর: নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কারণে রোজা নষ্ট হয় না–

১. ভুলে আহার করলে ২. ভুলে পান করলে ৩. ভুলে স্ত্রী সহবাস করলে ৪. তেল মালিশ করলে। ৫. চোখে সুরমা ব্যবহার করলে। ৬. শিঙ্গা লাগালে ৭. গীবত করলে ৮. রোজা ভাঙার নিয়ত করে না ভাঙলে ৯. রোজাদারের ক্রিয়া ছাড়া ১০. অনিচ্ছাকৃতভাবে গলায় ধোঁয়া প্রবেশ করলে ১১. গলায় মাছি ঢুকলে ১২. গোসল ফরজ অবস্থায় সকাল করলে ১৩. পানিতে ডুব দেওয়ার পর কানে পানি প্রবেশ করলে ১৪. নাকের শ্লেষা গিলে ফেললে ১৫. যদি বমির প্রচণ্ড বেগ হয় এবং রোজাদারের কর্ম ছাড়াই তা ভিতরে চলে যায় ১৭. ছোলা বা বুটের চেয়ে কম খাবার দাতের ফাঁক থেকে পেটের ভিতর চলে যায় ১৮. তিলের সমপরিমাণ খাবার মুখে নিয়ে চিবায় এবং তা বিলীন হয়ে যায় ১৯. ইঞ্জেকশন নেওয়ার কারণে ২০. কোন কাঠি দিয়ে কান খোঁচালে

প্রশ্ন: কখন রোজার কাজা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়?

উত্তর: নিম্নের কারণে রোজা নষ্ট হবে এবং কাজা ও কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।

১. যদি এমন খাদ্য আহার করে যার দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং তা পেটের চাহিদা পূরণ করে ২. যদি শরীয়ত সম্মত ওজর ছাড়া ঔষধ সেবন করে ৩. যদি পানি কিংবা অন্য পানীয় পান করে ৪. যদি স্ত্রী

সহবাস করে ৫. মুখে প্রবেশকারী বৃষ্টির ফোঁটা গিলে ফেললে ৬. যদি দাঁতে ভেঙে গম খেয়ে ফেলে ৭. যদি দাঁতে ভাঙা ছাড়া গমের বিচি গিলে ফেলে ৮. মুখের বাহির থেকে তিলের সমপরিমাণ বিচি গিলে ফেলে ৯. সামান্য পরিমাণ লবণ আহার করলে ১০. যদি ধূমপান করে কিংবা হুক্কা খায় ১১. যদি মাটি খায় বা মাটি খেতে অভ্যস্ত হয় কিন্তু যদি মাটি খাওয়া তার অভ্যাস না হয় তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

প্রশ্ন: রোজার কাফফারা কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর: রোজার কাফফারা আদায় করার পদ্ধতি হল ৩টি–

১. একজন মুসলিম কিংবা অমুসলিম গোলাম আজাদ করা।

২. বিরতিহীনভাবে দুমাস রোজা রাখা।

৩. রোজাদার সাধারণত যে মানের খাবার খায় তার মধ্যম ধরনের খাবার ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো।

প্রশ্ন: কোন কোন অবস্থায় কেবল কাজা ওয়াজিব কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না?

উত্তর: নিম্নলিখিত কারণে রোজা কাজা ওয়াজিব, কাফফারা ওয়াজিব হবে না–

১. শরীয়ত সম্মত কোন অসুবিধার কারণে রোজা ভাঙা হলে। ২. এমন খাবার গ্রহণ করা হলে যা সাধারণত খাওয়া হয় না এবং তার দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হয় না ৩. রোজাদার যদি এই বস্তুগুলো গিলে ফেললে–লোহা, পাথর, সোনা, চাবি ও তামা ৪. যদি পানাহার করতে বাধ্য করার পর পানাহার করে ৫. যদি অনন্যোপায় হয়ে পানাহার করে ৬. রাত্র বাকি থাকার কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়ার ভুল ধারণাবশত পানাহার করার পর যদি প্রকাশ পায় যে তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল কিংবা তখনো সূর্য অস্ত যায়নি ৭. কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার সময় পেটে পানি চলে যায় ৯. গলার ভিতর বৃষ্টির ফোঁটা কিংবা বরফ প্রবেশ করলে বা গিলে ফেললে ১০. স্বেচ্ছায় গলার ভিতর ধোঁয়া প্রবেশ করালে ১১. দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা ছোলা বা বুটের সমপরিমাণ খাবার গিলে ফেললে ১২. যদি কানের ভিতর তেল কিংবা পানির ফোঁটা দেয় ১৩. যদি নাকের ভিতর ঔষধ প্রবেশ করায় ১৪. যদি পেটের কিংবা মস্তিষ্কের কোন ক্ষতে ঔষধ ব্যবহার করে আর তা উদর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

প্রশ্ন: কোন কোন কারণে রোজা ভাঙা বৈধ?

উত্তর: ইসলাম স্বভাব ধর্ম। ইসলাম মানুষকে সাধ্যাতীত কোন কাজের আদেশ দেয় না। আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি অনেক দয়ালু। বিভিন্ন শরীয়ত সম্মত কারণে রোজা ভাঙা ও কাজা করার বিধান আল্লাহ দিয়েছেন। নিম্নলিখিত কারণে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ হবে–

১. অসুস্থ ব্যক্তির জন্য। যদি রোজার কারণে রোগ বৃদ্ধি পায় বা দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. যে মুসাফিরের নামাজ কসর করার বিধান রয়েছে।

৩. যে ব্যক্তির জন্য ভীষণ ক্ষুধা কিংবা প্রচণ্ড পিপাসা লেগেছে এবং রোজা না ভাঙলে প্রাণহানির প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

৪. গর্ভবতী মহিলার জন্য। যদি রোজা তার কিংবা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি করে।

৫. হায়েজ ও নেফাসগ্রস্থ মহিলার জন্য। তাদের জন্য রোজা ভাঙা ওয়াজিব।

৬. রোজা রাখতে অক্ষম এমন অতিশয় বৃদ্ধের জন্য।

৭. যে ব্যক্তি নফল রোজা রেখেছে তার জন্য বিনা ওজরে রোজা ভাঙা জায়েজ আছে। তবে অন্যদিন রোজা কাজা করা ওয়াজিব।

৮. যে ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধরত তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ।

প্রশ্ন: কোন শ্রমিক অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে রোজা ভাঙতে পারবে কী?

উত্তর: রোজা একটি ফরজ বিধান। আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা রমজান মাসে উপস্থিত থাকে সে যেন রোজা রাখে। অতএব অতিরিক্ত পরিশ্রমের অজুহাতে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। বরং প্রয়োজনে পরিশ্রম কমিয়ে দিবে। রমজান মাসে শ্রমিকের কাজের বোঝা কমিয়ে দেয়। সুতরাং শ্রমিকদের কে রোজা পালন করতে হবে, ভাঙার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন: কি কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়?

উত্তর: নিম্নের কাজগুলোর কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে:

১. বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বের হলে।

২. হায়েজ/নিফাস দেখা দিলে

৩. সহবাস কিংবা সহবাসে উদ্বুদ্ধকারী বিষয়গুলো যথা কামভাবের সাথে চুমু কিংবা স্পর্শ করলে।

প্রশ্ন: রমজান মাসে দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে রোজা ভঙ্গ হবে?

উত্তর: দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে রোজার কোন ক্ষতি হবে না কিংবা রোজা ভাঙবেও না।

প্রশ্ন: সেহরি খাওয়া কী? কেউ যদি সেহরি না খেতে পারে তাহলে সে রোজা রাখতে পারবে কী?

উত্তর: সেহরি খাওয়া মোস্তাহাব। কেউ যদি সেহরি খেতে না পারে তাহলে তার জন্যও রোজা রাখতে হবে। রোজা ভঙ্গের কোন সুযোগ নেই। তবে যদি অসুস্থতা বাড়ার সম্ভাবনা বা প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে তাহলে রোজা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে।

প্রশ্ন: কাদের উপর সাদকাতুল ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব?

উত্তর: ৩টি শর্তে সাদকাতুল ফিতরা ওয়াজিব

১. মুসলমান হওয়া

২. স্বাধীন হওয়া

৩. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। তবে সাদকাতুল ফিতরের জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়।

প্রশ্ন: সাদকাতুল ফিতরা কখন ওয়াজিব হয়?

উত্তর: ঈদের দিন সুবহে সাদিকের সময় ফিতরা ওয়াজিব হয়। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত সময়ের পূর্বে মারা গেছে কিংবা দরিদ্র হয়ে গেছে তার উপর ফিতর ওয়াজিব হবে না। তদ্রুপ যে শিশু সুবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করেছে কিংবা যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা ধনী হয়েছে তার উপর ফিতর ওয়াজিব হবে না।

প্রশ্ন: ফিতরা পাওয়ার যোগ্য কারা?

উত্তর: কোরআনে কারিমের মধ্যে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র হিসেবে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, হুবহু তারাই হলো ফিতরা প্রদানের ক্ষেত্র।

লেখক: ফকিহ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা

সুস্থ থাকার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি: রোজা

অধ্যাপক ডা: মো: তৌহিদ হোসাইন

রোজা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। এটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। এটি যেমন মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত, তেমনি তাদের স্বাস্থ্যের জন্যও খুব বেশি উপকারী।

বলা যায়, রোজা রাখার দ্বারা ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং বাই প্রডাক্ট হিসেবে অটোফেজির মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অর্জন হয়। দীর্ঘ দেড় হাজার বছর পর ড. ইয়োশিনরি ওশোমি তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন মাত্র।

বর্তমান জগতে সুস্থ থাকার জন্য যত ধরনের ফাস্টিং পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে; তার মধ্যে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। রমজানে রোজার ফাস্টিং এবং সারা বছর ভেঙে ভেঙে সপ্তাহে দুই দিন ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টার ফাস্টিং, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ের জ্বলন্ত উদাহরণ। আমরা রাসুল (সা.)-এর শাবান মাসের বেশির ভাগ দিনে রোজা রাখাকে রমজানে প্রবেশ করার আগেই ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন, রমজানের রোজাকে অটোফেজির পূর্ণতা, এরপর রমজান-পরবর্তী শাওয়ালের রোজা এবং সারা বছরে সপ্তাহে দুদিন রোজার বিধানকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার মেইন্টেন্যান্স টিপস বলতে পারি। এ জন্যই ইসলামে রমজানের পূর্বের শাবান মাসে অন্য মাসের চেয়ে বেশি রোজা রাখা, রমজানের ৩০ দিন বাধ্যতামূলক রোজা রাখা, শাওয়ালের ছয় রোজা এবং সারা বছর ধরে সপ্তাহে দুই দিন রোজা রাখা, চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ আইয়ামে বিজের রোজা এবং অল্পাহারের বিধান ডায়াবেটিস, হার্ট ডিজিজ, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, উচ্চ রক্তচাপ এবং ক্যান্সারের মতো লাইফস্টাইল ডিজিজ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর বলে আধুনিক বিজ্ঞানেই প্রমাণিত। অথচ তাবৎ বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এসব রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণে গলদঘর্ম হচ্ছে। এসব লাইফস্টাইল ডিজিজ থেকে বাঁচার চেষ্টা বিশ্বব্যাপী কম করা হচ্ছে না; কিন্তু ঘুরে-ফিরে ইসলাম নির্ধারিত পন্থায় মানুষের ফিরে আসার ইঙ্গিত স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

বিজ্ঞানী লেভেলে অটোফেজি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয় ১৯৬০-এর দশক থেকে। কিন্তু যে জিনের সাহায্য যেভাবে যেথায় এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় তার বিস্তারিত মাত্র কিছুদিন আগে ১৯৮৩ সালে ড. ইয়োশিনরি ওশোমি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, অটোফেজি প্রক্রিয়ায় সেলের অপ্রয়োজনীয় অংশ খেয়ে ফেলার পর নতুন করে সেল উজ্জীবিত হয় এবং শক্তি উৎপাদিত হয়। তিনিই প্রথম বলেছেন, অটোফেজির মেকানিজমের জন্য দায়ী অন্তত ১৫টি জিন। বিস্তারিত তথ্য আবিষ্কারের জন্য জাপানি এই বিজ্ঞানী ও সেল বায়োলজিস্ট ড. ইয়োশিনরি ওশোমি ২০১৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি বলেন, অটোফেজির জন্য যে জিন দায়ী তাতে মিউটেশন হলে নানা ধরনের অসুখ হয়। তিনি ক্ষুধার সময় কোষ কিভাবে সাড়া দেয় তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার আমাদের কোষগুলোর পুষ্টিহীনতা, ইনফেকশন, নির্দিষ্ট কিছু বংশগত রোগ, নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ এবং ক্যান্সারে কিভাবে কাজ করে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর এই আবিষ্কারকে 'নিজের কোষ নিজেই খাবার'-এর গবেষণা আবিষ্কার বলে।

অটো মানে 'নিজে' ফেজি মানে 'খেয়ে ফেলা'। তার মানে নিজের কোষকে নিজেই খেয়ে ফেলা।

ঘরে যেমন ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন থাকে, কম্পিউটারে যেমন রিসাইকেল বিন থাকে, তেমনি আমাদের প্রত্যেকটি কোষে ডাস্টবিনসদৃশ মেমব্রেন বাউন্ড একটি গোলাকার ঝুড়ি বা অঙ্গাণু থাকে, যাকে বলা হয় লাইসোজোম। ঘরের ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ডাস্টবিন ভরে গেলে আমরা বাইরে ফেলে দিই; না ফেলে দিলে ঘরে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তেমনি শরীরের কোষের ভেতর নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় যা কিছু আবর্জনা জমা হয়, তা এই লাইসোজোম থেকে নির্গত হাইড্রোলাইটিক এনজাইম কাজে লাগিয়ে খেয়ে ফেলে, যেন জমা আবর্জনা কোষের ভেতরকার ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে না পারে। মানুষ যত বেশি

জাপানী সেল বায়োলজিস্ট নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ড. ওশোমি ঠিক এ কথাটাই সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দিনের পুরো অংশ নয়, বরং একটা অংশ (১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা) না খেয়ে থাকলে তা শরীরের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনে। তিনি আরও বলেছেন, মুসলমানদের ৩০ দিন একনাগাড়ে দিনের একটা অংশে রোজা রেখে অন্য একটা অংশে ভেঙে ফেলা খুবই বৈজ্ঞানিক ও কার্যকর। সব মিলিয়ে বলা যায় আমাদের প্রিয় রাসুল (সা.) ছিলেন অটোফেজি প্রক্রিয়ায় কোষ পরিষ্কার ধারণার পথ প্রদর্শক আর বিজ্ঞানী ওশমী তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন মাত্র।

খাবে তত আবর্জনা তৈরি হবে। সারা বছর মানুষের এই কোষগুলো আবর্জনা পরিষ্কার করতেই থাকে। কিন্তু খাবারের কারণে বেশি আবর্জনা জমা হয়ে গেলে তা পরিষ্কার করার মতো ক্ষমতা লাইসোজোমের থাকে না। শরীর কোষের এই অঙ্গাণু অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত বর্জ্য জমা হওয়ার কারণে ক্যান্সার বা ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। লাইসোজম আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে মনে করা হত এটি শুধু কোষের বর্জ্য পরিষ্কার করে। কিন্তু ইদানিং বিজ্ঞানী ওশমীর বদৌলতে মানুষ জানতে পারল যে লাইসোজমের কাজ শুধু কোষ পরিষ্কার করা নয়, এর পাশাপাশি কোষের ভিতরকার বর্জ্য পদার্থের প্রয়োজনীয় অংশ রেখে দিয়ে তা কোষের শক্তি হিসেব কাজে লাগানোও এই লাইসোজমের কাজ। রমজানে নিয়মিত একটি দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার কারণে শরীরের কোষগুলো বিশ্রাম পায় এবং এসব আবর্জনা কম তৈরি হয়; বরং জমা আবর্জনা খেয়ে ফেলে শক্তি উৎপাদন করে। এই সময়ে শরীরের কোষগুলোর অন্যান্য ক্রিয়া-বিক্রিয়া কমে গেলেও কোষের আবর্জনা পরিষ্কারে লাইসোজোমেরও নিজের আবর্জনা নিজেই খেয়ে ফেলার শক্তি বেড়ে যায়।

রোজার ৩০ দিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোষের বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ চলে। প্রতিদিন একই সময়ে কোষগুলো অটোফেজির মাধ্যমে বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ করার কারণে অনেকটা ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকের মতো খুব সুচারুরূপে বর্জ্য পরিষ্কারের কাজটি করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। রেগুলার না হয়ে হঠাৎ যদি এই না খাওয়া হয়, তাহলে অটোফেজি প্রক্রিয়া শুরু হয় আরও পরে। রোজায় তো না খেয়ে থাকা হয় ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা। এ জন্য রোজা রাখার প্রথম দিকে অটোফেজি প্রক্রিয়া তেমন একটা হয় না। রেগুলার না খেয়ে থাকার কারণে আস্তে আস্তে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আগে ভাগেই অটোফেজি প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবার কেউ যদি মনে করে যে সে একটু বেশি না খেয়ে থেকে বেশি অটোফেজি সক্রিয় রাখবে, তাহলে হিতে বিপরীত হবে। কারণ দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে কোষ আবার বর্জ্যগুলো খাওয়ার পর না পেয়ে কোষের ভালো অংশও খেতে শুরু করে। অর্থাৎ অটোফেজি আর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সুতরাং মাত্রাতিরিক্ত বেশি না খেয়ে থাকলে অটোফেজি প্রক্রিয়ার যে সুফল পাওয়ার কথা, তা না পেয়ে বরং উল্টোটাই পাবে। এ জন্য প্রতিদিন ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা না খেয়ে ৩০ দিনের রোজা রাখার যে নিয়ম আল্লাহ বেঁধে দিয়েছেন তাই সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক উপায় কোষের ডাস্টবিন পরিষ্কার করা এবং পুনরায় কাজে লাগানোর।

আবার এই প্রক্রিয়ায় সারা বছর ধরে রোজা চালালে শরীরের ভীষণ ক্ষতি হবে এবং বাস্তবিক কারণেই তা সম্ভব নয়। এ জন্যই রাসুল (সা.) একনাগাড়ে সারা বছর রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু বছরের অন্য সময়ে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দুই-তিন দিন নফল রোজা রাখার যে পরামর্শ রাসুল (সা.) দিয়েছেন তাও অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত।

রাসুল (সা.)-এর দেখানো নিয়মেই বর্তমান দুনিয়ায় ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং আজ জনপ্রিয়।

জাপানী সেল বায়োলজিস্ট নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ড. ওশোমি ঠিক এ কথাটাই সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দিনের পুরো অংশ নয়, বরং একটা অংশ (১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা) না খেয়ে থাকলে তা শরীরের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনে। তিনি আরও বলেছেন, মুসলমানদের ৩০ দিন একনাগাড়ে দিনের একটা অংশে রোজা রেখে অন্য একটা অংশে ভেঙে ফেলা খুবই বৈজ্ঞানিক ও কার্যকর। সব মিলিয়ে বলা যায় আমাদের প্রিয় রাসুল (সা.) ছিলেন অটোফেজি প্রক্রিয়ায় কোষ পরিষ্কার ধারণার পথ প্রদর্শক আর বিজ্ঞানী ওশমী তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন মাত্র।

লেখক : প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, সিজেডএম কিডনি ডায়ালাইসিস এন্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার, শ্যামল বাংলা রিসোর্ট, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে সদস্য ও কর্মী ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির

বিশেষ চিঠি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অফুরন্ত মেহেরবাণীতে সুস্থ থেকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বর্ষপরিক্রমায় রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে পবিত্র মাহে রমজান আমাদের মাঝে সমাগত। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ মাসকে শাহারুন মোবারক তথা বরকতময় মাস বলে অভিহিত করেছেন। মাহে রমজানের রোজাকে ফরজ করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের মূলভিত্তি তাকওয়াপূর্ণ জীবন গঠনের অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন মাজিদের সুরা আল বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাস হলো মাহে রমজান। মানব সমাজের সর্বস্তরে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, জনকল্যাণমূলক ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। সাওম বা রোজা যেমন ক্ষুধায়-কাতর দুঃখী মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষা দেয় সততা, ধৈর্য, একনিষ্ঠতা, ত্যাগ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতি। আর প্রেরণা জোগায় শোষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্য মুক্ত একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়ার।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা

রমজান মাস মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত। আমরা জানি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি নফল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরজ আদায়ের সমান ফজিলত পাওয়া যায়। এ মাসে এমন একটি রাত (লাইলাতুল কদর) রয়েছে, যে রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের নিয়তে রমজানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে কদরের রাত্রি তালাশ করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

রমজান মাস এত বেশি মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এ মাসে নাজিল করা হয়েছে মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআন। পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন "রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে আল কুরআন যা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সংবলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।" প্রকৃতপক্ষে আল কুরআনই হলো মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পথ নির্দেশক। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কোন জাতিকে এ কুরআন দ্বারা সমুন্নত করেন আবার কোন জাতিকে অধঃপতিত করেন।" সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর দেওয়া কুরআন অনুযায়ী না চলে মানুষের মনগড়া বিধান দিয়ে চলার কারণে আজ মুসলমানদের এ অধঃপতিত অবস্থা। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে কুরআন অধ্যয়ন করা, বুঝা ও কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর কুরআনের বিধিবিধান জানা, বুঝা ও ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কাজকে এগিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময় এ রমজান মাস।

প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা

ফজিলতপূর্ণ ও মহিমান্বিত মাহে রমযানে জ্ঞানার্জন, আত্মশুদ্ধি, আত্মগঠন ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নে উল্লেখিত অধ্যয়ন ও অনুশীলনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানাচ্ছি

ক. অধ্যয়নমূলক:

১. আল কুরআন- তাফহীমুল কুরআন ১৮ ও ১৯ খণ্ড, সুরা আল বাকারা ১৮৩-১৮৫ নং আয়াত এবং সম্ভব হলে পুরো কুরআন অন্তত একবার অর্থসহ তেলাওয়াত করার চেষ্টা করা।

২. আল হাদিস- তাহারাত, সালাত, সিয়াম, জিহাদ, আখেরাত ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত অধ্যায়।

৩. সাহিত্য- ১. নামাজ-রোজার হাকীকত ২. যাকাতের হাকীকত ৩. হেদায়াত ৪. ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তাবলী ৫. ইনফাক ফি-সাবিলিল্লাহ ৬. ইসলামী শ্রমনীতি।

৪. তা'লিমুল কুরআন- সহীহ তিলাওয়াত শিক্ষার ব্যবস্থাকে পারিবারিকভাবে, মসজিদ ভিত্তিক, পাড়া ও মহল্লা কেন্দ্রিক ব্যাপক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা।

৫. মৌলিক বিষয়ে বাছাইকৃত আয়াত ও হাদিস মুখস্থ করা।

খ. অনুশীলনমূলক:

১. মাহে রমজানে পরিবার-পরিজন ও পাড়া প্রতিবেশীকে নিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথাযথ মর্যাদায় সিয়াম পালন করা।

২. জামায়াতের সাথে ফরজ সালাত ও তারাবীহ আদায় করা।

৩. কিয়ামুল লাইল বা সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে তিলাওয়াতে কুরআনের দুর্লভ সুযোগ কাজে লাগানো।

৪. আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা ও তাঁর সাহায্য লাভে কাতর কণ্ঠে দোয়া করা।

৫. ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম এবং সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ কারাবন্দী সকল মজলুম মানুষের মুক্তির জন্য বেশি বেশি আল্লাহর দরবারে ধরনা দেওয়া।

৬. পারিবারিকভাবে বা পারিবারিক ইউনিটের উদ্যোগে পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ইফতারের আয়োজন করা।

৭. সাংগঠনিকভাবে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা।

৮. বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করা। এ ক্ষেত্রে মজলুম ভাই-বোন, নিকট আত্মীয় এবং দুর্দশাগ্রস্থ শ্রমজীবী মানুষের প্রতি খেয়াল রাখা।

৯. হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, জিঘাংসা ও নৈরাজ্যের বিষ ছড়ানোর মোকাবিলায় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের জান্নাতি আবহ তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা।

১০. সুদ, ঘুষ, মাদক, জুয়াসহ যাবতীয় ধ্বংসাত্মক পাপাচার থেকে বাঁচার জন্য জনসচেতনতা তৈরি করা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

রমজান মাসে ছাহেবে নেছাব অর্থাৎ ধনী লোকেরা যাকাত আদায় করে থাকেন। সুরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত যাকাত প্রদানের ৮টি খাত হলো- ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস-মুক্তি, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, আল্লাহর পথে এবং মুসাফির। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সমাজকল্যাণমূলক খাতকে আরও গতিশীল করার জন্য যাকাত আদায়ের কাজকে মজবুত করতে হবে। তাই যাকাত প্রদান ও সংগ্রহের ব্যাপারে শাবান মাসে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে তালিকা তৈরি ও টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়ে রমজান মাসে যাকাত সংগ্রহ করতে হবে। যাকাত দাতা সদস্য ও কর্মী ভাই-বোনগণ যাকাতের ৫০% ফেডারেশনের কল্যাণ তহবিলে জমা দিবেন এবং যাকাত দাতা সুধী-শুভাকাঙ্খি ও ছাহেবে নেছাব থেকে যাকাত আদায়ের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবেন।

আসুন উপরিউক্ত অধ্যয়ন ও অনুশীলনমূলক কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি এবং রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজানকে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করি।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি

প্রকাশকাল: ২০২৩

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
www.sramikkalyan.org
বা.শ্রা.ফে-০৮

ফেডারেশন সংবাদ

জেলা-মহানগরী সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন ২০২৩

সম্মেলন ২০২৩
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

আল্লাহর বিধানের মধ্যে রয়েছে মানুষের মুক্তি: অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার গোলামির জন্য। তার আইন-কানুন মেনে চলার জন্য। আল্লাহর বিধানের মধ্যে মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের পথ নিহিত রয়েছে।

তিনি গত ২০শে ফেব্রুয়ারি (রবিবার) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে ভার্চুয়ালি আয়োজিত জেলা-মহানগরী সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এই সময় মূল মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লষ্কর মোঃ তসলিম, কবির আহমাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, মোঃ মহিব্বুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, প্রকাশনা সম্পাদক জামিল মাহমুদ প্রমুখ।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ এক সময় কৃষি সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। পাট ছিল সোনালী আঁশ। কিন্তু অসততা ও চুরির কারণে আজ পাট শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। আজকে বাংলাদেশ কৃষিতে উন্নতির পরিবর্তে যে দিন দিন ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এর প্রধান কারণ হলো রাষ্ট্র যন্ত্রে যারা আছে, তারা অসৎ ও চারিত্রিক দিকে দুশ্চরিত্রের অধিকারী। তাদের জন্য একটি জাতি ধ্বংসের দিকে উপনিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ আজ আমদানি নির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জাতিকে ধ্বংসের হাত রক্ষার জন্য সমাজ রাষ্ট্রের সর্বত্র পরিবর্তন আনতে হবে। অসৎ শাসন উৎখাত করে সমাজ রাষ্ট্রকে কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহর বিধান পূর্ণাঙ্গ ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। শ্রম অঙ্গনে শ্রমিক সমস্যা দূর করে তাদের জন্য ইনসাফ ভিত্তিক মজুরি কাঠামো গঠনের জন্য ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে ঐক্য গড়তে হবে। শ্রমিকরা মালিকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করবে। তারা যথা সময়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। চুক্তি অনুযায়ী তার কর্ম সম্পাদন করবে। মালিকরা শ্রমিকদের প্রতি জুলুম করবে না। বরং শ্রমিকদের প্রতি ইনসাফ ও এহসান করতে মালিকরা হবে অগ্রবর্তী। মালিকরা শ্রমিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মালিক যে খাবার খাবে, যে বস্ত্র পরিধান করবে; একই খাবার ও বস্ত্র শ্রমিকদের প্রদান করবে। শ্রমিকদের মালিকরা এমন ভারী কাজ দিবে না, যা তার শ্রমিকের পক্ষে অসাধ্য। যদি দিতেই হয় তাহলে মালিক-শ্রমিক মিলে সেই কাজ সম্পাদন করবে। মালিক কিংবা শ্রমিক শুধু এক পক্ষকে ভালো হলে হবে না। দুই পক্ষকে ভালো হতে হবে। মালিক-শ্রমিক উভয় নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করলে উৎপাদিত পণ্য মানসম্পন্ন হবে। পণ্যের মান ভালো হলে দেশের অগ্রগতি হবে। মালিক-শ্রমিক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে শ্রমজীবী মানুষদের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিকের শ্রমে রাষ্ট্রযন্ত্র সচল থাকে। তাই রাষ্ট্র ঠিক রাখার জন্য শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার, মজুরি ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকরা যেন সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঘরে ফিরে অভুক্ত না থাকে; এটি নিশ্চিত করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনে মালিকদের পাশাপাশি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা আছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ

দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে: এটিএম মা'ছুম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা এটিএম মা'ছুম বলেছেন, জনগণ আজ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার। দেশের মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ভিন দেশী সংস্কৃতি এদেশের আপামর জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার ও বিভিন্ন স্বার্থান্বেসী মহল। সামগ্রীকভাবে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

তিনি গত ৯ই ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, মাস্টার শফিকুল আলম, মুজিবুর রহমান ভূইয়া ও মনসুর আহমদ প্রমুখ।

এটিএম মা'ছুম বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সর্বপ্রথম এদেশের দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক মাঠ সরিয়ে দেওয়ার নীল নকশা বাস্তবায়ন শুরু করে। বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। দেশের ইসলামপন্থীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হয়েছে। সেদিন যারা এই অন্যায় দেখে চুপ ছিল, আজকে তারা সরকারে অন্যায় আচরণের শিকার হচ্ছে। আমাদের ওপর জুলুম-নির্যাতনে তারা চুপ থাকলেও আমরা তাদের ওপর চলা অন্যায় নির্যাতনের সরব প্রতিবাদ করেছি। আমরা মনে করি রাতের আঁধারে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া স্বৈরাশাসককে বিদায় করতে হলে দল-মত ভুলে গিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। অন্যথায় দেশের মানুষকে এই দুঃশাসন আরও দীর্ঘ দিন ভোগ করতে হবে।

তিনি বলেন, সরকার দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধর্মবিমুখ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন ধর্মের দিকে ধাবিত হতে না পারে সেজন্য পাঠ্যপুস্তকে ধর্ম বিদ্বেষী, নাস্তিক, মুরতাদদের লেখা দিয়ে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করেছে। বিশেষত গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইসলামী ভাবধারায় বিশ্বাসী লেখকদের লেখা বাদ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের নামে বির্তকিত মতবাদ দিয়ে কোমলমতি শিশুদের মনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, দেশ থেকে দুঃশাসন, নিপীড়ন, জুলুম নির্যাতনের অবসানের জন্য জনগণকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমজীবী। রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের জন্য বাতিল শক্তিরা তাদের ওপর ভর করে। শ্রমজীবী মানুষদের ভুল বুঝিয়ে তারা ক্ষমতার মসনদ দখল করে। এইবার আর সেই সুযোগ তাদের দেওয়া যাবে না। শ্রমিক কল্যাণের পতাকাতলে শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তাদের সাথে নিয়ে দেশে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, দেশে বিভিন্ন সরকার আসে আবার চলে যায়। কিন্তু মেহনতি শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। দেশে শ্রমিকবান্ধব সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। ইসলাম ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি অসম্ভব। সর্বপ্রথম শ্রমজীবী মানুষের কাছে এই সত্য তুলে ধরতে হবে। অতঃপর তাদের নিয়ে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ১ম সাধারণ অধিবেশন-২০২৩

কার্যকরী পরিষদের ১ম
সাধারণ অধিবেশন-২০২৩

শ্রমিক দরদি নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রমিক বান্ধব নেতৃত্বের বিকল্প নেই। শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্ট দেশের অধিকাংশ শ্রমিক নেতৃত্ব বুঝে না এবং বুঝতেও চায় না। তাদের শ্রমিকদের প্রতি কোন দরদ নেই। শ্রমিকদের পাশে থাকার জন্য সারাদেশে একদল শ্রমিক দরদি নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে।

তিনি গত ১২ই ফেব্রুয়ারি (রবিবার) রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত কার্যকরী পরিষদের ১ম সাধারণ অধিবেশন-২০২৩ এ সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে অধিবেশনের মূলমঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, প্রকাশনা ও পাঠাগার সম্পাদক জামিল মাহমুদ প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের শ্রমিকরা পদে পদে জুলুম-নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও ন্যায্য মজুরি থেকে তারা বঞ্চিত। মজুরি চাইতে গেলে মালিকের মুখ কালো হয়ে যায়। মালিকের মলিন মুখ দেখে অনেক সময় শ্রমিকরা পাওনা না নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। খালি হাতে বাড়ি ফিরে পরিবার-পরিজন নিয়ে অনাহারে রাত কাটায়। শ্রমিকদের এই দুঃখ-কষ্ট তথাকথিত শ্রমিক নেতারা দেখে না দেখার ভান করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্টকে পুঁজি করে মালিকের কাছ থেকে নিজের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের নারী শ্রমিকদের দুর্দশা আরও বেশি। কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন রকম হয়রানির শিকার হচ্ছে। নারীরা মান-সম্মানের ভয়ে তাদের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারে না। দেশে এখনো কাঙ্ক্ষিত নারী শ্রমিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। যারা আমাদের মা-বোনদের ওপর কোন ধরনের অন্যায় আসলে তার প্রতিবাদ করতে পারে। নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে চলা বৈষম্য দূর করতে একদল কার্যকর নারী শ্রমিক নেতৃত্ব তৈরি করা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, আজ সারাদেশের শ্রমজীবী মানুষ চরম কষ্টে দিনাতিপাত করছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। পবিত্র রমজানকে কেন্দ্রকে একদল অসাধু ব্যবসায়ী সকল পণ্যের দাম কয়েক দফা বাড়িয়ে দিয়েছে। চাল-ডাল-তেলসহ সকল পণ্য শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে গেছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সকল পণ্যের দাম শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সরকারের কাছে স্পষ্টভাষায় দাবি জানাচ্ছি। একই সাথে যে সকল শ্রমিকরা কর্মহীন অবস্থায় আছে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যতদিন না কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার সরকারকে গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। রানা প্লাজা, তাজরিন গার্মেন্টসসহ কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের পরিবার-পরিজন যারা এখনো ক্ষতিপূরণ পায়নি; তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে সরকারকে বিশেষ ভূমিকা রাখার দাবি জানাচ্ছি।

সীতাকুণ্ডের অক্সিজেন কারখানায় বিস্ফোরণের স্থান শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের পরিদর্শন

সীতাকুণ্ডে বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ভয়াবহ বিস্ফোরণের স্থান গত ৬ই মার্চ ২০২৩, সোমবার পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, বিস্ফোরণের স্থান পরিদর্শন শেষে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার খোঁজ নিতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে যান। এই সময় তিনি আহদের সমবেদনা জানান ও দ্রুত সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের চিকিৎসা বাবদ নগদ অর্থ তাদের হাতে তুলে দেন। একই সাথে দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে তাদের বাড়িতে যান। এই সময় তিনি নিহতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। তাদের আর্থিক সহায়তা করেন।

এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লষ্কর মোঃ তসলিম, বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইছহাক, চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান, কেন্দ্রীয় সাহায্য পুর্নবাসন সম্পাদক আবুল হাশেম, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি ইউছুফ বিন আবুবক্কর, সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন আজাদ প্রমুখ। উল্লেখ্য গত শনিবার (৪ঠা মার্চ) চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কদমরসুল এলাকায় সীমা অক্সিজেন লিমিটেড কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ৬জন নিহত ও ৩০জন গুরুতর আহত হোন।

শোকবাণী

তুরস্ক-সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে পাঁচ শতাধিক মানুষের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গভীর শোক প্রকাশ

সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে পাঁচ শতাধিক মানুষের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি (সোমবার) এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ আল্লাহ তায়ালার কাছে নিহত ব্যক্তিদের রুহের মাগফেরাত এবং আহতদের সুস্থতা কামনা করেন।

নেতৃবৃন্দ এই দুর্যোগকালীন মুহূর্তে ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের জন্য তুরস্ক-সিরিয়া সরকারের পাশাপাশি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই ভূমিকম্প শতাব্দীর অন্যতম বড়ো দুর্যোগ। যতদ্রুত সম্ভব দুর্যোগ কবলিত এলাকায় অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল পাঠাতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, উভয় দেশের সরকার ভূমিকম্পে নিহত ব্যক্তিদের পরিবার-পরিজনকে ও আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য গত ৬ই ফেব্রুয়ারি (সোমবার) স্থানীয় সময় ভোর ৪ টা ১৭ টা মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৮। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ভূমিকম্পে ১০ হাজার মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করছে। তখন বেশির ভাগ মানুষ ঘুমন্ত ছিল।

সেবামূলক কার্যক্রম

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

হাজারীবাগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের হাজারীবাগ থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। থানা সভাপতি মিজানুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, মহানগরী কার্যনির্বাহী সদস্য সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

যাত্রাবাড়ীতে সিএনজি চালক ও নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের যাত্রাবাড়ী অঞ্চলের উদ্যোগে সিএনজি অটোরিকশা চালক এবং নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

অঞ্চলের সভাপতি তানভীর হোসেন-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক তানভির হোসাইন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা হামিদ হোসাইন আজাদ, হাফিজুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগর

আন্দরকিল্লায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের কোতোয়ালী থানার আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণকরা হয়েছে।

ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বেলাল-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম সুমন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কোতোয়ালী থানার সাধারণ সম্পাদক শহিদুল হাসান, শ্রমিকনেতা আব্দুল মান্নান কুতুবী, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখ।

সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের সিএনজি অটোরিকশা শাখার উদ্যোগে অটোরিকশা শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শাখা সভাপতি বশির আহমেদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হারুন হাওলাদার-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেনফেডারেশনের মহানগরের উপদেষ্টা সাবেক কাউন্সিলর অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী। বিশেষ অতিথি ছিলেনমহানগর সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিএনজি শ্রমিক নেতা মোতালেব হোসেন, আমান উল্লাহ, সামসুদ্দিন প্রমুখ।

চান্দগাঁওতে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের চান্দগাঁও থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

থানা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন থানা সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইসহাক, শ্রমিক নেতা আক্তারুল ইসলাম প্রমুখ।

আলকরণ ওয়ার্ডে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের আলকরণ ওয়ার্ডের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আলকরণ ওয়ার্ড দক্ষিণের সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম রেজা-এর সভাপতিত্বে ও আলকরণ ওয়ার্ড উত্তর-এর সভাপতি আব্দুল হামিদের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ শাহজাহান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কোতোয়ালী থানা সভাপতি মুহাম্মদ হামিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ পাটোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শহিদুল হাসান, শ্রমিক নেতা আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বেলাল, মঈন উদ্দিন সোহেল, আব্দুল করিম প্রমুখ।

লালমনিরহাট জেলা

হাতিবান্ধায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অন্তর্ভুক্ত লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা থানার পারুলিয়া বাজার লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ২১২৮) -এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

ইউনিয়ন সভাপতি আবু সুফিয়ান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইসলাম রাজু। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি রেনায়েল আলম, থানার উপদেষ্টা হাসেন আলী, মাওলানা আব্দুল মান্নান, হাবিবুর রহমান ছাতা।

ফেনী জেলা

ফেনী শহরে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফেনী জেলার শহর শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শহর সভাপতি সালাউদ্দিন কিরণ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন রুবেল-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি ফারুক আহমেদ ভূঁইয়া। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি কেফায়েত উল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক মনির হোসেন, প্রকৌশলী এমরান পাটোয়ারীসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

লক্ষীপুর জেলা

লক্ষীপুর শহরে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার শহর শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শহর সভাপতি মঞ্জুরুল আলম মিরন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ হারুন দেওয়ান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি মমিন উল্যাহ পাটওয়ারী। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা ইব্রাহিম মহরম আলী, বাকুল চৌধুরী, পরিবহন শ্রমিক নেতা জসিম উদ্দিন প্রমুখ ।

নোয়াখালী জেলা

চৌমুহনীতে লোড-আনলোড শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী শহরের উদ্যোগে লোড-আনলোড শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

বেগমগঞ্জ উপজেলা লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি কামাল হোসেন-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চৌমুহনী শহর শাখার সভাপতি মু. অলি উল্যাহ ইয়াছিন, শ্রমিকনেতা ফয়েজ আহমদ, খুরশিদ আলম, ইসমাইল হোসেন প্রমুখ।

রামগঞ্জে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি ফয়েজ আহম্মদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি মমিন উল্যাহ পাটওয়ারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন রামগঞ্জ উপজেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা সাধারণ সম্পাদক শামীম পাঠান, ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুর রশিদ, উপদেষ্টা নুরে আলম জিকু প্রমুখ।

বান্দরবন জেলা

বান্দরবন জেলায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বান্দরবন পার্বত্য জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

জেলা সাধারণ সম্পাদক তৌফিক ওমর-এর সভাপতিত্বে ও জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য আল জাওয়াত-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেনবিশিষ্ট সমাজসেবক মোজাম্মেল হক লিটন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলার উপদেষ্টা মোহাম্মদ সোলাইমান, বান্দরবন জেলার কার্যনির্বাহী সদস্য জনাব মাসুদ করিম। আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুল আজিজ, আব্দুল করিম, আব্দুর রহমান, আলমগীর হোসাইন প্রমুখ।

সভা সমাবেশ

গাজীপুর মহানগরের শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরের উদ্যোগে শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও মহানগর সভাপতি সভাপতি মুহিউদ্দিন-এর সভাপত্বিতে ও মহানগর সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল হাসান-এর পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তাসলিম, মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা অ্যাধাপক জামাল উদ্দিন, উপদেষ্টা খায়রুল হাসান, গাজিপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা ড. জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মুহিবুল্লাহ, গাজিপুর মহানগরের সাবেক সভাপতি আজহারুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর সহ-সভাপতি মনসুর আহামেদ, অধ্যাপক ডাক্তার আজিজুর রহমান,

কোষাধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান ফকির, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক নূর আলম ভূঁইয়া, প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল মতিন, তালিমুল কোরআন সম্পাদক গোলাম মাওলা সেলিম, প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক নাঈম মোল্লা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিনারুল ইসলাম মাহদী।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের অঞ্চল দায়িত্বশীলদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে অঞ্চল দায়িত্বশীলদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান মাসুম, নজরুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু, মাহবুবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা উত্তর অঞ্চলের দায়িত্বশীলদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা উত্তর অঞ্চলের উদ্যোগে জেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা উত্তর অঞ্চলের পরিচালক মনসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও গাজীপুর জেলা সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা উত্তর অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ। এতে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগর সভাপতি মুহিউদ্দিন, ঢাকা জেলা উত্তর সভাপতি হারুন উর রশিদ, টাঙ্গাইল জেলা সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ জেলা সভাপতি আবু তাহের, গাজীপুর মহানগর সহ-সভাপতি মু. ফারদিন হাসান হাসিব। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর মহানগর সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল হাসান, ঢাকা জেলা উত্তরের সাধারণ সম্পাদক আল আমিন, টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কবীর উদ্দিন সরকার, মানিকগঞ্জ জেলা সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন, গাজীপুর জেলার সহ-সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরের শ্রমিক পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের উদ্যোগে শ্রমিক পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ এম আসাদ, মুহাম্মদ নুরুন্নবী, স ম শামীম, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

আলকরণ ওয়ার্ডের কর্মী সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের আলকরণ ওয়ার্ড উত্তর ও দক্ষিণের যৌথ উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলকরণ ওয়ার্ড দক্ষিণ এর সভাপতি সেলিম রেজা-এর সভাপতিত্বে ও আলকরণ ওয়ার্ড উত্তর সভাপতি আব্দুল হামিদ-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগরের উপদেষ্টা আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া, কক্সবাজার জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহসিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কোতোয়ালী থানা সভাপতি হামিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শহিদুল হাসান, ব্যবসায়ী নেতা মোঃ সেলিম, শ্রমিক নেতা রেজাউল করিম মুরাদ, মোঃ আব্দুল্লাহ বেলাল, মোঃ মোস্তাক প্রমুখ।

বায়েজিদ থানার কর্মী সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের বায়েজিদ থানার উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বায়েজিদ থানা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগরের উপদেষ্টা আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিএনজি শ্রমিক নেতা বশির আহমদ, দোকান কর্মচারী নেতা রেজাউল করিম মুরাদ, শ্রমিকনেতা কামাল উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

চান্দগাঁও থানার কর্মী সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের চান্দগাঁও থানার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চান্দগাঁও থানা সাভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেনমহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কক্সবাজার জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহসিন, রিকশা সেক্টরের সভাপতি মোঃ রুহুল আমিন। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা মহিউদ্দিন হিরু, মোঃ ইসহাক, তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

চট্টগ্রাম জেলা উত্তরের কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম জেলা উত্তরের কার্যকরী পরিষদের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবুবকর-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জসীম উদ্দীন আজাদ-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও অঞ্চল পরিচালক লস্কর মোঃ তসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও অঞ্চল সহকারী পরিচালক বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর, জেলা উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার বোরহান উদ্দীন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম, মুহাম্মদ তাহের, শ্রমিকনেতা সৈয়দ মুহাম্মদ রাশেদ।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরের ইউনিট দায়িত্বশীল সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরের উদ্যোগে ইউনিট দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ মহানগর সভাপতি হাফেজ আব্দুল মোমিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসাইন মুন্না-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল জব্বার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসাইন, মুন্সি মোঃ আব্দুল্লাহ ফাইসুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম শিকদার প্রমুখ।

রংপুর মহানগরের কার্যকরী পরিষদের সাধারণ অধিবেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরের উদ্যোগে কার্যকরী পরিষদের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও রংপুর মহানগর সভাপতি ফরহাদ হোসেন মন্ডল-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন রংপুর মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা উপাধ্যক্ষ এ টি এম আজম খান। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর সাবেক সভাপতি এডভোকেট কাওসার আলী, রংপুর জেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল গনি, মহানগর সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, আব্দুল বাতেন, আবু সায়েম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হক সেলিম, ইঞ্জিনিয়ার মামুন মিয়া, নজরুল ইসলাম, আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান রাশেদ প্রমুখ।

যশোর জেলা পশ্চিমের দায়িত্বশীল সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যশোর জেলা পশ্চিমের উদ্যোগে থানা ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সমাবেশ ও সামষ্টিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সভাপতি মাস্টার আইয়ুব হোসেন-এর সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক আদম আলী-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক আক্তারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অঞ্চল সহকারী পরিচালক অধ্যাপক মশিউর রহমান। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা কোষাধ্যক্ষ শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক কে এম রায়হানুল হক।

যশোর শহরের দায়িত্বশীল সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যশোর শহর শাখার উদ্যোগে থানা ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর সভাপতি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহিম-এর সঞ্চালনায় এতেপ্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক আক্তারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের শহর শাখার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক গোলাম রসুল, অঞ্চলের সহকারী পরিচালক অধ্যাপক মশিউর রহমান।

যশোর সদর উপজেলা পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়নের সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা

যশোর সদর উপজেলা পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৩২২)-এর শিক্ষা সফর পরবর্তি সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলা-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোঃ আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের যশোর শহর শাখার সভাপতি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহিম ।

বগুড়া শহরের সেক্টর দায়িত্বশীল সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে সেক্টর দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শহর সভাপতি আজগর আলী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শহর শাখার সহ-সভাপতি এরশাদুল বারী।

সমাবেশে বগুড়া শহর শাখার বিভিন্ন সেক্টরের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবহন সেক্টরে এজাজ আহম্মেদ আসলাম কে সভাপতি ও মমিনুল ইসলাম দিপু কে সাধারণ সম্পাদক, কৃষি ও মৎস্য সেক্টরে মোঃ শাহিনুর আলম কে সভাপতি ও শাফিউল ইসলাম শাকিল কে সাধারণ সম্পাদক, রিকশা সেক্টরে মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন কে সভাপতি ও জাহিদুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস সেক্টরে মোঃ রবিউল ইসলাম রাজ কে সভাপতি ও আব্দুল কুদ্দুস কে সাধারণ সম্পাদক, নৌপরিবহন ঘাট শ্রমিক ও লোড আনলোড শ্রমিক সেক্টরে মোহাম্মদ নুর আলম কে সভাপতি ও রাকিবুল হাসান কে সাধারণ সম্পাদক, চাতাল সেক্টরে মোঃ মোখলেসুর রহমান কে সভাপতি ও জাকির হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক, স্থলবন্দর সেক্টরে মোঃ হারুন অর রশিদ কে সভাপতি ও নূর মোহাম্মদ মানিক কে

সাধারণ সম্পাদক, দর্জি ও তাঁত সেক্টরে মোঃ শাহজাহান সাজু কে সভাপতি ও আনোয়ার হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক, নির্মাণ সেক্টরে মোঃ নুর আলম কে সভাপতি ও এনামুল হক কে সাধারণ সম্পাদক, দোকান কর্মচারী হকার্স সেক্টরে মোঃ লুৎফর রহমান কে সভাপতি ও শাহানেওয়াজ খালিদ কে সাধারণ সম্পাদক, ব্যাংক কর্মচারী সেক্টরে মোহাম্মদ আবু ওয়ারেস হারেস কে সভাপতি ও জামাল উদ্দিন কে সাধারণ সম্পাদক, বিআরইএল সেক্টরে মোঃ আমির হামজা কে সভাপতি ও আব্দুর রাজ্জাক কে সাধারণ সম্পাদক, পাট সেক্টরে মোঃ সবুজ শেখ কে সভাপতি ও শফিকুল ইসলাম শাফি কে সাধারণ সম্পাদক, স্টিল রি রোলিং সেক্টরে মোঃ আতিকুল ইসলাম কে সভাপতি ও মোঃ শাহাদাত হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক, বিটিসিএল সেক্টরে মোঃ শফিকুল ইসলাম কে সভাপতি ও মেহেদী হাসান কে সাধারণ সম্পাদক, ফার্নিচার সেক্টরে মোঃ মনোয়ার হোসেন ঈসা কে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ আল সানি কে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার উপজেলা দায়িত্বশীল সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ জেলার উদ্যোগে উপজেলা দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক মানিক-এর সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হোসেন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ময়মনসিংহ অঞ্চল পরিচালক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ত্রিশাল উপজেলা উপদেষ্টা আ ন ম আব্দুল্লাহিল বাকি, জেলার সাবেক সভাপতি এডভোকেট মাহবুব ফরাজী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলার সহ-সভাপতি জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর।

ভোলা জেলার ইউনিট সভাপতি সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ভোলা জেলার উদ্যোগে ইউনিট সভাপতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ ইসমাইল হোসেন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ বেলায়েত হোসেন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মোঃ মশিউর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ মেহেদী হাসান সুমন, ভোলা সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবি আব্দুল্লাহ।

কক্সবাজার জেলার সেক্টর দায়িত্বশীল সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার উদ্যোগে জেলা সেক্টর দায়িত্বশীল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মহসিন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেনফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তাসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ নুর আহমেদ আনোয়ারী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি সাইদুল আলম, আমিনুল ইসলাম হাসান, সহ-সাধারণ সম্পাদক সরওয়ার কামাল সিকদার, মুহাম্মদ শাহজাহান, মুহাম্মদ শাহজাহান (২) সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন, সরওয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

কক্সবাজার জেলার সেক্টর দায়িত্বশীল সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার উদ্যোগে জেলা সেক্টর দায়িত্বশীল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মহসিন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেনফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তাসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ নুর আহমেদ আনোয়ারী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি সাইদুল আলম, আমিনুল ইসলাম হাসান, সহ-সাধারণ সম্পাদক সরওয়ার কামাল সিকদার, মুহাম্মদ শাহজাহান, মুহাম্মদ শাহজাহান (২) সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন, সরওয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কর্মী সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও উপজেলা সাধারণ সম্পাদক নূরে রাব্বি নাঈম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বরিশাল অঞ্চলের পরিচালক কবির আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি এডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন, উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা সহিদুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা রিয়াজ উদ্দিন।

হাতিয়া উপজেলার শিক্ষা সফর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার উদ্যোগে শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি জহিরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান-এর পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা মাসটার বোরহানুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেনউপজেলা কোষাধ্যক্ষ কামাল মোল্লা, পৌরসভা সভাপতি আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

বগুড়া জেলা পুর্বের সদস্য সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া বগুড়া জেলা পুর্বের উদ্যোগে সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সভাপতি নুরুল হুদা-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বগুড়া অঞ্চল পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল মতিন, উপদেষ্টা সেলিম মুজাহিদ, অঞ্চল টিম সদস্য আব্দুল কালাম আজাদ, রংপুর মহানগরের সভাপতি ফরহাদ মন্ডল।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম

নারায়ণগঞ্জ মহানগর থানা দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরের উদ্যোগে থানা দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগর সভাপতি হাফেজ আব্দুল মোমিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসাইন মুন্না-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা মঈন উদ্দিন আহমাদ, ঢাকা অঞ্চল দক্ষিণের পরিচালক ও কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসাইন, মুন্সি মোঃ আব্দুল্লাহ ফাইসুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম শিকদার প্রমুখ।

অগ্রসর কর্মী শিক্ষা শিবির
ময়মনসিংহ মহানগর

ময়মনসিংহ মহানগরের কর্মী শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরের উদ্যোগে অগ্রসর কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহানগরী সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম সুজন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিউল্লাহ মুজাহিদ-এর সঞ্চালনায় শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগরের উপদেষ্টা কামরুল আহসান ইমরুল, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও অঞ্চল পরিচালক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা

রংপুর অঞ্চলের উপজেলা সভাপতি কর্মশালা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর অঞ্চলের উদ্যোগে বাছাইকৃত উপজেলা সভাপতিদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অঞ্চল পরিচালক এবং কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ গোলাম রব্বানী-এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য মোঃ মনিরুজ্জামান জুয়েল-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।
বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি এডভোকেট ইয়াসিন আলী।

ঢাকা জেলা দক্ষিণের উপজেলা দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে উপজেলা কার্যনির্বাহী সদস্যদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ হীরা-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের পরিচালক মোঃ নুরুল আমিন, ঢাকা জেলা দক্ষিণের উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল কাদির।

নারায়ণগঞ্জ জেলার ইউনিট দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ইউনিট দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জেলা সভাপতি আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ রিদওয়ানুল আযীম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূইয়াঁ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, সাবেক জেলা সভাপতি ড. আজগর আলী, জেলা সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদার।

ঠাকুরগাঁও জেলার কর্মী শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও জেলার উদ্যোগে অগ্রসর কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ বদরুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক জেলা সভাপতি মাওলানা মোঃ ফজলে রাব্বি মর্তুজাবী, জেলা সহ-সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম।

গাজীপুর মহানগরের থানা দায়িত্বশীল শিক্ষা শিবির

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরের উদ্যোগে থানা দায়িত্বশীলদের নিয়ে দিনব্যাপী শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গাজীপুর মহানগর সভাপতি মুহিউদ্দিন-এর-সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল হাসান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তাসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান, মহানগর উপদেষ্টা আফজাল হোসেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগর সহ-সভাপতি মু.ফারদিন হাসান হাসিব, অধ্যাপক ডাক্তার আজিজুর রহমান, সাবেক সহ-সভাপতি খান মোহাম্মদ ইয়াকুব, কোষাধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান ফকির, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক নুর আলম ভূঁইয়া, প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল মতিন, সমাজসেবা সম্পাদক রুহুল আমীন, প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক নাঈম মোল্লা প্রমুখ।

বরিশাল জেলার দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল জেলার উদ্যোগে দায়িত্বশীলদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বরিশাল অঞ্চল পরিচালক কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক নুরুল আমিন, মাওলানা আব্দুল খালেক, হাফেজ মাওলানা মোজাম্মেল হক। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক আতিকুর রহমান মশিউর, শ্রমিকনেতা খলিলুর রহমান, আব্দুর রব।

সিলেট জেলা দক্ষিণের সেক্টর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্মশালা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে সেক্টর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আতিকুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চলের পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলার উপদেষ্টা ও ফেডারেশনের সাবেক জেলা সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক জেলা সাধারণ সম্পাদক এবং ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল্লাহ আল হোসাইন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি রেহান উদ্দিন রায়হান, কামরুজ্জামান খান ফয়সল, আশিকুর রহমান হেলাল, সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহেদুর রহমান, আব্দুল হান্নান, আব্দুল মুমিন প্রমুখ।

নীলফামারী জেলার ইউনিয়ন সভাপতি শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী জেলার উদ্যোগে ইউনিয়ন সভাপতিদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জেলা সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান জুয়েল-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনজুরুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রংপুর অঞ্চলের পরিচালক গোলাম রব্বানী।

রাজবাড়ী জেলার দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজবাড়ী জেলার উদ্যোগে দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জেলা সভাপতি সোলাইমান মুন্সী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রনজু বিশ্বাস-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ও ফরিদপুর অঞ্চলের পরিচালক আজারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা মিঠু, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য কাজী আবুল বাসার।

মাদারীপুর জেলার থানা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে থানা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন-এর সভাপতিত্বে ও জেলা সাধার সম্পাদক এস এম জামান এর সঞ্চালনায় এতেপ্রধান অতিথিছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ও ফরিদপুর অঞ্চলের পরিচালক আজারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা মিঠু, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য কাজী আবুল বাসার, রাজৈর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আলী আহমাদ প্রমুখ ।

কুলাউড়া উপজেলার ইউনিট দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার উদ্যোগে ইউনিট দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপজেলা সভাপতি বেলাল আহমদ চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আলাউদ্দিন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন শাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল মুন্তাজিম, অধ্যাপক আব্দুল মুন্তাজিম, মাওলানা মোঃ সাইদুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহ-সভাপতি সুলতান আহমদ চৌধুরী।

চাঁদপুর শহর শাখার দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক ও নৌকা ভ্রমণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁদপুর জেলার শহর শাখার উদ্যোগে দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক ও নৌকা ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শহর সভাপতি শেখ বেলায়েত হোসেন-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমিন।

আলিকদম উপজেলার উদ্যোগে দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলিকদম উপজেলার উদ্যোগে দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপজেলা কোষাধ্যক্ষ সম্পাদক মুহাম্মদ বেলাল-এর সঞ্চালনায় এতেপ্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা এস এম আব্দুস সালাম আযাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা উপদেষ্টা এডভোকেট মুহাম্মদ আবুল কালাম, জেলা সভাপতি ফারুক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল ইসলাম।

নোয়াখালী জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের কর্মশালা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ রেজওয়ানুল হক-এর সভাপতিত্বে ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক শাহ মিজানুল হক মামুন-এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন ভূইয়া, এন ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইউসুফ আলি, নুরুল হুদা মিলন, মাওলানা নুরউল্যাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম আল ফয়সাল সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান রিয়াদ, প্রচার সম্পাদক অলিউল্লাহ ইয়াছিন।

আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস
২০২৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে
আলোচনা সভা
ও দোয়া অনু
ফেডারেশন

খুলনা মহানগরীর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা খলিলুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, মুহাইমিনুন ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ডেমরা অঞ্চলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ডেমরা অঞ্চলের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অঞ্চল সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ঈসমাইল হোসেন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগরী সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান।

নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে নগদ অর্থ ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল এবং শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে নগদ অর্থ ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদার-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ রিদওয়ানুল আজিম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, সাবেক জেলা সভাপতি ড.আজগর আলী।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লা-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আলোচনা পেশ করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি মোঃ মিজানুল হক, দক্ষিণখান পশ্চিম থানা সভাপতি শ্রমিক নেতা মোঃ আব্দুল হালিম, তুরাগ দক্ষিণ থানা সভাপতি শ্রমিক নেতা মোঃ মঞ্জুর আহমেদ, আবুল কালাম আজাদ।

সিলেট মহানগরের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেল-এর সঞ্চালনায় এতে মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আলোচনা পেশ করেন।এসময় আরও বক্তব্য মহানগর সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলান সাজ্জাদুর রহমান, অফিস ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ দিলশাদ মিয়া, শাহপরাণ পশ্চিম থানা সভাপতি মোঃ এবাদুর রহমান, দক্ষিণ সুরমা থানা সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান, ট্রেড ইউনিয়ন থানা-২ এর সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমদ, সিলেট জেলা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, শাহপরান পশ্চিম থানার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জিল্লুর হক তাপাদার, বিদ্যুৎ শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সালেহ আহমদ ও হাসপাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রাজন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম মহানগরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান।

কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে ভাষা শহিদ ও ভাষা সৈনিকদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহম্মদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। এসময় অন্যানাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মাইন উদ্দিন, মোঃ জিল্লুর রহমান, মোঃ এমদাদুল হক।

রংপুর মহানগরে নিরক্ষর শ্রমিকদের অক্ষরজ্ঞান প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নিরক্ষর শ্রমিকদের অক্ষরজ্ঞান প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহানগর সভাপতি ফরহাদ হোসেন মন্ডল-এর সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান রাশেদ-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা উপাধ্যক্ষ মাওলানা এ টি এম আজম খান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জামেদুল ইসলাম আব্দুল্লাহ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

কোতোয়ালী থানা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিক সমাবেশ ও সামষ্টিক ভোজ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরের কোতোয়ালী থানা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ ও সামষ্টিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোতোয়ালী থানা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সভাপতি নেছার উদ্দিন নয়ন-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও মহানগর সভাপতি ফরহাদ হোসেন মন্ডল। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর সহ-সাধারণ সম্পাদক ও কোতোয়ালী থানা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মামুন মিয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিকনেতা ওয়ারেছ আলী, কামরুজ্জামান কামু প্রমুখ।

রংপুরে রিকশা ভ্যান ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরের রিকশা ভ্যান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়েছে।

রিকশা ভ্যান ঐক্য পরিষদের মহানগরের সাধারণ সম্পাদক মোসাদ্দিকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও রংপুর মহানগরের সভাপতি ফরহাদ হোসেন মন্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরের সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রিকশা ভ্যান ঐক্য পরিষদের থানা সাধারণ সম্পাদক মেরাজ হোসাইন, সহ-সাধারণ সম্পাদক সপন মিয়া প্রমুখ।

পতেঙ্গায় শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগর পতেঙ্গা থানার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পতেঙ্গা থানা সভাপতি নজির হোসেন-এর সভাপতিত্বে ও ৩৯ নং ওয়ার্ড সভাপতি আবুল কালাম আজাদ-এর সঞ্চালনায় শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন পতেঙ্গা থানা গার্মেন্টস ইউনিট সভাপতি আসাদুজ্জামান শেখ।

চট্টগ্রাম মহানগর হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগর অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রাম মহানগর হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ ২২৪৭) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইউনিয়ন সভাপতি নুরুন্নবী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বেলায়াত হোসেন-এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট সেক্টরের সভাপতি সাব্বির আহমেদ উসমানী। আরও বক্তব্য রাখেন হোটেল শ্রমিক নেতা আব্দুস সাত্তার, আব্দুর রহিম প্রমুখ।

চৌমুহনী শহর শাখার শ্রমিক সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চৌমুহনী শহর শাখার পূর্ব অঞ্চলের উদ্যোগে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পূর্ব অঞ্চলের সভাপতি কবির হোসেন-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক শহর শাখার সভাপতি মোফাখখার হোসেন নাসিম। বিশেষ অতিথি ছিলেনশহর শাখার সভাপতি মু. অলি উল্যাহ ইয়াছিন, শহর সহ-সভাপতি হাজি ইয়াকুব, খুরশিদ আলম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল হান্নান, ৮নং ওয়ার্ড সভাপতি কামাল হোসেন খোকন, ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি হানিফুর রহমান বাবুল, পরিবহন সভাপতি কাজি গোলাম কিবরিয়া, রিকশা ইউনিয়ন সভাপতি জাকের হোসেন।

বেগমগঞ্জে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বেগমগঞ্জ উপজেলা পূর্ব শাখার চাতাল ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চাতাল ইউনিয়নের উপজেলা সভাপতি মোহাম্মদ ইউছুপ-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিক, রুসুলপুর ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা এনামুল হক বাচ্চু, রুসুলপুর ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ সোহেল প্রমুখ।

কক্সবাজার শহর শাখার আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার শহর শাখার উদ্যোগে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শহর সভাপতি সারওয়ার কামাল সিকদার-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহজাহান, মুহাম্মদ শাহজাহান, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শহর শাখার কোষাধ্যক্ষ একে এম বেলাল, শ্রমিক নেতা আমীর আহমেদ, আব্দুর রহিম ও নূর হোসাইন প্রমুখ।

কক্সবাজার এক্স-রে প্যাথলজি কর্মচারী ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

কক্সবাজার এক্স-রে প্যাথলজি কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ ২২৪৩) এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইউনিয়নের সভাপতি মোক্তার আহমেদ-এর সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি কেফায়েত উল্লাহ-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মহসিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক ও হোটেল এবং হাসপাতাল সেক্টরের কক্সবাজার জেলা সভাপতি এম ইউ বাহাদুর, এক্স-রে প্যাথলজি কর্মচারী ইউনিয়নের প্রচার সম্পাদক ইমরান হোসেন সুজন, কার্যকরী সদস্য ছৈয়দুল আমিন প্রমুখ।

কক্সবাজার হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

কক্সবাজার হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ ১৭৩১) এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পৌর শাখার আহবায়ক শফিউল আলম বাবুর্চি-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি ও কক্সবাজার হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক ও কক্সবাজার হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, কক্সবাজার এক্স-রে প্যাথলজি কর্মচারী ইউনিয়ন সভাপতি মোক্তার আহমেদ, শ্রমিক নেতা আমীর আহমেদ প্রমুখ

দেবিদ্বারে আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা উত্তর জেলার দেবিদ্বার পৌরসভার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

পৌরসভা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ ওয়াহিদুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলাউদ্দিন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন। প্রধান বক্তা ছিলেন পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা ফেরদাউস আহাম্মেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা উত্তর জেলার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, পৌরসভা সহ-সভাপতি মোঃ তমিজ উদ্দিন, উপদেষ্টা মোঃ জাকির হোসাইন প্রমুখ।

লক্ষ্মীপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে ভাষা শহিদ ও ভাষা সৈনিকদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জামাল কবির-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ হারুন দেওয়ান-এর সঞ্চালনায়এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি মমিন উল্যাহ পাটওয়ারী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শহর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইমরান হোসেন পরান, লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নূর আলম আজাদ, শ্রমিকনেতা নূরনবী ও নাসির উদ্দিন।

ফরিদপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফরিদপুর জেলার উদ্যোগে ভাষা শহিদ ও ভাষা সৈনিকদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সভাপতি আবুল বাশার-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ ফিকলুর-এর সঞ্চালনায় এতেপ্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ও ফরিদপুর অঞ্চলের পরিচালক আজারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা মিঠু, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য কাজী আবুল বাসার।

বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও বগুড়া শহর শাখার সভাপতি আজগর আলী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা নুর আলম, আমির হামজা, আব্দুল কুদ্দুস, শাহাদাত হোসেন, শাফিউল ইসলাম শাকিল, রাসেল জিলাদার প্রমুখ।

বগুড়া সদর উপজেলা গৃহনির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা

বগুড়া সদর উপজেলা গৃহনির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হোসাইন আহমেদ-এর আকাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুল বাসেত, নুর আলম, তৌহিদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

ছাতকে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক পৌরসভার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছাতক পৌরসভার সভাপতি মোঃ নুরুল আমিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জালাল উদ্দীন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি মোঃ শাহ আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ কুদরতে এলাহী মারুফ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ ওয়াসিদ আলী।

সীতাকুণ্ডে প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার উদ্যোগে মহান ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সাধারণ সম্পাদক এ এইছ মাছুম-এর সঞ্চালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়িদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন উপজেলা সভাপতি মাস্টার কাজী নজরুল ইসলাম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আবেদ শাহ, প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সেহেল রানা, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নেছার আহমদ।

সোনারগাঁ উপজেলায় আলোচনা সভা

বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন সোনারগাঁ উপজেলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মু আনোয়ার হোসেন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোহাগ হোসেন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি আব্দুল মান্নান। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রূপগঞ্জ থানার সাধারণ সম্পাদক সোহানুর রহমান।

দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

চট্টগ্রাম মহানগরের চান্দগাঁও থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের চান্দগাঁও থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

থানা সাভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও থানা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেনমহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক এম আসাদ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা মহিউদ্দিন হিরু, মোঃ ইসহাক। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম কে সভাপতি ও আব্দুল আজিজ কে সাধারণ সম্পাদক করে সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নরসিংদী সদর উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নরসিংদী সদর উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি মুজিবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথিছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম, জেলা সহ-সভাপতি আব্দুর রশীদ হাশেমী, সদর উপজেলার উপদেষ্টা মাহফুজ ভুইয়া, আকবর হোসেন।সম্মেলনে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মুজিবুর রহমান কে সভাপতি ও আব্দুল আলিম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা উত্তরের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি আল আমিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বদরুল আমিন-এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি মাওলানা নিজাম উদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা ফয়জুর রহমান, জেলা উত্তরের দপ্তর সম্পাদক মাওলানা নজরুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য আল আমিন কে সভাপতি এবং বদরুল আমিন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বকশীগঞ্জ উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার দ্বি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি আব্দুল মুকিত-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি মির্জা আব্দুল মজিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি হাজি আরজু মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ সিদ্দিকী, উপজেলা উপদেষ্টা মাওলানা আদেল ইবনে আওয়াল। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন যথাক্রমে আব্দুল মুকিত ও আবুল খায়ের।

কাশিমপুর পূর্ব থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরের কাশিমপুর পূর্ব থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

থানা সভাপতি আব্দুল লতিফ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরের সহ-সভাপতি মু. ফারদিন হাসান হাসিব। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগর সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার আজিজুর রহমান, কাশিমপুর পূর্ব থানার উপদেষ্টা মোঃ মামুন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা শাহ আজহার আলী, খোরশেদ আলম, আবুল কালাম আজাদ, চুন্নু সরদার, সাদেক আলী প্রমুখ। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য আব্দুল লতিফ কে সভাপতি ও আবুল বাশার কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মেট্রো মধ্য থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরের মেট্রো মধ্য থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

থানা সভাপতি মু. মিনারুল ইসলাম মাহদী-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরের ট্রেড ইউনিয়ন

সম্পাদক নূর আলম ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগরের প্রচার, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক নাঈম মোল্লা। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা উদবাতুল ফজিল, রফিকুল ইসলাম,সানোয়ার হোসেন,আবু হাসেম ও আবু সাঈদ প্রমুখ। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য রাকিবুল ইসলাম রাকিব কে সভাপতি ও হাসমত আলী কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

সাভার থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

ঢাকা জেলা উত্তরের সাভার থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি রুহুল আমিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক আল আমিন, থানার উপদেষ্টা এমদাদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান রাসেল। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য রুহুল আমিন পলাশ কে সভাপতি ও সেলিম রেজা কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি এনামুল হক-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আসরাফ হোসেন রাজু-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি মির্জা আব্দুল মজিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি হাজি আরজু মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ সিদ্দিকী, উপদেষ্টা মাওলানা আদেল ইবনে আওয়াল। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন যথাক্রমে এনামুল হক ও আসরাফ হোসেন রাজু।

দাউদকান্দি উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের দাউদকান্দি উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি এডভোকেট মোঃ মোখলেছুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জামাল হোসেন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু কাউছার আরমান, উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ মনিরুজ্জামান বাহলুল। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য এডভোকেট মোঃ মোখলেছুর রহমান কে সভাপতি ও মোঃ জামাল হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

তিতাস উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের তিতাস উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি মাস্টার মোঃ তফাজ্জল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল খালেক-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু কাউছার আরমান, উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার শামীম সরকার। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মাস্টার মোঃ তফাজ্জল হোসাইন কে সভাপতি ও মোঃ আব্দুল খালেক কে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

বুড়িচং উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের বুড়িচং উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি মাস্টার ফয়েজ আহাম্মাদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাকারিয়া খান সৌরভ-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু কাউছার আরমান, উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ অহিদুর রহমান, বুড়িচং উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান এডভোকেট মোঃ সাইফুল আলম। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মাস্টার ফয়েজ আহাম্মাদ কে সভাপতি ও মোঃ জাকারিয়া খান সৌরভ কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

দাউদকান্দি পৌরসভার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের দাউদকান্দি পৌরসভার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পৌরসভা সভাপতি মোঃ রেজাউল হক-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসিম উদ্দিন মাহমুদ-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ কাউসারুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু কাউছার আরমান। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মোঃ রেজাউল হক কে সভাপতি, মোঃ শুক্কুর আলী কে সহ-সভাপতি ও মোঃ জসিম উদ্দিন মাহমুদ কে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

ময়নামতি সাংগঠনিক উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের ময়নামতি সাংগঠনিক উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি মাওলানা মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু কাউছার আরমান, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা মোঃ এনামুল হক, উপজেলার উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ আবুল হোসাইন। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মাওলানা মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান কে সভাপতি ও মোঃ আনোয়ার হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

নরসিংদী শহর শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নরসিংদী জেলার শহর শাখার উদ্যোগে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শহর সভাপতি মুহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুজ্জামান-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম, শহর শাখার উপদেষ্টা মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, জেলা সহ-সভাপতি আব্দুর রশীদ হাশেমী, নরসিংদী সদর থানার সভাপতি মুজিবুর রহমান, শিবপুর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মিয়াসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মুহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম কে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আসাদুজ্জামান কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

শাহপরান পশ্চিম থানা শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরের শাহপরান পশ্চিম থানা শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শাহপরান পশ্চিম থানা সভাপতি মুহিবুর রহমান শামীম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, শাহপরান পশ্চিম থানা শাখার প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ার আলী, মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য এবাদুর রহমান কে সভাপতি ও এডভোকেট জিল্লুর রহমান কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

কক্সবাজার শহর শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার শহর শাখার উদ্যোগে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শহর সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহজাহান-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন শহর শাখার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-ফারুক, জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ মহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, সাহায্য ও পুর্নবাসন সম্পাদক মুহাম্মদ আলী প্রমুখ। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য সরওয়ার কামাল সিকদার কে সভাপতি ও রাশেদুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

রাণীশংকৈল উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার উদ্যোগে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি রফিকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফছার আলী-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা রফিকুল ইসলাম, পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আব্দুল মতিন বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মোঃ রফিকুল ইসলাম কে সভাপতি ও মোঃ আফছার আলী কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

বাঘোপাড়া থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার বাঘোপাড়া সাংগঠনিক থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

থানা সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলাম রাজ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল কুদ্দুস-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের শহর শাখার সভাপতি আজগর আলী। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন থানা সহ-সভাপতি জাকির হোসেন, জহুরুল ইসলাম সহ-সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম দীপু, নুরুন্নবী প্রমুখ। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মোঃ রবিউল ইসলাম রাজ কে সভাপতি ও মোঃ আব্দুল কুদ্দুস কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

লামা উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বান্দরবান পার্বত্য জেলার লামা উপজেলার উদ্যোগে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি মোঃ আকবর-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিরাজ-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাধারণ সম্পাদক তৌফিক ওমর। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য শামসুল আলম কে সভাপতি ও মোঃ মিরাজ কে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

জোরারগঞ্জ থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলার জোরারগঞ্জ থানার উপজেলার উদ্যোগে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

থানা সভাপতি আবু তাহের-এর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আলম-এর পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দীন আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জোরারগঞ্জ থানার প্রধান উপদেষ্টা নুরুল হুদা হামিদী।

সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য আবু তাহের কে সভাপতি সহ-সভাপতি মাষ্টার আবুল বশর ও মোঃ রেদোয়ানুল হক কে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

গোবিন্দপুর ইউনিয়ন দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া জেলা পশ্চিমের দুপচাঁচিয়া উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বগুড়া অঞ্চল পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বগুড়া জেলা পশ্চিমের সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম

বাদশা, দুপচাঁচিয়া উপজেলার উপদেষ্টা আশরাফ আলী, দুপচাঁচিয়া উপজেলা কোষাধ্যক্ষ সেলিম হোসেন।

সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মোজাম্মেল হক বাচ্চু কে সভাপতি ও মোঃ আব্দুল হাকিম কে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

পাটগ্রাম থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

থানা সভাপতি সোহরাব আলী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ আশরাফুল আলম-এর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন লালমনিরহাট জেলার প্রধান উপদেষ্টা প্রভাষক আতাউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি রেনায়েল আলম, পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা মাসুদ রানা, উপদেষ্টা আনোয়রুল ইসলাম রাজু, সাবেক থানা সভাপতি জিয়াউর রহমান।

সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য সোহরাব আলী কে সভাপতি ও মাওলানা মাইন উদ্দিন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

কোতোয়ালী পশ্চিম থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরের কোতোয়ালী পশ্চিম থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোতোয়ালী পশ্চিম থানার সভাপতি মাওলানা গোলামুর রহমান গোলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদুর রহমান-এর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট মহানগরের উপদেষ্টা ড. নুরুল ইসলাম বাবুল। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, কোতোয়ালী পশ্চিম থানার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আজিজুল ইসলাম, মহানগর সহ-সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান।

সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মাওলানা গোলামুর রহমান গোলাম কে সভাপতি ও জাবেদুর রহমান কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

পীরগঞ্জ উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি বাবুল আহাম্মেদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম মোস্তফা কামাল-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলার উপদেষ্টা মোঃ গোলাম মোস্তফা কামাল।

সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য বাবুল আহাম্মেদ কে সভাপতি ও মোঃ গোলাম মোস্তফা কামাল কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

রামু উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা সভাপতি মোক্তার আহমদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ মহসিন, উপজেলা উপদেষ্টা আবু নাইম মু. হারুন, জেলা সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, সাহায্য ও পুর্ণবাসন সম্পাদক মুহাম্মদ আলী প্রমুখ। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মোক্তার আহমেদ কে সভাপতি ও মিজানুর রহমান কে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

চারমাথা সাংগঠনিক থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার চারমাথা সাংগঠনিক থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি মোঃ নুর আলম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শাফিউল ইসলাম শাকিল-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের শহর শাখার সভাপতি আজগর আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, চারমাথা থানার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল বাসেত, চারমাথা সাংগঠনিক থানার সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মোরশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সালাম। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মোঃ নুর আলম কে সভাপতি ও শাফিউল ইসলাম শাকিল কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

উপশহর সাংগঠনিক থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার উপশহর সাংগঠনিক থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি মোঃ এজাজ আহমেদ আসলাম -এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম শাফি-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বগুড়া অঞ্চলের পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের শহর শাখার সভাপতি আজগর আলী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মোঃ এজাজ আহমেদ আসলাম কে সভাপতি ও মোঃ শফিকুল ইসলাম শাফি কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

মালতিনগর সাংগঠনিক থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার মালতিনগর সাংগঠনিক থানার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি মোঃ লুৎফর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম -এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন থানা সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক, মোঃ রায়হান আলী, আরমান আলি প্রমুখ। সম্মেলনে ২০২৩-২৪ কার্যকালের জন্য মোঃ লুৎফর রহমান কে সভাপতি ও আব্দুর রহিম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভর্তি চলছে

ভর্তি চলছে

ভর্তি চলছে

ড্রাইভিং শিখুন ভবিষ্যৎ গড়ুন,
বেকারত্ব দূর করুন

এস কে মটর ড্রাইভিং সেন্টার

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
- অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- অটো ও ম্যানুয়াল গিয়ারের গাড়ি দ্বারা ড্রাইভিং শিখানো হয়।
- শিক্ষার্থীদের সুবিধামত সময়ে (সকাল/বিকাল/রাত্রিকালীন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
- স্বল্প সময়ে চুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

এস কে মটর ড্রাইভিং সেন্টার

রোড নং: ১৪, ধানমন্ডি রিভার ভিউ টাউন,
রায়ের বাজার (বেড়িবাধ সংলগ্ন), ঢাকা- ১২০৯।
মোবাইল: ০১৬২৯০৭৯৫৩৮

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে

হজ্জের নিবন্ধন চলছে, সত্বর যোগাযোগ করুন।

- হজ্জ লাইসেন্স নং-৬২০
- ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-৫১৪

নিবন্ধন চলছে

যারা স্বল্প সময়ে ওমরাহ্ করতে চান অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশ্বের যে কোনো দেশের টিকিট বিক্রি করা হয়

শুভেচ্ছান্তে

আলহাজ্ব মোঃ আবু ইউসুফ

Member of ATAB

IATA

Biman BANGLADESH AIRLINES

আবাবিল হজ্জ গ্রুপ

দেশের শীর্ষস্থানীয় হজ্জে প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান

৫৫/এ সিদ্দিক ম্যানশন
(৬ষ্ঠ তলা), পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০।

ফোন : +৮৮-০২৯৫১৩১১৪
মোবা : ০১৭০৫-৩৪০৬২৬
০১৮৩২-৯৫৬৯৭৪

Imo & Whatsapp : 01705340626
E-mail : ababil358@yahoo.com
Web : www.ababilhajjbd.com

১ম
সুমাইয়া
২য়
আব্দুল্লাহ
৪র্থ
সাদিয়া

ভর্তি চলছে

মেডিকেল ও
ভার্সিটি ম্যাথ
প্রোগ্রাম

প্রথম ২০ এ ১৬ জন

DMC তে ১৬৩ জন সহ সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩৩০০+ জন

রেটিনা

০১৭০৭ ৭৮১৭৭১-৬